দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৮১ ॥ ১৯ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ০৩ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৫ রবিঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

আনুপাতিক ভোটের নামে জটিলতা তৈরি মানে স্বাধীনতাবিরোধীদের মদদ দেওয়া: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার পর সংসদ নির্বাচনে সরাসরি ভোটের বদলে 'সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির' পক্ষে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, তাতে বিপদ দেখছেন বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী। সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, হঠাৎ আপনারা আনুপাতিক ভোটের নির্বাচনের কথা সামনে এনে জটিলতা তৈরি করবেন না। আনুপাতিক হারে নির্বাচনের নামে জটিলতা তৈরি মানে স্বাধীনতাবিরোধীদের মদদ দেওয়া। আপনারা সুপরিকল্পিতভাবে কোনো জটিলতা তৈরি করবেন না।

বাংলাদেশে চরম দারিদ্রসীমায় বাস করছে ৪ কোটি ১৭ লাখ মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে বর্তমানে ৪ কোটি ১৭ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছেন। তাদের মধ্যে ৬ দশমিক ৫ শতাংশের অবস্থাই গুরুতর। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে। বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক-২০২৪: সংঘাতের মধ্যে দারিদ্র্য' শিরোনামের গতকাল বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্র অক্সফোর্ড পোভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের সঙ্গে যৌথভাবে এটি প্রকাশ করেছে ইউএনডিপি। এখানে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য পরিস্থিতি বুঝতে বিশ্বের ১১২টি দেশের ৬৩০ কোটি মানুষের ওপর গবেষণা করা হয়েছে। এতে ২০২২-২৩ বছর পর্যন্ত এক দশকের বেশি সময়ের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে মানুষের পর্যাপ্ত আবাসন, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, ভোজ্যতেল ও পুষ্টির মতো অতি প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ পাওয়ার ক্ষেত্রে কেমন ঘাটতি রয়েছে, তা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। শিশুরা কী হারে স্কুলে উপস্থিত হচ্ছে, তা-ও এখানে বিবেচনায় এসেছে। সূচক অনুযায়ী, বিশ্বের ১১০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছেন। তাদের প্রায় অর্ধেকই সংঘাতকবলিত দেশের বাসিন্দা। চরম দারিদ্র্যে থাকা জনগোষ্ঠীর ৮৩ শতাংশের বেশি বসবাস করেন আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। দক্ষিণ এশিয়ায় ২৭ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র মানুষ এমন পরিবারে আছেন, যে পরিবারের অন্তত

একজন অপুষ্টিতে ভুগছেন। বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক- ২০২৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে মানুষের জীবনযাত্রার মান (৪৫ দশমিক ১ শতাংশ)। এরপর রয়েছে শিক্ষা (৩৭ দশমিক ৬ শতাংশ) ও স্বাস্থ্য (১৭ দশমিক ৩ শতাংশ)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের সর্বশেষ তথ্যমতে, বাংলাদেশের ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছেন। তাদের মধ্যে অতি দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছেন ৫ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ। সর্বশেষ জনশুমারি অনুসারে, দেশে বর্তমানে জনসংখ্যা আছে ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার। সে হিসাবে, দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি ১৭ লাখ ৫৭ হাজার। সূচক অনুযায়ী, বিশ্বে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক দরিদ্র মানুষের বসবাস ভারতে। দেশটির ১৪০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ২৩ কোটি ৪০ লাখই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে আছেন। এরপরই রয়েছে পাকিস্তান (৯ কোটি ৩০ লাখ), ইথিওপিয়া (৮ কোটি ৬০ লাখ), নাইজেরিয়া (৭ কোটি ৪০ লাখ) ও কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (৬ কোটি ৬০ লাখ)। বিশ্বে চরম দারিদ্র্যে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই এই পাঁচ দেশের বাসিন্দা। ইউএনডিপি প্রকাশিত সূচকে দেখা গেছে, দারিদ্র্যের সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী শিশুরা। চরম দারিদ্র্যে থাকা মানুষের মধ্যে প্রায় ৫৮ কোটি ৪০ লাখের বয়স ১৮ বছরের কম। এই সংখ্যাটা বিশ্বের মোট শিশুর ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ। এর তুলনায় *৭-এর পাতায় দেখুন*

ভারতে অনুপ্রবেশকালে এক পরিবারের তিন সদস্যসহ ৬ বাংলাদেশি আটক

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধপথে পঞ্চগড় সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টাকালে সীমান্ত এলাকা থেকে ৬ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গত বৃহস্পতিবার রাতে পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার হরিভাষা ইউনিয়নের ঘাগড়া বিওপির গোয়ালপাড়া সীমান্ত এলাকায় তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ডাবরী জিনেস্বরী গ্রামের ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের ছেলে গণেশ রায় (৪৩), তার স্ত্রী ববিতা রায় (৩৬), তাদের ছেলে (১০), মাহানপুর গ্রামের ভুট্ট রায়ের ছেলে দেবেন্দ্র রায় (২২), জতমুকুন্দুপর গ্রামের ফনি রায়ের ছেলে জয়ন্ত রায় (১৯) এবং মাহানপুর গ্রামের রাজেন্দ্রনাথ রায়ের ছেলে রিপন রায় (১৯)। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ভারতে অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যে দিনাজপুর জেলার দালাল চক্রকে নগদ ১ লাখ টাকা দিয়ে তারা সীমান্তবর্তী এলাকায় এসেছেন। এ ঘটনায় দালাল চক্রকে আটকের চেষ্টা চলছে বলে জানায় বিজিবি। বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ঠাকুরগাঁও সেক্টরের অধীন নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন *৭-এর পাতায় দেখুন*

শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ডলার নিয়ে পালিয়েছেন : ফারুক

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও জাতীয় সংসদের সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, যারা মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক সাজতে চেয়েছিল, সেই শেখ মুজিবুর রহমান রাওয়াল পিন্ডির কাছে মাথা নিচু করে সুটকেস গুছিয়ে গ্রেফতার হয়ে সেখানে চলে গিয়েছিলেন। শেখ হাসিনাও দুই দিন আগে বলেছিলেন তিনি পালান না। উনি অহংকার করে বলেছিলেন, বিএনপি পালাবার পথ পাবে না। সেই শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ডলার নিয়ে পালিয়েছেন। শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও জোবাইদা রহমানের সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিত আয়োজিত প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচি আয়োজন করে 'প্রতিবাদ' নামের একটি সংগঠন। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশ্যে জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, ডিমের দাম বাড়তো না, যদি অতীতের ডিমের সিন্ডিকেটকে আইনের আওতায় আনতে পারতেন। পেঁয়াজের সিন্ডিকেট হতো না, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি হতো না, যদি আওয়ামী লীগের আমলের চোর-বাটপারদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। তিনি আরো বলেন, শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে মিথ্যার জগৎ বানিয়ে ছাড়তে চেয়েছিল *৭-এর পাতায় দেখুন*

১৪৪ ধারা জারি, আড়াই কিলোমিটার দূরে গিয়ে বিএনপির একাংশের কমিটি ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে বিএনপির দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের কারণে সম্মেলনের পূর্বনির্ধারিত স্থান রাজকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ এক কিলোমিটার এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে স্থানীয় প্রশাসন। ওই স্থান থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে আক্কেলপুর সিনিয়র মাদ্রাসা মাঠে পৌর বিএনপির তিন ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হয়। পরে বিকেল সাড়ে ৫টায় কলেজ বাজার ছোট সেতু এলাকায় পৌর বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন ডেকে পৌরসভার তিনটি ওয়ার্ড কমিটি গঠনের তথ্য জানান পৌর বিএনপির আহ্বায়ক আলমগীর চৌধুরী বাদশা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আক্কেলপুর পৌর বিএনপির একাংশ গত বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় রাজকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে পৌরসভার তিনটি *৭-এর পাতায় দেখুন*

২০২৫ সালের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে : আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৫ সালের মধ্যে নির্বাচন দেওয়া হয়তো সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় নিয়ে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান আভাস দেওয়ার পর এই প্রথম কোনো উপদেষ্টা বিষয়টি নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করলেন। বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) রাতে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এ মন্তব্য করেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা। আলোচনা অনুষ্ঠানে ড. আসিফ নজরুল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল হবে বলে জানান। এছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কোনো সাংবাদিকের বিচার হবে এমন কথা আগে বলেননি বলে তিনি উল্লেখ করেন। ঢালাও মামলা দায়েরের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, বিগত সরকারের সহযোগিতায় গায়েবি মামলা হতো। এগুলো পুলিশ করতো। মামলাগুলো তৎকালীন বিরোধীদলের লোকদের বিরুদ্ধে হতো। এখন হচ্ছে ঢালাও মামলা। যারা পূর্বে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তারাই এই মামলা করছেন। এই মামলাগুলোতে যাতে নিরাপরাধ লোক শাস্তি না পান, সে বিষয়ে কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতির জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা টেয়ে তিনি বলেন, তরকারির এত দাম যে, বিক্রি কমে গেছে। বন্যার কারণে ডিমের সাপ্লাই কমে গেছে। গত সরকারের আমলে সব নিয়ন্ত্রণ হতো সিন্ডিকেটের মাধ্যমে। ৭০ দিন হলো উপদেষ্টামণ্ডলীতে দায়িত্ব পালন করছেন, কোনো ভুল কি হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ভুল তো হতে পারে। কারণ আমার অভিজ্ঞতাও কম। কিন্তু এটা বলতে পারি, জেনে বুঝে অন্যায় করিনি। আমার নীতিগত ভুল হতে পারে। তবে ব্যক্তিগত স্বার্থে কোনো কাজ করিনি। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আমরা পুরোটাই বাতিল করার প্রক্রিয়ায় আছি। মানুষ এই নামগুলোই শুনতে পারে না। ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি *৭-এর পাতায় দেখুন*

'মীমাংসিত বিষয়গুলো থেকে সযত্নে দূরে থাকতে' সরকারকে পরামর্শ জাসদের

স্টাফ রিপোর্টার : ৭ মার্চ, ১৫ আগস্ট, ৪ নভেম্বর জাতীয় দিবস বাতিল এবং জাতির পিতা বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যের নিন্দা-প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ। একই সঙ্গে দলটি এসব বিষয়ে বিতর্কে জড়ানো থেকে সযত্নে দূরে ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি। গতকাল শুক্রবার জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এক বিবৃতিতে এ কথা জানায়। 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ৪ নভেম্বর সংবিধান দিবসকে জাতীয় দিবস হিসাবে প্রদত্ত স্বীকৃতি ও মর্যাদা বাতিলের সিদ্ধান্ত এবং একজন উপদেষ্টা কর্তৃক ও সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে মনে করে ন্যূ বলে প্রদত্ত বক্তব্যের নিন্দা ও *৭-এর পাতায় দেখুন*

ইলিশ বন্ধ, পাঙাশে গন্ধ!

কুয়াকাটা প্রতিনিধি : গত ১৩ অক্টোবর থেকে মা ইলিশের বাধাহীন প্রজননের জন্য মৎস্য শিকারে নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে। সামুদ্রিক মাছ না থাকায় উপকূলের বিভিন্ন বাজারে দেশি মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সঙ্গে দাম বেড়েছে কয়েক গুণ। সবচেয়ে কম দামের মাছ পাঙাসের দাম ডাবল সেঞ্চুরিতে পৌঁছেছে। ফলে উপকূলের মানুষের নাগালে বাইরে চলে গেছে মাছের বাজার। সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, পাঙাশ ২০০, চিংড়ি ৮০০-৯০০, কোরাল ৮০০-১০০০, রুই (ছোট) ২০০, কাতল (সাইজভেদে)

৩০০-৪০০, টেংরা ৩৫০-৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়াও সোনালি মুরগি ৩৭০ টাকা ও গরুর গোশত বিক্রি হচ্ছে ৭০০ টাকা কেজিতে। এ বিষয়ে কথা হয় মাছবিক্রেতা আলমগীর হোসেনের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'এর আগেও অনেকসময় প্রকারভেদে বিভিন্ন মাছের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সম্প্রতি চলছে অবরোধ (নিষেধাজ্ঞা)। তাই মাছের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।' মাছ ব্যবসায়ী হাফিজুর বলেন, 'উর্ধ্বমুখী বাজার মোটেই পড়তির দিকে নেই। সকল জিনিসপত্রের মূল্যই বৃদ্ধি পেয়েছে একযোগে। ফলে অধিকাংশ ক্রেতারা দাম শুনেই মনঃক্ষুণ্ন হচ্ছেন। কেউ কেউ রাগান্বিত হয়ে চলেও যান মাছ না কেনে।' অপর এক ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আজ সকালে ডাকের (নিলাম) মাধ্যমে আমি চিংড়ি কিনেছি ৭৫০ টাকা দরে। আমার মজুরি ও আনুষঙ্গিক খরচ আছে সে হিসেবে আমাকে কখনও ৮০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে হয়। বাজারে মাছ না থাকায় দামটা একটু বেশি বাড়তির দিকে।' মাছ কিনতে আসা খলিল সিকদার বলেন, *৭-এর পাতায় দেখুন*

উত্তাল সাগরে বড় ঢেউয়ে পর্যটকদের উল্লাস

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ণিমার জো-এর প্রভাবে উত্তাল রয়েছে বঙ্গোপসাগর। সাগরকন্যা কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে আঁচড়ে পড়ছে বড় বড় ঢেউ। সৈকতের দোকানিরা বলেছেন, বছরের সবচেয়ে বড় ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছে। এই ঢেউয়ের সঙ্গে মিতালীতে মেতে উঠেছেন পর্যটকরা। সৈকতে থাকা পর্যটকদের বার বার মাইকিং করে নিরাপদে থাকার নির্দেশ দিচ্ছে ট্যুরিস্ট পুলিশ। সব বাধা উপেক্ষা করে পর্যটকরা বাঁধভাঙা আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিন গতকাল শুক্রবার সকাল থেকেই উত্তাল সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ উপভোগ করছেন ঘুরতে আসা পর্যটকরা। হৈ-হুল্লোড় করছেন সৈকতের বালিয়াড়িতে। তবে অনেকে প্রশাসনের নির্দেশনা মেনে তীরে রাখা বেঞ্চিতে বসে উল্লাস করছেন। তবে উপকূলের আকাশে মেঘ থাকলেও প্রচণ্ড রোদ রয়েছে, এখন পর্যন্ত কোনো বৃষ্টি হয়নি। বাতাসের চাপও নেই তেমন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, একদিকে *৭-এর পাতায় দেখুন*

রাজশাহী নগরীতে
ছাতিম ফুলের সৌরভে ক্লান্তি ভুলে পথচারী

স্টাফ রিপোর্টার : ঋতু বৈচিত্র্যে এখন শরৎ পেরিয়ে হেমন্ত। দেশের অন্য যেকোনও শহরে গেলে প্রাচীন বৃক্ষ হিসেবে দু-একটা সপ্তপর্ণা বা ছাতিম গাছের দেখা মিলেই যায়। যা হয়তো যত্রতত্র বেড়ে উঠেছে অনাদরে, অযত্নে ও অপরিকল্পিতভাবে। কিন্তু একমাত্র রাজশাহী শহরেই নগর সড়কের দুই ধারের ফুটপাতে একটির পর একটি ছাতিম গাছ লাগানো হয়েছে একেবারে পরিকল্পনা করে। নিয়মিত যত্ন যেমন নেওয়া হয়েছে, তার বহুগুণ সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে নগর প্রকৃতিতে। যে ঘ্রাণ সত্যিই যে পথচারীসহ যাত্রীদেরও মোহমুগ্ধ করছে! 'অপু বলিলো, কী ফুলের গন্ধ বেরোচ্ছে না দিদি? তাহাদের মা বলিলো, তাহাদের জ্যেঠামশায়ের ভিটার পেছনে ছাতিম গাছ আছে, সেই ফুলের গন্ধ। তাহার পর সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়। ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচলাগা শিশিরাদ্র

শুক্রবার বিএনপির নয়াপল্টন কার্যালয়ের সামনে জিয়া সাংস্কৃতিক সংগঠন (জিসাস) আয়োজিত দেশনায়ক তারেক রহমানের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন ডা. ইরান।

ঢাকা-কক্সবাজার রুটে বিশেষ ট্রেন চলবে ২৩ থেকে ২৭ অক্টোবর

স্টাফ রিপোর্টার : যাত্রী চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে পাঁচ দিনের বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। আগামী ২৩ থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত এই বিশেষ ট্রেন চলবে বলে জানিয়েছেন কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা মো. গোলাম রব্বানী। তিনি বলেন, নিয়মিত দুই জোড়া বিশেষ ট্রেনের পাশাপাশি এই বিশেষ ট্রেন সার্ভিস চালু করা হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রামের চিফ অপারেটিং সুপারিটেনডেন্ট (পূর্ব) এর কার্যালয় থেকে পাঠানো অফিস আদেশে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানান হয়েছে। তিনি জানান, কক্সবাজারগামী প্রথম বিশেষ ট্রেনটি ২৩ অক্টোবর রাত ১১টায় ঢাকার কমলাপুর স্টেশন থেকে ছেড়ে পরদিন সকাল সাড়ে ৭টায় কক্সবাজার পৌঁছাবে। পথে চট্টগ্রামে ২০ মিনিটের বিরতি দিবে ট্রেনটি। *৭-এর পাতায় দেখুন*

সিন্ডিকেটকারীদের কঠিন পরিণতির কথা জানালেন আহমাদুল্লাহ

স্টাফ রিপোর্টার : বরেণ্য আলেম ও আলোচক শায়েখ আহমাদুল্লাহ বলেছেন, বাজারে সিন্ডিকেটকারীরা প্রকৃত মুসলমান নয়। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদই একদিন সিন্ডিকেটকারীদের জাহান্নামের আগুনে পোড়ার কারণ হবে। শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানান তিনি। পোস্টে আহমাদুল্লাহ লিখেছেন, দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতির কারণে সাধারণ মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগে পড়েছে। এদেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ সিন্ডিকেট। এক শ্রেণির অতিলোভী মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেটের কারণে দেশের কোটি কোটি মানুষ সব সময়ই কষ্টের শিকার হয়। নবীজী (সা.) বলেছেন, পাপাচারী লোক ছাড়া কেউ মজুতদারী ও সিন্ডিকেট করতে পারে না। [সহিহ মুসলিম, ১৬০৫] মজুতদারী ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেওয়া ব্যবসায়ী যতই নামাজ, রোযা, হজ, উমরা কিংবা দান-সদকা করুক না কেন, দুনিয়াতে সে প্রকৃত মুসলিম এবং আখেরাতে *৭-এর পাতায় দেখুন*

দিনাজপুর বোর্ডের ২০ কলেজের সবই ফেল, হারাতে পারে পাঠদান অনুমতি

স্টাফ রিপোর্টার : এবারে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষায় ২০টি কলেজের কেউই পাস করতে পারেননি। এমনও হয়েছে যে গত কয়েক বছর ধরেই কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শতভাগ অকৃতকার্যের তালিকাতেই রয়েছে। শতভাগ অকৃতকার্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে দিনাজপুর বোর্ডে। তবে এবারে নড়েচড়ে বসেছে শিক্ষা বোর্ড। প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে তদন্ত করে শক্ত অবস্থানে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো পাঠদানের অনুমতি হারাতে পারে। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরে এই বোর্ডের অধীনে এইচএসসিতে শতভাগ অকৃতকার্য হয় ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। গত বছর যেটা ছিল ১৬, ২০২২ সালে ১৩ এবং ২০২১ সালে ২টি। অর্থাৎ প্রতিবছরই বাড়ছে এই সংখ্যা। কিন্তু কেন এমনটি হচ্ছে এর সদুত্তর দিতে পারেনি সংশ্লিষ্টরা। তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা থাকলেও বাস্তবে তা প্রতিফলিত হয়নি। বরং *৭-এর পাতায় দেখুন*

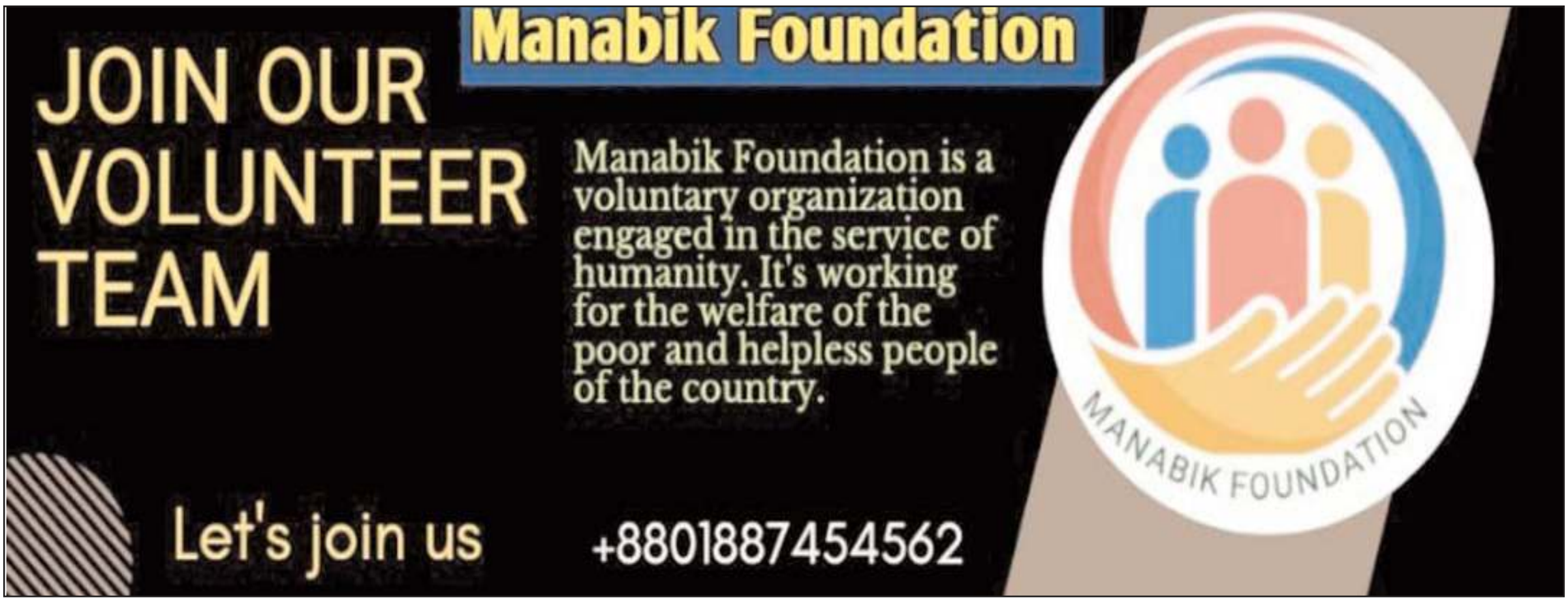

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শনিবার ॥ ১৯ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ০৩ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

বাহিনীর পোশাকে ডাকাতি

সেনা-র‍্যাব-পুলিশ-বিজিবির পোশাক কেনা যায় মার্কেটে, বাড়ছে অস্থিরতা

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পোশাক পরে ডাকাতি, ছিনতাই, টাকা লুট ও অপহরণের ঘটনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যের পরিচয়ে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে কাউকে তুলে নিয়ে নির্যাতন, গুম কিংবা ডাকাতির ঘটনায় অপরাধীদের ধরতে বেগ পেতে হয় পুলিশের। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসি-নার সরকার পতনের পরেও এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় ভুয়া ডিবি, র‍্যাব কিংবা সেনাবাহিনীর পরিচয়ে টাকা লুট কিংবা অভিযানের নামে অপকর্ম করছে অপরাধীরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিগত সরকারের সময়ে যারা এসব অপরাধে জড়িত ছিল তাদের কেউ কেউ কারামুক্ত হয়ে আগের পেশা হিসেবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভুয়া পরিচয়ে নকল পোশাকে অপকর্মে জড়াচ্ছে। কেউ আবার অন্তর্বর্তী সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে এসব অপরাধ করছে। এসব অপকর্ম করে দোষ

চাপাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর। অপরাধীদের মধ্যে আবার কেউ আছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য। তারা এসব অপকর্ম খুব নির্ঝঞ্ঝাটভাবে করেন। সেনা-র‍্যাব-পুলিশ-বিজিবির পোশাক কেনা যায় মার্কেটে, বাড়ছে অস্থিরতা বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পোশাক পরে ডাকাতির ঘটনায় জনমনে শঙ্কা ও উদ্বেগ বেড়েছে। বিশেষ করে বড় ব্যবসায়ীরা রয়েছেন অনেকটা আতঙ্কে। অভিযানের কথা বলে কে কখন বাসায় কড়া নাড়েন সে ভয়ও কাজ করছে অনেকের মধ্যে।

সম্প্রতি রাজধানীর মোহাম্মদপুরে গভীর রাতে সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের পোশাক পরে সংঘবদ্ধ ডাকাত দল একটি বাসা থেকে সাড়ে ৭৫ লাখ টাকা ও ৬০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে। অন্তর্বর্তী সরকারের দুই মাসের মাথায় এমন সংবাদ জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। যদিও এ ঘটনায় ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) ও র‍্যাব। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে পাঁচজনই হলেন বিভিন্ন

২-এর পাতায় দেখুন

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে অংশীদারত্ব বাড়ছে আলোচনা শুরু নভেম্বরে

স্টাফ রিপোর্টার : ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব বাড়ছে। ফলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সব উপাদানকে একটি কাঠামোয় আনতে চায় দুই পক্ষ। সবকিছু ঠিক থাকলে ওই অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি (পিসিএ) নিয়ে আলোচনা শুরু হবে আগামী মাসে। এর মাধ্যমে দুই পক্ষের বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শান্তি ও নিরাপত্তা, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতাসহ অন্যান্য বিষয়ে কাঠামো তৈরি করা হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ এক কর্মকর্তা বলেন, 'বাংলাদেশ ও ইইউ ২০০১ সালে সহযোগিতা চুক্তি করে। বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ওই কাঠামোর পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন অর্থাৎ একটি সামগ্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন।' ইইউ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রফতানি বাজার এবং ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক এখন অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। ফলে অংশীদারত্বের মাত্রাও আগের থেকে বেশি বলে তিনি জানান। এই কর্মকর্তা আরও বলেন, 'আমরা নতুন অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি করতে চাই যেখানে সম্পর্কের সবগুলো উপাদানকে সংযুক্ত করা

২-এর পাতায় দেখুন

২০১৪ সালের নির্বাচনের পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয় অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ছাত্র-জনতার ওপর নজিরবিহীন হামলা চালায় পুলিশ। গত ১৯ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত তিনদিনে ওই এলাকায় আন্দোলনকারীদের দমাতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৪৯৫ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয় ৭ পয়েন্ট ৬২ এমএম চায়না রাইফেল থেকে। এতে প্রাণহানি ঘটে শতাধিক। অত্যাধুনিক এ মারণাস্ত্র দিয়ে প্রতি মিনিটে নির্ভুলভাবে ৩০-৪০ রাউন্ড গুলি চালানো যায়। অত্যাধুনিক এ অস্ত্র ব্যবহার হয় মূলত যুদ্ধক্ষেত্রে। পুলিশ বাহিনীর হাতে এ ধরনের মারণাস্ত্র তুলে দেয়া শুরু হয় ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর। আওয়ামী লীগ সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর পুলিশের আধুনিকায়নের নামে বাহিনীতে যুক্ত করা হয় ৭ পয়েন্ট ৬২ এমএম চায়না রাইফেল, এসএমজি, এলএমজি, বিডি-৮ অ্যাসল্ট রাইফেল, টরাস ৯ এমএমের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার্য অস্ত্র। পুলিশের হাতে এ ধরনের অস্ত্র তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ২০১৪ সালের ২৬ অক্টোবর। সে সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পুলিশ) ছিলেন আখতার হোসেন ভূঁইয়া। তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় পুলিশের পক্ষে অংশ নেন তৎকালীন এআইজি মো. হারুন অর রশিদ। সভায় বাহিনীতে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এ পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি বলেন, 'এদেশে পার্বত্য অঞ্চল ও সমতল অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে পুলিশের বিভিন্ন মডেল ও

ক্যালিবারের অস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে।' তার ওই প্রস্তাবে অনুমোদন দেন আখতার হোসেন ভূঁইয়া। একই সঙ্গে স্বাভাবিক অন্যান্য প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে এসব অস্ত্র কেনাকাটা থেকে শুরু করে বণ্টনের কাজটিতেও তত্ত্বাবধান করেন তিনি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পুলিশের মতো বাহিনীর সদস্যদের হাতে এ ধরনের মারণাস্ত্র তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট কারো মতামত নেয়া হয়নি। এমনকি ক্রয় প্রক্রিয়াও বাস্তবায়ন হয় দ্রুততম সময়ের মধ্যে। সরকারি অন্যান্য কেনাকাটায় যে ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, সেটিও এখানে উপেক্ষিত থেকে যায়। ২০১৫ সালে প্রথম দফায় ইতালি

২-এর পাতায় দেখুন

পলিথিনের বিকল্প সোনালি ব্যাগ বাণিজ্যিক উৎপাদন আগামী বছর

স্টাফ রিপোর্টার : উৎপাদন নিষিদ্ধ হলেও দেশে প্রায় তিন হাজার কারখানায় দৈনিক এক কোটি ৪০ লাখ পলিথিন উৎপাদিত হচ্ছে। আর সহজলভ্য হওয়ায় এটি অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করছে মানুষ। আগে বাজার করার সময় সবাই বাজারের থলে নিয়ে বের হতো। এখন কারও হাতে বাজারের থলে চোখে পড়ে না। মুদিদোকান থেকে শুরু করে মাছ, মাংস, শাকসবজি, ডিম, তরকারি, ফল ও মিষ্টির দোকান, যেকোনো পণ্য কিনতে গেলেই দোকানি পলিথিনে সব পণ্য দেয়। যদিও পলিথিন নিষিদ্ধ হয়েছিল ২০০২ সালে। কিন্তু বাজার পরিস্থিতি দেখলে এখন কেউই বুঝবে না যে পলিথিন নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় আবারও ১ অক্টোবর থেকে সুপার শপগুলোতে এবং ১ নভেম্বর থেকে কাঁচাবাজারে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে সরকার। তবে যুগ যুগ ধরে পলিথিন ব্যবহারে অভ্যস্ত মানুষ

২-এর পাতায় দেখুন

লেবানন থেকে ছোড়া রকেট ঠেকাতে ব্যর্থ ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ বলেছে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নতুন এক অধ্যায় শুরু করছে তারা। এরপরই জভুলুনের উপকূলীয় এলাকায় রকেট হামলা করেছে গোষ্ঠীটি। এসব রকেটের বেশ কিছু লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। যা ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীও (আইডিএফ) স্বীকার করেছে। বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) সকালে শক্তিশালী রকেট দিয়ে ইসরায়েলে হামলা করা হয়। তারা বন্দর নগরী হাইফার উত্তরে অবস্থিত উপকূলীয় এলাকায় সামরিক স্থাপনা লক্ষ্যবস্তু করে।

টেলিগ্রামে দেওয়া আপডেটে হিজবুল্লাহ জানায়, তারা প্রথমবারের মতো ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে। যা সফলও হয়েছে। পরে বিবৃতিতে ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) বলেছে, আজ সকালে হাইফা উপসাগর, আপার গ্যালিলি ও পশ্চিম গ্যালিলিতে সাইরেন বেজে উঠে। সেখানে আঘাত হানা রকেট লেবানন থেকে ছোড়া হয়। প্রায় ১৫টি রকেট শনাক্ত করে প্রতিরোধের চেষ্টা করে তারা। কিন্তু কিছু আটকানো গেলেও বাকিগুলো আঘাত হানে। এ ছাড়া রাতে ইসরায়েলি সামুদ্রিক অঞ্চলের অভ্যন্তরে উপকূল বরাবর একটি ড্রোন ভূপাতিত করে জব্দ করেছে তারা।

২-এর পাতায় দেখুন

পরিবর্তন এসেছে শাহজালাল বিমানবন্দরের যাত্রীসেবায়

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবাসীদের যথাযথ সম্মান জানাতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এক মাসের মধ্যে বিমানবন্দরে প্রবাসীদের জন্য ভিআইপি (অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) সেবা চালু হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। প্রথম ধাপে মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেশে আসা প্রবাসীরা এটা পাবেন। লাউঞ্জ ও বিশেষ ইমিগ্রেশন ডেস্ক ছাড়া ভিআইপিদের বাকি সব সুবিধা পাবেন প্রবাসীরা। তবে এ ঘোষণার আগেই অনেকটা পরিবর্তন এসেছে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রীসেবায়। আগে ফ্লাইট থেকে বিমানবন্দরে নেমে ইমিগ্রেশনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হতো। এরপর লাগেজের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু এখন বিমানবন্দরের চিত্র পুরোই বদলে গেছে। ফ্লাইট অবতরণের অল্প

২-এর পাতায় দেখুন

বায়তুল মোকাররমের নতুন খতিব মুফতি আবদুল মালেক

স্টাফ রিপোর্টার : বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব হয়েছেন আল্লামা মুফতি আবদুল মালেক। শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবুবকর সিদ্দীকের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, দেশবরেণ্য ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ও হাদিস বিশারদ আল্লামা মুফতি আবদুল মালেককে (হাফি.) বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব নিযুক্ত করা হয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে তাকে জাতীয় মসজিদের খতিব পদে নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মুফতি আবদুল মালেক দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামিক স্টাডিজ, হাদীস ও ফিকহে ইসলামির ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনকারী একজন প্রখ্যাত ইসলামি স্কলার। বিশ্বখ্যাত

২-এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘ ৪৪ বছর পর আবারও আকাশপথের পাশাপাশি সমুদ্রপথে হজযাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘ ৪৪ বছর পর আবারও পানিপথে হজে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে সৌদি আরব সরকারকে চিঠি দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। তবে ২০২৫ সালের জুনের হজযাত্রায় পানিপথের যাত্রাপ্রক্রিয়া সম্ভব হবে কি না, এখনও বলতে পারছেন না সংশ্লিষ্টরা। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টরা জানান, ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের যে ভূখণ্ড, এখান থেকে সমুদ্রপথে হজে যাওয়ার ইতিহাস সুলতানি আমল থেকে।

যার গোড়াপত্তন হয়েছিল ১২০৪ সালে। তখন পালতোলা জাহাজে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে হজযাত্রী পরিবহনের ইতিহাস রয়েছে। সর্বশেষ বাংলাদেশ আমলে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় ১৯৮০ সালের দিকে হিজবুল বাহার নামের জাহাজে করে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে সমুদ্রপথের হজযাত্রীরা হজে গিয়েছিলেন। এরপর এরশাদের শাসনামলে আকাশপথে হজযাত্রীরা মক্কা-মদিনায় যাওয়া শুরু করেন। দীর্ঘ ৪৪ বছর পর আবারও আকাশপথের পাশাপাশি সমুদ্রপথে বা পানিপথে হজযাত্রী পাঠানোর চিন্তাভাবনা শুরু করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। উদ্দেশ্য, হজযাত্রীদের খরচ কমানো। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলরা বলছেন, বাংলাদেশ সরকার চাইলেও সৌদি আরবকেও এ বিষয়ে রাজি হতে হবে। তারা বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুমোদন করলে তখন সমুদ্রপথে হজযাত্রী পাঠানোর পরবর্তী কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করা হবে। কারণ, বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে হজযাত্রী পাঠানোর বিষয়টি কয়েক বছর ধরে আলোচিত হচ্ছে। তারা আরও বলেন, দীর্ঘ সময় এবং নানা চ্যালেঞ্জের কারণে আগের সরকার এতে খুব একটা আগ্রহী হয়নি। তা ছাড়া সৌদি সরকারেরও এ বিষয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

সাগরে ফের লঘুচাপের আভাস, রূপ নিতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে

স্টাফ রিপোর্টার : নিম্নচাপের রেশ কাটতে না কাটতেই কার্তিকের শুরুতে বঙ্গোপসাগরে ফের একটি লঘুচাপ তৈরি হতে পারে বলে আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। লঘুচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে বলেও শঙ্কা আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুকের। গতকাল শুক্রবার দুপুরে তিনি বলেন, "আগামী সোম বা মঙ্গলবারের দিকে বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পরে সেটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হানতে পারে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটি ভারতের উড়িষ্যা বা পশ্চিমবঙ্গের দিকে আঘাত হানতে পারে। তবে গতিপথ পরিবর্তন করে বাংলাদেশেও আঘাত হানার শঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের ওয়ার্ক পারমিট স্থগিত করলো ইতালি

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের ১১ অক্টোবর জারি করা নতুন আইন অনুসারে, বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের ওয়ার্ক পারমিট স্থগিত করেছে ইতালি। বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ঢাকায় ইতালি দূতাবাস। ঢাকায় আগামীকাল রোববার থেকে পর্যায়ক্রমে পাসপোর্ট দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হবে বলেও দূতাবাস জানিয়েছে। দূতাবাস জানায়, ভুয়া ও জাল কাগজপত্রের সংখ্যা বেশি হওয়ায় যথাযথ যাচাই সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের

নাগরিকদের জন্য ইস্যু করা সব ধরনের 'নুলা ওস্তা' (ওয়ার্ক পারমিট)-এর বৈধতা স্থগিত করেছে ইতালি সরকার। চলতি বছরের ১১ অক্টোবর জারি করা নতুন আইন অনুসারে, দূতাবাস ইতালির প্রাদেশিক অভিবাসন অফিস থেকে স্থগিত 'নুলা ওস্তা'র যাচাইকরণ সম্পন্ন হওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়ার পরেই ওয়ার্ক ভিসা ইস্যু করবে। উল্লিখিত যাচাইয়ের জন্য মুলতবি থাকা আবেদনকারীদের পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হবে বলে ভিসার জন্য আবেদনকারী এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রার্থীদের জানিয়েছে ইতালি দূতাবাস। আগামী রোববার (২০ অক্টোবর) থেকে পর্যায়ক্রমে পাসপোর্ট দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হবে। প্রত্যেক আবেদনকারীকে দূতাবাস ভিএফএস গ্লোবালের মাধ্যমে একটি এসএমএস বা ই-মেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে যে, তিনি কখন পাসপোর্ট ফেরত নিতে পারবেন। 'নুলা ওস্তা'র নিশ্চয়তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীদের পাসপোর্টটি ভিএফএস গ্লোবালের মাধ্যমে জমা দিয়ে ভিসা নিতে তাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবে দূতাবাস। ওয়ার্ক ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রার্থী; যারা নুলা ওস্তা নিশ্চিতকরণ পেয়েছে, তাদের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য ভিএফএস গ্লোবালের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হবে। তাই,

২-এর পাতায় দেখুন

ডিসেম্বরের মধ্যেই বাজারে আসবে আমার দেশ পত্রিকা : মাহমুদুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা বাজারে আসবে বলে জানিয়েছেন পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান। আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় লুটপাটসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি। মাহমুদুর রহমান বলেন, 'ডিসেম্বর মাসের মধ্যই আমার দেশ পত্রিকা আপনাদের হাতে তুলে দেবো। আমার দেশ পত্রিকা আবারও জনগণের পক্ষে কথা বলবে। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, লুটেরাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে। শুধু সরকারের কাছে চাওয়া, এই পত্রিকা চালুর ব্যাপারে যেন আইনি বাধায় না পড়ে সেই সহযোগিতা করা।' তিনি বলেন, 'ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকার আমার দেশ পত্রিকার প্রেস সম্পূর্ণ ধ্বংস

২-এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, সেগুনবাগিচায় 'প্রথিমিক শিক্ষা ও আমাদের প্রত্যাশা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ হাসিনা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন: জাহাঙ্গীর

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর বলেছেন, ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে গেলেও বিদেশে বসে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি বিদেশে বসে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কোনো লাভ হবে না। বাংলাদেশের জনগণ বোঝে ষড়যন্ত্রের হোতা কে অবিলম্বে শেখ হাসিনাকে দেশে এনে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) রাজধানীর উত্তরায় ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি। এস এম জাহাঙ্গীর বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট রেজিমের সময়ে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা হয়েছে, হামলা হয়েছে। আমাদের নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতার, গুম ও খুন করা হয়েছে। তারপরও বিএনপির একজন নেতাকর্মীকেও দলের কর্মকাণ্ড থেকে তারা সরাতে পারেনি। দলের সব নেতাকর্মী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে জীবনবাজি রেখে কাজ করে

২-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের কারণে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে : সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে মন্তব্য করে সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেছেন, এতে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে। শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এডুকেশন টাইমস ও ফাউন্ডেশন অব এডুকেশনাল ট্রান্সফারেন্সি (এফইটি) আয়োজিত 'কোন পথে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রম সংস্কার' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। গোলটেবিল বৈঠকে ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেন, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। পাশের দেশ শিক্ষার হাব তৈরি করেছে, আমাদের ছেলে মেয়েরা সেখানে পড়তে যাচ্ছে। এতে করে দেশের ফরেন কারেন্সিও নষ্ট হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বিভিন্ন কমিশন গঠন হলেও কোনো শিক্ষা কমিশন গঠন হয়নি, যা দুঃখজনক। অথচ আমরা একটি পার্মানেন্ট শিক্ষা কমিশন আশা করেছিলাম। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকবার শিক্ষা কমিশন গঠন করা হলেও তা যথাযথ সুফল বয়ে আনতে পারেনি। আমরা চাই এ দফায় একটি শিক্ষা কমিশন গঠন হবে। যারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বিতভাবে শিক্ষা সংস্কারে কাজ করবে।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের শিক্ষাখাতকে ঢেলে সাজানোর মতো শিক্ষক রয়েছে, কিন্তু সে শিক্ষকদের

২-এর পাতায় দেখুন

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিকুল ইসলাম ৪ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বাড়ির সামনে বালুর ট্রাক রেখে কর্মসূচি পালনে বাধা সৃষ্টি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় করা মামলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রফিকুল ইসলামের ৪ দিনের রিমান্ড দিয়েছে আদালত। গতকাল শুক্রবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এ আদেশ দেন। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও গুলশান থানার সাব-ইন্সপেক্টর রায়হানুল ইসলাম সৈকত ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউটর রিমান্ডের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। শুনানি শেষে বিচারক ফারজানা শাকিলা চৌধুরী সুমু ৪ দিনের রিমান্ড আদেশ দেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে রফিকুল ইসলাম ঢাকা মহানগর পুলিশের গুলশান বিভাগে কর্মরত ছিলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে গত বৃহস্পতিবার তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির

২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রীয় সম্মানে সুজেয় শ্যামের শেষ বিদায়

স্টাফ রিপোর্টার : একাত্তরে সহযোদ্ধা, সহশিল্পী আর স্বজনদের শ্রদ্ধার ফুল এবং রাষ্ট্রীয় সম্মানে সিক্ত হয়ে চিরবিদায় নিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী সুজেয় শ্যাম। গতকাল শুক্রবার সকাল সোয়া ১১টার দিকে সুজেয় শ্যামের মরদেহ নিয়ে আসা হয় ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে। এরপর ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই গীতিকার ও সুরকারের কফিন মুড়িয়ে দেওয়া হয় জাতীয় পতাকায়। পুলিশের একটি চৌকশ দল সেখান এই শিল্পীকে গার্ড অব অনার দেয়। এ সময় বিউগলে বাজানো হয় করুণ সুর। সুজেয় শ্যামকে শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকেশ্বরীতে এসেছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের তার সহশিল্পী গায়িকা শাহীন সামাদ, গায়ক তিমির নন্দী, অভিনেতা-নির্দেশক মামুনুর রশীদ, সঙ্গীতশিল্পী খোরশেদ আলম, শুভ্র দেব, বিজন চন্দ্র মিস্ত্রিসহ অনেকে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেকে শ্রদ্ধা জানান সুজেয় শ্যামের মরদেহে। পরে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বাসাবোর সবুজবাগে বরদেশ্বরী

২-এর পাতায় দেখুন

ভূমির ৯ বছরের মন্ত্রিত্বে বিপুল অবৈধ সম্পদ পাচার

দেশে-বিদেশে সাইফুজ্জামানের যত সম্পত্তি অবরুদ্ধের তালিকায়

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১৫ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমি প্রতিমন্ত্রী থেকে পূর্ণমন্ত্রী থাকার ৯ বছরে সাইফুজ্জামান চৌধুরী অবৈধভাবে অর্জিত টাকা বিদেশে পাচার করে স্বনামে ও তার স্ত্রী রুকমীলা জামানের নামে যুক্তরাজ্যসহ তিনটি দেশে ৫৮০টি বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্টের মালিক বনেছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে অপরাধলব্ধ টাকা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে দেশ থেকে পাচার করেছেন। লেয়ারিংয়ের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন

দেশে সম্পদ কেনার মাধ্যমে ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন করেছেন তিনি। সাইফুজ্জামানের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠলে অনুসন্ধানে নামে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংস্থাটির একজন উপপরিচালক, একজন সহকারী ও উপসহকারী পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা নিয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়। অনুসন্ধানকারী টিমের বিশ্বস্ত সূত্র ও প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্য মতে, সাইফুজ্জামান ও তার স্ত্রী রকমীলার যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও আরব আমিরাতে ৫৮০টি বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট ও সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া যায়। দেশগুলোর ল্যান্ড রেজিস্ট্রিতে এসবের সত্যতা মিলেছে। সম্প্রতি সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রী রুকমীলা জামানের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ ক্রোক বা অবরুদ্ধকরণের লক্ষ্যে আবেদন করেন অনুসন্ধান টিমের প্রধান দুদকের উপপরিচালক রাম প্রসাদ মন্ডল। আবেদনটির ওপর আদালতে শুনানি করেন দুদকের প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর। এরপর ঢাকা মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ আস সামছ জগলুল হোসেনের আদালত দুদকের আবেদনটি মঞ্জুর করে সাবেক এই মন্ত্রীর সম্পত্তি ক্রোক ও ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ/অবরুদ্ধের আদেশ দেন। আবেদনে যেসব সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ চাওয়া হয় সাইফুজ্জামান ও তার স্ত্রী রুকমীলার নামে যুক্তরাজ্যে ৩৪৩টি, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২২৮টি এবং যুক্তরাষ্ট্রে-৯টিসহ অন্যান্য দেশেও বাড়ী/অ্যাপার্টমেন্ট/জমিসহ অন্যান্য স্থাবর সম্পদ রয়েছে। আবেদনে বলা হয়, সাইফুজ্জামান চৌধুরী সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রী

২-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

দেশে-বিদেশে সাইফুজ্জামানের

এর বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রমতে, প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বিদেশে পাচার করে তার নিজ এবং তার স্ত্রী রুকমীলা জামানের নামে যুক্তরাজ্যে ৩৪৩টি, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২২৮টি যুক্তরাষ্ট্রে ৯টিসহ অন্যান্য দেশেও বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট/জমিসহ অন্যান্য স্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট দেশের ল্যান্ড রেজিস্ট্রি ও প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যাদি/রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়। প্রাপ্ত রেকর্ডপত্রে দেখা যায় এই সম্পদসমূহ তার নিজ ও পরিবারের নামে ২০১৫ হতে ২০২৪ সালের মধ্যে কিনেছেন। এই সময়ে তিনি বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে, তিনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান/পরিচালক ছিলেন। তার স্ত্রী রুকমীলা জামান গত ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান ছিলেন। এই ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে ঋণ গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। বাংলাদেশে তার ও তার পরিবারের সদস্যদের নামীয় আয়কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিদেশি এসব সম্পদ অর্জনের বিষয়টি বাংলাদেশের আয়কর নথিতে উল্লেখ করেননি। তিনি বাংলাদেশের আইন মোতাবেক বিদেশে সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হতে অর্থ প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করেননি বলে জানা যায়। এছাড়া, সাইফুজ্জামান চৌধুরী তার নির্বাচনী হলফনামায় বিদেশে সম্পদ অর্জনের তথ্য প্রদান করেননি। সাইফুজ্জামান চৌধুরী সরকারের প্রতিমন্ত্রী/মন্ত্রী থাকাকালে ও ইউসিবি ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান/পরিচালক এবং তার স্ত্রী রুকমীলা জামানের চেয়ারম্যান হিসাবে ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অর্থ অর্জন করে তা স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রুপান্তর করে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহারপূর্বক বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করে লেয়ারিংয়ের আশ্রয়ে যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণিত সম্পদ ক্রয়ের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন করেন। অনুরূপভাবে তিনি ও তার স্ত্রী রুকমীলা জামান সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যাংকে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলে হিসাবসমূহের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ লেনদেন করেছেন। সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রীর নামীয় বর্ণিত পাচারকৃত সম্পদসমূহ দেশে ফেরত আনার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে ক্রোক/অবরুদ্ধ করা অত্যাবশ্যক। এই দুইজনের পরিবার/নির্ভরশীল ব্যক্তিদের নামে অন্য কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ পাওয়া গেলে তা আইনের আওতায় আনা হবে। ক্রোকাদেশ পাঠানো হবে ৩ দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে দুদকের আবেদনটিতে সাইফুজ্জামানের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিগুলো ক্রোক বা অবরুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আদেশ প্রদানের কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে দেশটির এইচএম ল্যান্ড রেজিস্ট্রি, ইংল্যান্ড ও ওয়েলস, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট রেজিস্টার, নিউ ইয়র্ক ও ফ্লোরিডাকে প্রয়োজনীয় আদেশ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবের ক্ষেত্রে দুবাই ইসলামিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান, ফার্স্ট আবুধাবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান, জনতা ব্যাংক পিএলসি ব্যাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, টিডি ব্যাংক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ারম্যান বা অন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদানের কথা বলা হয়। এছাড়া একইদিন সংস্থাটির আরেকটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত চট্টগ্রামে থাকা তাদের দুটি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রোকের আদেশ দেন। গত ২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, “সরকারের মন্ত্রিসভার অন্তত একজন সদস্যের নিজ নামে বিদেশে একাধিক কোম্পানি থাকার প্রমাণ রয়েছে, যার প্রতিফলন হলফনামায় নেই। মন্ত্রী ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন ছয়টি কোম্পানি এখনও বিদেশে সক্রিয়ভাবে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা পরিচালনা করছে। যে সকল কোম্পানির মোট সম্পদ মূল্য প্রায় ২ হাজার ৩১২ কোটি টাকা।” সরকার জানতে চাইলে তার নাম এবং এ বিষয়ে সব তথ্য ও তথ্যসূত্র দেওয়া হবে বলে জানালেও পরে ইফতেখারুজ্জামান বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকে সেই ‘মন্ত্রীর’ নাম জানান। তিনি হলেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান। পরে বিষয়টি স্বীকারও করেছেন সাইফুজ্জামান। এ ছাড়া, ২০১৩ সালে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর স্থাবর সম্পত্তি ছিল দুই কোটি ৬৮ লাখ টাকা। এখন তার নামে সম্পত্তি আছে ১০ কোটি ৯ লাখ টাকার। ১০ বছরে স্থাবর সম্পত্তি বেড়েছে ৭ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এই সময়ে তার স্ত্রীর অস্থাবর সম্পত্তিও বেড়েছে ১২ গুণের বেশি। সাইফুজ্জামান চৌধুরী চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনের সংসদ সদস্য। একই আসন থেকে এবারও আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছিলেন। এদিকে বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) গুলশানে ইউসিবি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার পরিবারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে ব্যাংকের দেড় শতাধিক শেয়ারধারী। ওই সময় তারা বিভিন্ন ফেস্টুন প্রদর্শন করে সাবেক ভূমিমন্ত্রীর ‘বিদেশে অর্থ পাচার’ এবং ব্যাংকটির নানা অনিয়ম নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেন। ইউসিবির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বাবা চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়াত আখতারুজ্জামান চৌধুরী। শুরু থেকে ব্যাংকটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পারটেক্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এম এ হাসেম। তারা বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সাল পর্যন্ত উভয় পরিবারের সদস্যরাই ব্যাংকটিতে যুক্ত ছিলেন ও নেতৃত্ব দেন। ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, ২০১৭ সালে পারটেক্স গ্রুপের সদস্যদের ইউসিবি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। ব্যাংকটির চেয়ারপারসনের দায়িত্ব নেন সাইফুজ্জামান চৌধুরীর স্ত্রী রুকমিলা জামান। তবে রুখমিলা জামান যুক্তরাজ্যে অবস্থান করায় ব্যাংকটি মূলত সাইফুজ্জামান চৌধুরী পরিচালনা করেন, এমনটাই জানিয়েছেন ব্যাংকটির কর্মকর্তারা। তাদের অভিযোগ, ২০১৭ সাল থেকে ব্যাংকটিকে একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে ‘অবাধ লুটপাট, আর্থিক দুর্নীতি ও বিদেশে টাকা পাচার’ করা হয়েছে। ফলে ব্যাংকটিতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে। ২০১৭ সালে ব্যাংকে খেলাপি ঋণ ছিল এক হাজার ৭৯২ কোটি টাকা, যা ২০২৩ সাল শেষে বেড়ে হয়েছে দুই হাজার ৭৮২ কোটি টাকা।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিকুল

চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বাসভবনের সামনে ২০১৩ সালে বালু ও ময়লার ট্রাক দিয়ে অবরুদ্ধ করার ঘটনায় ৪ অক্টোবর কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সদস্য মো. শরীফুল ইসলাম বাদী হয়ে গুলশান থানায় মামলাটি করেন। এতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আসামি করা হয়েছে। মামলার এজাহারে বলা হয়, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন না করে ২০১৪ সালে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিএনপির পক্ষ থেকে ২০১৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর মার্চ ফর ডেমোক্রেসি কর্মসূচি দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে যেন খালেদা জিয়া যেতে না পারেন সেজন্য তার বাসার সামনে বালু ও ময়লার ট্রাক দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। এ সময় বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপর নিষিদ্ধ পিপার স্প্রে নিক্ষেপ করা হয়।

শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের কারণে দেশ

যথাযথ মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন সব মিলিয়ে ১৭ হাজার টাকা, বর্তমান বাজারে এ টাকায় চলা খুবই কঠিন।

এফইটির জেনারেল সেক্রেটারি শরীফ মোহাম্মদ সফিকুল আলমের সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা ও শিশু রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক রাখাল রাহা, সেইভ দ্য চিলড্রেনের ডিরেক্টর (এডুকেশন প্রোগ্রাম) মেহেরুন্নিসা স্বপ্না।

সাগরে ফের লঘুচাপের আভাস, রূপ

বলেছেন ঘূর্ণিঝড়টির নাম হতে পারে 'ডানা'। গত বুধবার থেকেই সাগরে একটি লঘুচাপ নিম্নচাপে পরিণত হয়। সেটি ভারতের তামিলনাড়ু উপকূলে বেশি প্রভাব ফেলে গত বৃহস্পতিবার বিদায় নেয়। সকালের আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে বলা হয়েছে, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। এর প্রভাবে ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া খুলনা ও সিলেট বিভাগের কিছু-কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও বরিশালের দুয়েক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বৃষ্টিপাত আজ শনিবারও অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক। এরপর ২-৩ দিন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তারপর লঘুচাপের প্রভাবে আবারও বৃষ্টি হতে পারে। গেল ২৪ ঘণ্টায় বরিশালে দেশের সর্বোচ্চ ৫৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড আবহাওয়া অধিদপ্তর। এছাড়া উত্তরের জেলা রাজশাহী বিভাগের তাড়াশে ২৮, বগুড়ায় ২৬, ঢাকা আগারগাঁও ২৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করার তথ্য দিয়েছে অধিদপ্তর। অক্টোবর মাসের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এবার অক্টোবরের প্রথমার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ধীরে ধীরে বিদায় নেবে। সেই সঙ্গে এই মাসে বঙ্গোপসাগরে এক থেকে তিনটি লঘুচাপ তৈরি হতে পারে, যার মধ্যে একটি নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। সবশেষ গত ২৬ মে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল' বাংলাদেশের উপকূল ও পশ্চিমবঙ্গে আঘাত হানে। আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের নাম দেয় বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সাইক্লোন সংক্রান্ত আঞ্চলিক সংস্থা এসক্যাপ। এ অঞ্চলের ১৩টি দেশের দেওয়া নামের তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে নতুন ঘূর্ণিঝড়ের নাম ঠিক করা হয়। মে মাসে রেমালের পর আরব সাগরে আগস্টে ঘূর্ণিঝড় 'আসনা' সৃষ্টি হয়। 'রেমাল' নামটি প্রস্তাব করে ওমান। আর 'আসনা' ছিল পাকিস্তানের দেওয়া নাম। এবার তালিকায় রয়েছে কাতারের দেওয়া নাম 'ডানা'। এ অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় রূপ নিলে এর নাম হবে 'ডানা'। তারপর গতিপ্রকৃতি দেখে কখন কোথায় আঘাত হানতে পারে-সে পূর্বাভাস দেবে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সাগরে লঘুচাপ সৃষ্টির পর ধাপগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, নিম্নচাপ, গভীর নিম্নচাপ হয়ে ঘূর্ণিঝড়। এর আগে গেল বছর ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম, যা পরে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ দিয়ে উপকূল অতিক্রম করে। সে ঝড়ের তেমন কোনো প্রভাব বাংলাদেশে পড়েনি।

রাষ্ট্রীয় সম্মানে সুজেয় শ্যামের শেষ

কালীমাতা মন্দিরে। সেখানেই দুপুরে সুজেয় শ্যামের মরদেহ সৎকার সম্পন্ন হয় বলে জানান তার মেয়ে লিজা। ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বৃহস্পতিবার রাত ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুজেয় শ্যাম মারা যান বলে জানিয়েছেন তার মেয়ে রূপমঞ্জরী শ্যাম লিজা। শরীরে ক্যান্সার নিয়েই কাটছিল সুজেয় শ্যামের দিন; সঙ্গে ডায়াবেটিস, কিডনিসহ নানা জটিল রোগও ছিল। গত জুন মাসেও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এই শিল্পী। গত সেপ্টেম্বরে তার হার্টে পেসমেকার বসানোর পর ইনফেকশন হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন লিজা। “বাবার পেসমেকার বসানোর কারণে ইনফেকশন হলে গত ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। ওই সময় আইসিইউতে শয্যা খালি না থাকায় তাকে সিসিইউতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল।

বেদনা অপার

শিল্পী তিমির নন্দী, মামুনুর রশীদ, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদসহ আরো অনেকে সুজেয় শ্যামের মরদেহে তাদের স্মৃতিকথা এবং এই শিল্পীর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী তিমির নন্দী বলেন, “১৯৬৯ সাল থেকে আমাদের পরিচয়। পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং পরবর্তী সময়ে আমরা একসঙ্গে অনেক কাজ করেছি। সুজেয় শ্যামের যে আধুনিক গান, তা নিয়ে কম আলোচনা হয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতারের গানগুলো নিয়েই বেশি আলোচনা হয়েছে। বেতারের গানগুলো তো ইতিহাসের অংশ। তবে আধুনিক গানগুলো বাংলা সঙ্গীতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এগুলো নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। কৈশোর থেকেই অভিনেতা-নির্দেশক মামুনুর রশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল সুজেয় শ্যামের। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে একসঙ্গে কাজ করেছেন তারা। মামুনুর রশীদ বলেন, “ও ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার বেশ কিছু নাটকে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আমি নাটক বিভাগে, আর সুজেয় শ্যাম সঙ্গীত বিভাগে কাজ করতো। প্রথম দিকে তো যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী ছিল। পরে সঙ্গীতায়োজক এবং সঙ্গীত পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছে। সুজেয় শ্যামের মৃত্যুতে এক অধ্যায় শেষ হল জানিয়ে মামুনুর রশীদ বলেন, ও তো শেষ কয়েক বছর শারীরিক অসুস্থতায় বেশিই ভুগছিল। এই মৃত্যুতে একজন লড়াকু শিল্পীকে আমরা হারালাম। সুজেয় শ্যামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন, “সংস্কৃতি সব সময় জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান করে। মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে ছিল সংস্কৃতি। সুজেয় শ্যামের গান মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছে, কেন্দ্রে ছিল সংস্কৃতি। সুজেয় শ্যামসহ আরো অনেক শিল্পী সুর দিয়ে গান দিয়ে যুদ্ধ করেছেন।” ব্যান্ডশিল্পী আইয়ুব বাচ্চু প্রয়াণ দিনে আরেক আরেক শিল্পী সুজেয় শ্যামের চলে যাওয়াটা ‘বেদনার’ বর্ণনা করে নজরুল ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ও গীতিকার লতিফুল ইসলাম শিবলী বলেন, সুজেয় শ্যামেরও রক্ত দিয়ে নাম লিখেছিসহ বিভিন্ন গান আমাদের জাতীয় জীবনের নানা আন্দোলন-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ২৪র গণ অভ্যুত্থানেও তার গান প্রেরণা যুগিয়েছে, উদ্দীপনা যুগিয়েছে। এজন্য তিনি আমাদের কাছে শ্রদ্ধার জায়গায় থাকবেন।

বিজয়ের গান এসেছিল তার হাত ধরে

১৯৪৬ সালে সিলেটে জন্ম নেওয়া সুজেয় শ্যামকে সংগীতে অবদানের জন্য ২০১৮ সালে একুশে পদক দেওয়া হয়। তার আগে ২০১৫ সালে শিল্পকলা পদক পান তিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে সুজেয় শ্যামের নাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নয়টি গানে সুর করেছিলেন সুজেয় শ্যাম, যেগুলো একাত্তরের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গাওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে ‘মুক্তির একই পথ সংগ্রাম’, ‘ওরে শোনরে তোরা শোন’, ‘রক্ত চাই রক্ত চাই’, ‘আজ রণ সাজে বাজিয়ে বিষাণ’, ‘আহা ধন্য আমার’,‘আয়রে চাষী মজুর কুলী’। তার সুর করা গানের মধ্যে ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি’ এবং ‘বিজয় নিশান উড়ছে ওই’ গান দুটি বাংলাদেশের যে কোনো জাতীয় দিবসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে, তখনই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সুরকার ও সংগীত পরিচালক সুজেয় শ্যামকে বলা হল, বিজয়ের গান করতে। এরপর শহীদুল ইসলামের লেখা ‘বিজয় নিশান উড়ছে ওই/ খুশির হাওয়ায় উড়ছে/ উড়ছে উড়ছে উড়ছে/ বাংলার ঘরে ঘরে’ গানটিতে সুর করেন সুজেয় শ্যাম। মাত্র ১৫ মিনিট লেগেছিল গানটি লেখা ও সুর করতে; এরপর রেকর্ডিং। আর পুরো গানটার জন্ম হয়েছিল মাত্র এক ঘণ্টায়। গিটার বাদক ও শিশুতোষ গানের পরিচালক হিসেবে ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান চট্টগ্রাম বেতারে কর্মজীবন শুরু হয় সুজেয় শ্যামের। পরে তিনি ঢাকা বেতারে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালে চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করেন সুজেয় শ্যাম। ঢাকাই চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য তিনবার শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। বাংলাদেশ বেতারের প্রধান সংগীত প্রযোজক পদ থেকে ২০০১ সালে অবসরে যান সুজেয় শ্যাম। ২০০৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত ৪৬টি গানের সংকলন নিয়ে ‘স্বাধীন বাংলা বেতারের গান’ শিরোনামে একটি অ্যালবামের সংগীত পরিচালনা করেন তিনি। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে আরও ৫০টি গানের সংকলন নিয়ে ‘স্বাধীন বাংলা বেতারের গান-২’ নামে আরেকটি অ্যালবামের সংগীত পরিচালনা করেন শিল্পী। ‘টুনাটুনি অডিও’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের সংগীত পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। এছাড়া মঞ্চনাটকেও সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে যুক্ত ছিলেন সুজেয় শ্যাম। তিনি আরণ্যক নাট্যদল প্রযোজিত এবং বিদ্যাসাগর, ময়ূর সিংহাসন, ওদি জুবিলি হোটেল নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন।

শেখ হাসিনা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

গেছেন। দেশের গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা ও ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। তিনি বলেন, গত ১৭ বছরের স্বৈরাচার আওয়ামী সরকার যেভাবে এ দেশের মানুষের উপর জুলুম-নির্যাতন- নিপীড়ন-অত্যাচার ও হত্যা-গুম-খুন চালিয়েছে, তার অবসান ঘটেছে ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনের মাধ্যমে। এ দেশের মাটিতে আর কোনোদিন এরকম স্বৈরাচারের স্থান হবে না। আমরা আর কোনো নতুন স্বৈরাচার দেখতে চাই না। এদিন ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আউয়াল লিফলেট বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন ও বক্তব্য রাখেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী প্রচার দলের সভাপতি মাহফুজ কবির মুক্তা। জাতীয়তাবাদী প্রচার দলের সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেনের সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি আল আমিন খান, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ওয়াকিদুজ্জামান ডাবলু, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. রুহুল আমিন, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সহ-অর্থ বিষয়ক সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহমদ, কেন্দ্রীয় নেতা শামীম রেজা, রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ।

বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের ওয়ার্ক

অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো (ইতোমধ্যে নির্ধারিতসহ) আর প্রয়োজন নেই এবং বর্তমানে আর দেওয়া হবে না। work.appointment@vfsglobal.com-এই ই-মেইল আইডি চালু থাকবে। নতুন করে ইস্যু করা নুলা ওস্তাপ্রাপ্তদের বিস্তারিত তথ্য এই ই-মেইলে পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। পরে ক্রমান্বয়ে যোগাযোগের জন্য এই তথ্য ব্যবহার করা হবে। আবেদনকারী, নিয়োগকর্তা ও আইনজীবীদের তাদের নুলা ওস্তা যাচাইয়ের জন্য দূতাবাসে এবং ভিএফএস গ্লোবালে ই-মেইল না পাঠানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ যাচাইকরণের সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটি ইতালিতে সম্পন্ন হয়। এতে আরও বলা হয়, নিজেদের নুলা ওস্তার যাচাইকরণ সম্পর্কে আপডেট পেতে চাইলে ইতালিতে তাদের সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নুলা ওস্তাপ্রাপ্তরা। ইতালির প্রভিন্সিয়াল ইমিগ্রেশন অফিস স্পোর্টেলো ইউনিকো-এসইউআই কর্তৃক যাচাই নিশ্চিতকরণ না হওয়া পর্যন্ত কর্ম অনুমোদনের মেয়াদ বলবৎ থাকবে। অন্যান্য যেমন: ফ্যামিলি রিইউনিয়ন, স্টাডি, বিজনেস ও ট্যুরিস্ট ভিসা সংক্রান্ত আবেদন প্রক্রিয়া অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিসেম্বরের মধ্যেই বাজারে আসবে

করে দিয়েছে। নতুন প্রেস বসাতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু ইতোমধ্যে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে আমার দেশের মতো মিডিয়া দরকার। আমার দেশ করপোরেট স্বার্থের বাইরে, কোনও দলের স্বার্থের বাইরে, দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য দাঁড়াবে। দেশের মানুষের জন্য দাঁড়াবে। এজন্য আমার দেশ দ্রুত চালু করতে হবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি অন্য দুটি প্রেস থেকে আমার দেশ ছাপা হবে।’পত্রিকাটি নতুন করে চালু করতে নিজেদের পত্রিকার পরিকল্পনা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘হাতে আর আড়াই মাসের কম সময় আছে। অফিস পেয়ে গেলে আশা করি এর আগেই আমরা আসতে পারব। অন্য প্রেস থেকে ছাপা হলেও ছাপানোর আগে ম্যাটার তৈরি করতে হবে। তার জন্য অফিস দরকার। আমার ধারণা আমার সহকর্মীরা আমার সঙ্গে আরও এক বছর লড়াই করতে রাজি হবেন। কিন্তু অফিস খুঁজে পাওয়ার জন্য এখন আমাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে।অফিসটা সেটাপ করাই এখন চ্যালেঞ্জ।’ এসময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মাহমুদুর রহমান বলেন, ‘প্রেসের যন্ত্রাংশের ক্ষতি হয়েছে ২৫ কোটি এবং কাগজের ক্ষতি হয়েছে ১০ কোটি টাকার। অফিসে আগুন লাগাসহ অন্তত ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।’

পরিবর্তন এসেছে শাহজালাল

সময়ের মধ্যেই ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হচ্ছে। বেল্টে যাওয়ার আগেই লাগেজ পৌঁছে যাচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ফ্রিতে টেলিফোনে কথা বলতে পারছেন প্রবাসীরা। এছাড়া স্মার্টফোন ব্যবহারকারী যাত্রীরা ওয়াইফাই সংযোগ পাচ্ছেন বিনামূল্যে। পাশাপাশি বিমানবন্দরে কর্মরত সবাই প্রবাসীদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছেন। এতে খুশি এই বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারীরা। শাহজালাল বিমানবন্দর সূত্র জানায়, ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর শাহজালাল বিমানবন্দরে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) কর্মকর্তাদের রদবদল হয়। মূলত তখন থেকেই বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা বাড়তে থাকে। এখন এই ধারা অব্যাহত রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন উল্লেখ করে বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া বলেন, গত আগস্ট থেকে বিমানবন্দরে যাত্রীসেবায় যে পরিবর্তন লেগেছে, তা যেন অব্যাহত থাকে। সে জন্য প্রায় প্রতিদিনই বিমানবন্দর পরিদর্শন করি। বিমানবন্দরে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলি, যাতে তারা যাত্রীদের পর্যাপ্ত সেবা দেন। তিনি বলেন, এছাড়া সবাইকে বলেছি, যাতে তারা যাত্রীদের তথা প্রবাসীদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন। একদিন আমি পরিচয় গোপন রেখে যাত্রীদের সঙ্গে ইমিগ্রেশন, লাগেজ সংগ্রহ, চেকিং কার্যক্রম পরিদর্শন করেছি। দেখেছি, বিমানবন্দরের সেবায় প্রায় সব যাত্রী সন্তুষ্ট। এখন শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনাল চালু হলে বিশ্বমানের সেবা পাবেন যাত্রীরা। এদিকে, শাহজালাল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, যাত্রীসেবা নিশ্চিত করতে ২০২৩ সালের ২৭ জুলাই হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কল সেন্টার উদ্বোধন করা হয়। এখন দেশের যে কেউ কল সেন্টারে (০৯৬১৪-০১৩৬০০) যোগাযোগ করে সেবা নিতে পারছেন। এ ছাড়া যাত্রীসেবা বাড়াতে একই দিন একটি ওয়েব পোর্টাল চালু করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এ কল সেন্টারে বিমানবন্দর-সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানা যায়। আর পোর্টালে কাস্টমস ডিউটি অফিসারদের নামের তালিকা, ইমিগ্রেশন পুলিশের সেবা, নিরাপত্তা সেবা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সেবার তথ্য, হুইলচেয়ার সেবা, ব্যাংকিং ও মানি এক্সচেঞ্জ সেবা, জরুরি প্রয়োজনে বিমানবন্দরে কর্তব্যরত সব কর্মকর্তার ফোন নম্বর, লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড সেবা, কোন উড়োজাহাজ পরিবহন সংস্থার কোন উড়োজাহাজ কখন ছেড়ে যাবে, কখন এসে পৌঁছাবে তা ঘরে বসেই জানতে পারছেন যাত্রীরা। তবে গত আগস্টের মাঝামাঝি সময় থেকে এসব সেবার প্রচার বেড়েছে। আর বিমানবন্দরে কর্মরত সবার ব্যবহারেও পরিবর্তন ঘটেছে। এদিকে সেবার মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করছেন যাত্রীরাও। তারা বলছেন, চাকরির সুবাদে দীর্ঘসময় প্রবাসে থেকে দেশে ফিরলে সব সময়ই লাগেজ পেতে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। অনেক সময় লাগেজ ভেঙে ফেলা হয়েছে। মালামাল চুরির ঘটনাও ঘটেছে। এখন যাত্রীদের তেমন কোনো ভোগান্তি নেই। এমনকি ইমিগ্রেশন পুলিশের যেসব সদস্য আগে গোমড়া মুখ করে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতেন, এখন তাদের ব্যবহার খুবই আন্তরিক। অন্যদিকে, দেশে ফিরে অনেক প্রবাসীর কাছে মোবাইলের সিম থাকে না। পরিবারের কেউ বিমানবন্দরে এলেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা খুঁজে বের করতে কষ্ট হতো। এখন বিমানবন্দরের ভেতরে যাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা স্থানে টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেউ টেলিফোন ব্যবহার না জানলে সংশ্লিষ্টরা সহযোগিতা করছেন। এ ছাড়া ফ্রি ওয়াইফাই আছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এমন আন্তরিকতা আগে দেখেনি কেউ। জানা যায়, এখন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রথম ও দ্বিতীয় টার্মিনালে দিনে ৩০টির বেশি উড়োজাহাজ সংস্থার ১২০-১৩০টি প্লেন উড্ডয়ন ও অবতরণ করে। প্রতিদিন এসব উড়োজাহাজের প্রায় ২০ হাজার যাত্রী বিমানবন্দরের দুটি টার্মিনাল ব্যবহার করেন। এ হিসাবে বছরে প্রায় ৮০ লাখ যাত্রীর সেবা দেওয়ার সুযোগ আছে। তৃতীয় টার্মিনাল চালু হলে আরও ১ কোটি ২০ লাখ যাত্রীকে সেবা দেওয়া সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে বেবিচক। এদিকে, শুধু বিমানবন্দরের যাত্রীসেবায় পরিবর্তনই নয়, প্রবাসীদের ভোগান্তি কমিয়ে সেবা বাড়ানোর জন্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন সরকারের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস ও শ্রম উইং নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ আছে। এখন থেকে এটা কঠোর নজরদারির মধ্যে আনা হবে। প্রবাসীদের অভিযোগ ও তার বিপরীতে ব্যবস্থা নেওয়ার চিত্র নিয়মিত প্রতিবেদন আকারে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। কাজ না করলে দায়িত্ব পরিবর্তন করা হবে। দূতাবাস ঠিকমতো কাজ করলে অনেক অনিয়ম দূর করা সম্ভব হবে। বিদেশে কর্মী পাঠাতে তিনটি সংস্থার অনুমতি লাগে, এখন থেকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে আর নিয়োগ অনুমতি লাগবে না। এতে কর্মীদের ভোগান্তি ও সময় কমবে। এ ছাড়া অভিবাসন খরচ বাড়াতে দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ভূমিকা রাখে। তাই দালালদের নিবন্ধন করা হবে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রিক্রুটিং এজেন্সিকে ক্যাটাগরি সনদ দেওয়া হবে। এতে এজেন্সির মান সম্পর্কে সবাই জানতে পারবে।

লেবানন থেকে ছোড়া রকেট

প্রসঙ্গত, ফিলিস্তিনের গাজার স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক শাখার নতুন প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) এ দাবি করেছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) ও অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা শিনবেট যৌথ বিবৃতিতে সিনওয়ার নিহত হওয়ার বিষয়টি জানিয়েছে। এর আগে তার মরদেহের দাঁত ও ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত মরদেহটি সিনওয়ারের বলে নিশ্চিত হওয়ার দাবি করে ইসরায়েল। তবে এখনো হামাস এ ব্যাপারে কোনো বিবৃতি দেয়নি। ইসরায়েলের দাবি অস্বীকারও করেনি। তবে বৃহস্পতিবার হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ইসরায়েলি শত্রুপক্ষের সঙ্গে চলমান সংঘাত একটি নতুন এবং ক্রমবর্ধমান অধ্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছে বলে ঘোষণা দিচ্ছে হিজবুল্লাহ।’ কিন্তু তারাও হামাস নেতার নিহতের বিষয়টি উল্লেখ করেনি।

পলিথিনের বিকল্প সোনালি ব্যাগ

বিকল্প হিসেবে কী ব্যবহার করবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এজন্য অনেকে বলছেন পাটজাত সেলুনুজ থেকে তৈরি পরিবেশ দূষণকারী পলিথিনের বিকল্প সোনালি ব্যাগের কথা। তবে এ ব্যাগ এখনো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যায়নি। জানা গেছে, ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে বাণিজ্যিকভাবে চালু হবে পাটের ব্যাগ তৈরির কাজ। পাট থেকে পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের টেকসই পদ্ধতি বিস্তৃতির জন্য পৃথক কারখানা স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)। পাটের বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রসারে এই কারখানায় পাট থেকে পরিবেশবান্ধব পচনশীল যৌগিক পলিমার তৈরি করে সোনালি ব্যাগসহ বিভিন্ন মোড়ক সামগ্রী তৈরি করা হবে। পরিবেশবান্ধব পচনশীল মোড়ক সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে অর্জন করা হবে বৈদেশিক মুদ্রা। এক কেজিতে গড়ে ১০০ ব্যাগ করা যায়। প্রাথমিকভাবে দৈনিক ৫ টন সোনালি ব্যাগ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। আণবিক শক্তি কমিশনের সাবেক মহাপরিচালক ড. মোবারক আহমদ খান ২০১৬ সালে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট থেকে সেলুলোজ প্রক্রিয়াজাত করে পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ আবিষ্কার করেন। পরে তাকে বিজেএমসির বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ড. মোবারক আহমদ খান গত ২৮ আগস্ট সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সোনালি ব্যাগের নমুনা হস্তান্তর করেন। এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, পাট দিয়ে তৈরি সোনালি ব্যাগ দেশের পাটের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনতে অবদান রাখবে। তিনি বলেন, সোনালি ব্যাগ পরিবেশবান্ধব। এ ব্যাগের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সোনালি ব্যাগ অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিশ্বের প্যাকেজিংয়ের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। এ ব্যাগ বহুল ব্যবহারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ওই বৈঠকের পরই নড়েচড়ে বসে বিজেএমসি। তারা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ‘পাট হতে পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের টেকসই পদ্ধতি বিস্তৃতীকরণের লক্ষ্যে পাইলট কারখানা স্থাপন’ প্রকল্পের একটি প্রস্তাব পাঠায়। সেপ্টেম্বরের শেষে ওই প্রকল্পের ওপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় ১০০ কোটি টাকা। ব্যাগ তৈরির শুরু থেকে তিন বছরেই এই টাকা ব্যয় করা হবে।

বায়তুল মোকাররমের নতুন খতিব

ইসলামি পণ্ডিত মুফতি বিচারপতি তাকী ওসমানী (হাফি.) তাঁর উস্তাদ। আরব বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি পণ্ডিত ও সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থিত ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুলুদ্দীন অনুষদের অধ্যাপক শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)’র অধীনে তিনি দুই বছর হাদীস ও ইসলামি আইন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি মক্কা, মদীনা, পাকিস্তান, ভারত ও তুরস্ক সফর করেছেন এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তিনি ইতোমধ্যে বাংলা, আরবি, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় মোট ১৬টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া, তাঁর তত্ত্বাবধানে মাসিক আল-কাউসার নামে নিয়মিত গবেষণা পত্রিকা বের হয় বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মুফতি মো. রুহুল আমিনকে খতিবের পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

দীর্ঘ ৪৪ বছর পর আবারও

অনুমতি মেলেনি। কিন্তু সমুদ্রপথে জাহাজে হজযাত্রী পরিবহনে খরচ কম হওয়ায় বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার এ বিষয়ে খুবই আগ্রহী। গত ৬ অক্টোবর সৌদি আরবের জেদ্দায় সৌদি হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী ড. তাওফিক ফাউযান আল রাবিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন বৈঠক করেন। বৈঠকে সমুদ্রপথে হজযাত্রী পাঠানোর প্রস্তাব দিলে সৌদি সরকারের তরফ থেকে প্রাথমিকভাবে সম্মতি দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক। তিনি বলেন, সমুদ্রপথে হজযাত্রী পাঠানোর বিষয়ে ধর্ম উপদেষ্টার প্রস্তাবে সৌদি হজ ও উমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী জানান, সমুদ্রপথে বাংলাদেশ থেকে হাজযাত্রী পাঠানোর ক্ষেত্রে সৌদি সরকারের কোনও আপত্তি নেই। তবে বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকেও জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি আরও জানান, এ বছর পরীক্ষামূলকভাবে পানিপথে জাহাজযোগে দুই-তিন হাজার হাজযাত্রী পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার চিন্তাভাবনা করছে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আগামী বছরের জুনের প্রথম সপ্তাহে পরবর্তী পবিত্র হজ পালিত হবে। এবার বাংলাদেশ থেকে এক লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন হজযাত্রী হজ পালনে সৌদি আরবে যেতে পারবেন। হজের নিবন্ধন কার্যক্রম শেষ হচ্ছে আগামী ৩০ নভেম্বর। আর জাহাজে সমুদ্রপথে হজযাত্রী পাঠাতে হলে ডিসেম্বরের মধ্যেই সব কার্যক্রম শেষ করতে হবে। যে কারণে এ বছর এ প্রক্রিয়া শেষ করার সম্ভাবনা কম। সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে তিন লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে শেষ করতে হবে হজযাত্রীদের প্রাথমিক নিবন্ধন। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ অনুবিভাগ এ বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সৌদি সরকারের ঘোষিত রোডম্যাপ অনুসারে মিনা ও আরাফায় তাঁবু নির্ধারণ ও সার্ভিস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন কার্যক্রম ২৩ অক্টোবর থেকে শুরু হবে। তাঁবু বরাদ্দ প্রদান করার ক্ষেত্রে ‘আগে আসলে আগে পাবেন’ নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এ কারণে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে হজযাত্রী নিবন্ধন শেষ না হলে মিনা ও আরাফায় কাঙ্ক্ষিত জোনে তাঁবু বরাদ্দ পাওয়া যাবে না। তাঁবু গ্রহণ ও সার্ভিস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনে দেরি হলে হজযাত্রীদের জামারাহ হতে অনেক দূরে পাহাড়ি এলাকা কিংবা নিউ মিনা এলাকায় অবস্থান করতে হবে। ফলে হজযাত্রীদের সৌদি আরবে প্রখর রোদ ও গরমের মধ্যে দীর্ঘপথ হাঁটতে হবে, যা হজযাত্রীদের জন্য কষ্টকর হবে। পানিপথে জাহাজে হজযাত্রী পরিবহন করা গেলে আকাশপথেরে চেয়ে ৪০ শতাংশ খরচ কমে যাবে। যাওয়া-আসায় আট দিন করে ১৬ দিন এবং হজ পালনসহ মোট এক মাসের মতো সময় লাগতে পারে। আগে যখন সমুদ্রপথে হজযাত্রীরা যেতেন, তখন সময় লাগত ২৮ দিনের মতো; যেতে ১৪ দিন ও আসতে ১৪ দিন সময় লাগতো। বর্তমানে সমুদ্রপথে এর অর্ধেক সময়েই হজযাত্রীরা যেতে পারবেন। সৌদি আরব সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার পর বাংলাদেশ যদি জাহাজে হজযাত্রী পাঠানোর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে, তখন আগামী জানুয়ারিতে হজ চুক্তিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গত কয়েক বছরে হজের খরচ অনেক বেড়েছে। এ বছর (২০২৪) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে সাধারণ প্যাকেজে ৫ লাখ ৭৮ হাজার ৮৪০ টাকা খরচ ধরা হয়েছিল। বিশেষ হজ প্যাকেজের মাধ্যমে হজ পালনে খরচ হয় ৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩২০ টাকা। অন্যদিকে বেসরকারিভাবে এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে সাধারণ প্যাকেজে হজ পালনে সর্বনিম্ন খরচ হয় ৫ লাখ ৮৯ হাজার ৮০০ টাকা। বিশেষ প্যাকেজের মাধ্যমে হজ পালনে খরচ হয়েছিল ৬ লাখ ৯৯ হাজার ৩০০ টাকা। খরচ বেড়ে যাওয়ায় নির্ধারিত কোটার চেয়ে এ বছর ৪১ হাজার ৯৪১ জন কম মানুষ হজ পালন করেছেন। আগামী বছরের হজ প্যাকেজ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে আগের তুলনায় খরচ কমানোর চিন্তাভাবনা রয়েছে সরকারের। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. মতিউল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, বুধবার তারা পানিপথে হজযাত্রী পাঠানোর বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়েছেন সৌদি কর্তৃপক্ষকে। এখন তাদের জবাবের অপেক্ষা। তাদের অনুমতি মিললে কিংবা জাহাজ কেনা কিংবা ভাড়ার বিষয়ে জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে কথা বলতে হবে। চেষ্টা চলছে এ বছরই পানিপথে হজযাত্রী পাঠানোর। সম্ভব না হলে আগামী বছর ইনশাআল্লাহ এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা যাবে। এরই মধ্যে কয়েকটি জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করে রাখা হয়েছে।

২০১৪ সালের নির্বাচনের পর

থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গুলি আমদানি করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশ থেকে আনা হয় আরো অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ও গুলি। গোটা বিষয়টি দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করেন আখতার হোসেন ভূঁইয়া। ২০১৯ সালে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সচিব পদে পদোন্নতি পান। পরে তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে সচিব ও সিনিয়র সচিব এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২২ সালের অক্টোবরে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসরে যান। এরপর ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি পরের দুই বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে নিয়োগ পান। পুলিশের হাতে এ ধরনের মারণাস্ত্র তুলে দেয়ার বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের ভাষ্যমতে, শুরুতে স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন, পিবিআই, নৌ-পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, সোয়াট ও গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন প্রয়োজনকে সামনে রেখে আখতার হোসেন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে পুলিশকে এসব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। যদিও এক পর্যায়ে এর প্রয়োগ শুরু হয় বিরোধী মত দমনে ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর। বিশেষ করে ২০১৪ সালের পরবর্তী নির্বাচনগুলোর অব্যবহিত আগে-পরে পুলিশ সদর দপ্তরে এসব অস্ত্র সংগ্রহের তোড়জোড় দেখা গেছে বেশি। অস্ত্র বিশেষজ্ঞ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, পুলিশ ও র‍্যাব চীনা টাইপ-৫৬ সেমি অটোমেটিক রাইফেলে ৭ পয়েন্ট ৬২ এমএম বুলেট ব্যবহার করে। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে ৭ পয়েন্ট ৬২ এমএম স্নাইপার রাইফেল সংগ্রহের জন্য সর্বশেষ দরপত্র আহ্বান করা হয় ছাত্র-জনতার আন্দোলনের আগে গত মার্চে। গত ২৪ মার্চ ৫০টি এ ধরনের অস্ত্র সংগ্রহে উৎপাদন ও সরবরাহকারীদের কাছে দরপত্র চাওয়া হয়। এর আগে ২০২৩ সালের মার্চে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় ৩০টি ৭ পয়েন্ট ৬২ এমএম স্নাইপার রাইফেল। মূলত নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধীদের আন্দোলন দমন করার জন্যই এসব অস্ত্র সংগ্রহ করা হয় বলে জানা গেছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে

হবে।’ পিসিএ নিয়ে নেগোসিয়েশন কতদিন চলতে পারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এটি অনেক বড় ডকুমেন্ট এবং এর সঙ্গে সরকারের প্রায় সব মন্ত্রণালয় ও এজেন্সি জড়িত এবং সবার সঙ্গে আলোচনা করা হবে। আমরা আশা করছি, এক থেকে দুই বছরের মধ্যে ইইউ-এর সঙ্গে এই আলোচনা শেষ করা সম্ভব হবে।’ উল্লেখ্য, ২০০১ সালে বাংলাদেশ ও ইইউ সহযোগিতা চুক্তির তিনটি ভিত্তি ছিল। সেগুলো হচ্ছে বাণিজ্য, মানবাধিকার ও উন্নয়ন। বর্তমান অংশীদারত্ব চুক্তির উপাদানে ওই তিনটি ছাড়াও নিরাপত্তা, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা, ডিজিটাল সহযোগিতাসহ অন্যান্য বিষয়গুলো রয়েছে। উন্নয়নশীল অনেকগুলো দেশের সঙ্গে পিসিএ রয়েছে ইইউ-এর। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রথম পিসিএ নিয়ে আলোচনা করছে ইইউ। বাংলাদেশের পক্ষে প্রধান আলোচক (চিফ নেগোশিয়েটর) পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম। অন্যদিকে ইইউ এর পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিসের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর পাওলা পামপোলিনি। বর্তমান সম্পর্ক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রফতানি বাজার ইইউ। গত বছর বাংলাদেশ ২৫০০ কোটি ডলারের পণ্য ইইউতে রফতানি করেছিল। অন্যদিকে ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ প্রকল্প সহায়তার জন্য প্রায় ১০০ কোটি ইউরো ঋণ নিয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড়। ইইউভুক্ত প্রায় ১০টি দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে আছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রায় ইইউভুক্ত ১০টি দেশে দূতাবাস আছে। কী আছে অংশীদারত্ব চুক্তিতে ২০০১ সালে সহযোগিতা চুক্তিতে অনুচ্ছেদ ছিল ২১। অন্যদিকে খসড়া অংশীদারত্ব চুক্তিতে অনুচ্ছেদ আছে ৮৩টি। আকারে ও বিষয়বস্তুতে এটি অনেক বড় এবং প্রচুর উপাদান এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে। মোটা দাগে যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা; আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগিতা; বাণিজ্য ও বিনিয়োগ; স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সুবিচার; এবং অন্যান্য খাতে সহযোগিতা। শান্তি ও নিরাপত্তা উপাদানের মধ্যে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ডিসআর্মামেন্ট, ছোট অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাসবাদ দমনসহ অন্যান্য বিষয়। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় জাতিসংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আসিয়ানসহ অন্যান্য ফোরামে দুই পক্ষের অবস্থান ও স্বার্থ নিয়েও আলোচনা হবে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উপাদানে স্যানেটারি ও ফাইটোস্যানেটারি, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা, বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা, কাস্টমস সহযোগিতা, অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক, বিনিয়োগ, মেধাস্বত্ব, সেবা ও ডিজিটাল ট্রেডসহ অন্যান্য বিষয় থাকবে। স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সুবিচার উপাদানের বিষয়বস্তু অনেক বড় এবং অনেকগুলো ছোট ছোট উপাদান এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ সমতা, নারী ক্ষমতায়ন, পারসোনাল ডাটার সুরক্ষা, বিচার বিভাগ ও আইনি সহযোগিতা, কনসুল্যার সুরক্ষা, অভিবাসন, মানবিক সহযোগিতা, অর্গানাইজড অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, অর্থপাচার ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন প্রতিরোধ, ওষুধ নীতি সহযোগিতাসহ অন্যান্য উপাদান। অন্যান্য খাতে সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে আর্থিক খাতে সহযোগিতা, কর বিভাগে সুশাসন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা, আইসিটি, জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন, লজিস্টিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কৃষি সহযোগিতাসহ অন্যান্য বিষয়।

সেনা-র‍্যাব-পুলিশ-বিজিবির পোশাক

বাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য। সেনাবাহিনী-র‍্যাবের পোশাক পেলো কোথায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশের মার্কেটে সেনাবাহিনীর পোশাক কিনতে পাওয়া যায়। এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী অতি মুনাফার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর এসব পোশাক বিক্রি করেন। যাদের কাছে বিক্রি করেন তাদের বেশিরভাগই অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। রাজধানীর কচুক্ষেতে সেনাবাহিনীর পোশাক বিক্রি করেন কিছু ব্যবসায়ী। শুধু সেনাবাহিনীর পোশাকই নয়, পুলিশ, ডিবি, র‍্যাব এমনকি বিজিবির পোশাক, ক্যাপ, হেলমেট, আইডি কার্ডও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হয়। অপরাধী চক্রের কিছু নির্দিষ্ট দোকান রয়েছে, সেখান থেকেও তারা এসব পোশাক বেশি দামে সংগ্রহ করে থাকেন। মোহাম্মদপুরে ডাকাতির ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে ডাকাতরা কীভাবে সেনাবাহিনীর পোশাক, হেলমেট ও র‍্যাবের পোশাক এবং অন্যান্য সরঞ্জাম পেয়েছে এসব সরঞ্জাম ব্যবহার করে তারা এর আগে কী কী ধরনের অপরাধ করেছে, সেগুলো নিয়েও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতারকৃতদের প্রথমে ছয়জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৪ অক্টোবর সাতদিনের রিমান্ডে পায় মামলার তদন্তকারী সংস্থা ডিবি। সেনাবাহিনীর সাবেক ল্যান্স করপোরাল কামাল হোসেনকে বুধবার (১৬ অক্টোবর) পাঁচদিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। গ্রেফতার হওয়া আরেকজন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র অডিট অফিসার আলমগীর হোসেনের তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয় বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর)। রিমান্ডে আসামিদের পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। চোরাই মালপত্র শনাক্ত এবং উদ্ধার, অজ্ঞাতপরিচয় ডাকাতদের শনাক্ত এবং গ্রেফতার, অপরাধের কৌশল এবং প্রক্রিয়া জেনে মূল ঘটনার রহস্য উদঘাটন, জড়িত অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং এই ডাকাতদল আগে কী কী অপরাধ করেছে তার তথ্য উদঘাটন। গ্রেপ্তারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে তদন্ত সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এই গ্রুপটি আরও একাধিক ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা জানিয়েছে। মোহাম্মদপুরের আগে অন্তত চার জায়গায় ডাকাতির চেষ্টা করেছিল বলে তারা স্বীকার করেছে। আগের চেষ্টাগুলো ব্যর্থ হলেও তারা সফল হয়েছে মোহাম্মদপুরে। সেখান থেকেই তারা সাড়ে ৭৫ লাখ টাকা ও ৬০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে।

ছাতিম ফুলের সৌরভে ক্লান্তি ভুলে

নৈশবায়ু ভরিয়া যায়। মধ্যরাতে বেনুবনশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালার ডালে পাতায় চিকচিক করছে।' বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসে সে ছাতিম ফুলের বর্ণনা দিতে গিয়ে যে মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন লেখক, বর্তমান সময়ের কবি-সাহিত্যিক ও লেখকদের মন ও শব্দভান্ডার দুটোকেই ভিন্নমাত্রা দিতে পারে রাজশাহীর রাতের নগর। রাজশাহী নগর প্রকৃতিতে ছাতিমের ঘ্রাণ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গত বছরও সুঘ্রাণ ছড়িয়েছে ছাতিম। থরে থরে ধরেছে ফুল। পথচারীদের মন কেড়েছে। তবে বছর ঘুরতে গাছ যেমন নিজেকে উন্নত করেছে, ফুলগুলোও হয়েছে সমৃদ্ধ। বেড়েছে সুঘ্রাণের মাত্রা। ফুলের ঘ্রাণের মোহ রাস্তা থেকে পৌঁছেছে ঘরেও। এমন মনমাতানো তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ যেন নগরবাসী আগে কখনো পায়নি। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের তথ্যমতে, গত কয়েক বছরে নগরীর বিভিন্ন চওড়া ফুটপাতে প্রায় ৫৬০টি ছাতিম গাছ লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে নগরীর রেলগেট থেকে সিঅ্যান্ডবি মোড় পর্যন্ত সড়কের ফুটপাত, সিপাইপাড়া জেলখানার পেছনের সড়কের ফুটপাত, উপশহর, সপুরাসহ বিভিন্ন সড়কের ফুটপাতে এসব ছাতিম গাছ লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে শুধু রেলগেট থেকে সিঅ্যান্ডবি মোড় পর্যন্ত তিন কিলোমিটার সড়কের দুই পাশের ফুটপাতে লাগানো হয়েছে ৩৫০টি ছাতিম গাছ। এসব গাছ এখন ফুলে ফুলে নুয়ে পড়ার অবস্থা। রাজশাহী নগরীর লক্ষ্মীপুরে রোগী নিয়ে এসেছিলেন সাজ্জাদ আলী। বাবার অসুস্থতার মাঝে চারপাশের প্রকৃতি তার কাছে ছিল ভীষণ বিদঘুটে। সুযোগ করে ফুটপাতের কাছে এসেছিলেন চা খেতে। হঠাৎ আবিষ্কার করলেন প্রশান্তিময় সুঘ্রাণ। চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন ছাতিমের সুঘ্রাণ তাকে প্রশান্ত করেছে। তিনি বলেন, 'দিনে এই ঘ্রাণ পাইনি। সন্ধ্যার পর ছাতিম ফুলের এমন তীব্র মিষ্টি গন্ধ যেভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তা অশান্ত মনকে নিমিষেই শান্ত করতে পারে।' জানা যায়, ২০১৯ সালের পর থেকে শহরের বিভিন্ন পথের ধারে ফুটপাতে ছাতিম গাছ লাগাতে শুরু করে রাজশাহী সিটি করপোরেশন (রাসিক)। 'জিরো সয়েল প্রজেক্টের' মাধ্যমে রাজশাহী সিটির সড়ক বিভাজক ও ফুটপাতে লাগানো শুরু হয় এসব গাছ। এই প্রজেক্টের পার্টনারশিপে ছিল 'একলি সাউথ এশিয়া' নামের একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন এবং নরওয়ের একটি প্রতিষ্ঠান। ছাতিম গাছ 'অ্যাপোসাইনেসি' বর্গের অন্তর্ভুক্ত একটি উদ্ভিদ। এর আদি নিবাস ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের এই গাছটি বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র জন্মে। ছাতিম মূলাবর্তে সাতটি পাতা একসঙ্গে থাকে বলে সংস্কৃত ভাষায় একে 'সপ্তপর্ণ' বা 'সপ্তপর্ণা' নামে ডাকা হয়। এ গাছ ৪০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। বহু শাখাবিশিষ্ট গাছটির ছাল গন্ধহীন, অসমতল ও ধূসর। ছাতিম পাতার ওপরের দিক চকচকে আর তলার দিক ধূসর থাকে। ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা পাতা একই মূলাবর্তে ৪ থেকে ৭ টা পর্যন্ত থাকে। শাখার শীর্ষে সবুজ মেশানো সাদা রংঙে থোকায় থোকায় ক্ষুদ্রাকৃতি ফুল ফোটে। ৩০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার লম্বা সরু ফল এক বৃন্তে সাধারণত দুটো করে ঝুলে থাকে। ছাতিমের বীজ লম্বাটে ডিম্বাকার, কিনারায় আঁশ থাকে আর শেষ প্রান্তে একগোছা চুল থাকে। ছাতিম গাছের অভ্যন্তরে দুধের মতো সাদা এবং অত্যন্ত তেতো কষ প্রচুর পরিমাণে থাকে। এর ঔষধি গুণও চমৎকার।

১৪৪ ধারা জারি, আড়াই কিলোমিটার

ওয়ার্ড কমিটি গঠন করার ঘোষণা দিয়েছিল। দলের আরেক পক্ষের নেতাকর্মীরা এভাবে কমিটি গঠন দলের গঠনতন্ত্রবিরোধী দাবি করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এ নিয়ে দলটির দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। একই স্থানে পৌর বিএনপির দুই পক্ষ পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘোষণা করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে গত বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। আক্কেলপুর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক আলমগীর চৌধুরী কলেজ বাজার ছোট সেতু এলাকায় দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমরা রাজকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনটি ওয়ার্ড কমিটি করতে চেয়েছিলাম। সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। পরে আক্কেলপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় গিয়ে কমিটিগুলো গঠন করেছি।' আলমগীর চৌধুরী জানান, এক নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক মো. ছামছুল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল ওহাব। দুই নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি আবদুল হাকিম, সাধারণ সম্পাদক আসলাম হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আজাহার আলী। তিন নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মোক্তাদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল আকন্দ। এ সময় উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান কমল, পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আফাজ উদ্দিনসহ দলটির বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তবে পৌর বিএনপির আরেক পক্ষের কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি।

দেশে অট্টালিকা যেমন বেড়েছে,

মালিক বনে যান। দেশে ক্ষমতার এমন ভারসাম্য তৈরি করতে হবে যাতে জনসাধারণের কাছে প্রধানমন্ত্রী জবাবদিহিতা করতে বাধ্য হয়। সেজন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাদ দিতে হবে। বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) রাতে বরিশাল নগরের অশ্বিনী কুমার হলে গণসংহতি আন্দোলন বরিশাল জেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গণ সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পরবর্তী বৈষম্যহীন রাষ্ট্র বিনির্মাণে ও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের জন্য এ সংলাপ হয়। জোনায়েদ সাকি আরও বলেন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য লাগবে। সংসদকে দুই কক্ষ বিশিষ্ট হতে হবে। দুই কক্ষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকতে হবে। বিচার বিভাগকে স্বাধীন হতে হবে। নির্বাহী বিভাগ থেকে পুরোপুরি আলাদা করে দিতে হবে। গণমাধ্যমকে স্বাধীন করতে হবে, কোনো সরকার যাতে গণমাধ্যমের ওপর খবরদারি করতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি এই ধরনের ক্ষমতার ভারসাম্য হয়; তাহলে দেশের সব ধর্ম, মতের নাগরিক তাদের অধিকার পাবে।

জোনায়েদ সাকি বলেন, দেশের রাস্তায়-ফুটপাতে মানুষ ঘুমায় আর অতীতের ফ্যাসিস্ট সরকার আমাদের উন্নতির কথা শোনায়। কিন্তু দেশে অট্টালিকা বেড়েছে অন্যদিকে ফুটপাতে মানুষ বেড়েছে। তার মানে একদলের হাতে লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে। ১৮ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। দেশের মানুষ ফসল ফলায়, শিল্পে সম্পদ তৈরি করে অন্যদিকে কতিপয় লোক রাষ্ট্রের সব টাকা পকেটে ঢুকিয়ে বিদেশে পাচার করে। এই পাচার দেশের মাটিতে আর হতে দেওয়া হবে না। ভবিষ্যতে লুটপাট পাচার বন্ধ হবে তবে যা পাচার হয়েছে তা ফিরিয়ে আনতে হবে। জোনায়েদ সাকি আরও বলেন, বাজারে আগুন, ১শ টাকার নিচে সবজি নেই, দ্রব্যমূল্য আকাশ ছুঁয়েছে। অতীতের সিন্ডিকেটের কারণে দাম কমাতে পারছে না অন্তর্বর্তী সরকার। আমরা বলতে চাই উচ্চমূল্য রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিন। গ্রাম থেকে পণ্য আসতে যে চাঁদাবাজি হয়, চাতাল ও মিল মালিকরা যে কারসাজি করে ভয়ংকরভাবে দাম বৃদ্ধি করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। মানুষ এই গণঅভ্যুত্থানকে সমর্থন করেছে বলে আশা করে আছে। মানুষ কিছু বলছে না, কারণ জনসাধারণ আপনাদের সঙ্গে আছে। তাই কাজ দেখান। কোন লুটেরাদের কাছে মাথা নত করবেন না। এছাড়াও তিনি শিক্ষা-স্বাস্থ্যে অধিক বাজেট প্রণয়ন, সব নাগরিকের বাসস্থান নিশ্চিত ও প্রাথমিক শিক্ষকসহ সব শিক্ষকদের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার আহ্বান জানান। গণ সংলাপে বিশেষ অতিথি ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল ও কেন্দ্রীয় সদস্য এসএম আমজাদ হোসেন। দলের বরিশাল জেলার সমন্বয়কারী দেওয়ান আবদুর রসিদ নীলুর সভাপতিত্বে সঞ্চালনা করেছেন জেলা কমিটির নির্বাহী সমন্বয়কারী আরিফুর রহমান মিরাজ।

বাড়ছে ব্রয়লারের দামও

কেজি ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ডিমের দাম কিছুটা কমলেও সরকারের বেধে দেয়া প্রতি ডজন ১৪২ টাকার চেয়ে ১৫-২০ টাকা বেশি দামে ১৫৫-১৬০ টাকায় বিক্রি হতে দেখা যায়। ব্রয়লার মুরগির দাম বাড়ার আশঙ্কা জানিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিক্রেতা বলেন, গতকাল ২০০ টাকা করে ব্রয়লার বিক্রি করছি তবে আজ মুরগি আনতে গেলে দাম বাড়ার কথা জানিয়েছে আরৎ থেকে। তবে এখনো স্লিপ পাইন, স্লিপ পেলে বলতে পারবো কতটা বাড়ছে। সবজির খুচরা বিক্রেতা আবুল হোসেন বলেন, আমার এখানে পেপে ছাড়া আর কোন সবজি ১০০ টাকার নিচে নাই। একটা লাউও আজ ১০০ টাকা করে বিক্রি করতেছি। সব কিছুর দামই বেশি। আমরা বেশি টাকায় কিনে আনি, বেশি টাকায় বিক্রি করি। তবে এমন দাম বাড়ায় কাস্টমাররা সবজি নেয়া কমিয়ে দিছে। আগে যে এক কেজি নিতো এখন সে আধা কেজি নিচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের দামের এমন উচ্চমূল্যে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন ভোক্তা ইসমাইল। তিনি বলেন, বৃষ্টি হইছে, বন্যা হইছে ঠিক আছে কিন্তু তাই বলে এইভাবে দাম বাড়াবে তাহলে আমদানির আগেই ডিমের দাম কিভাবে কমে যায় শুধু ঘোষণা শুনেই এখন সবাই সুযোগ পাইছে তাই যে যেভাবে পারছে আমাদের পকেট কাটছে। এটা নিয়ে সরকারের আরও কঠোর হওয়া উচিৎ।

মন্দিরের দানবাক্স ভেঙে টাকা চুরি

মোহাম্মদ ফজলুল কাদের চৌধুরী জানান, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টায় চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি থানাধীন এনায়েত বাজার পশ্চিম গোয়ালপাড়াস্থ শ্রী শ্রী সার্বজনীন ব্রজধাম পূজা মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশ মন্দিরে পূজা দেওয়ার জন্য গিয়ে দেখতে পান, মন্দিরের টিনের গেট খোলা এবং ভেতরে দুটি দানবাক্স ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। দুটি দানবাক্সের ভেতরে রক্ষিত নগদ আনুমানিক ৭০ হাজার টাকা নাই। পরে এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় মামলা করা হয়। তদন্তে নেমে প্রযুক্তির সহায়তায় আসামিদের গ্রেপ্তার করা হয়।

চাঁদপুরে তাবলিগ জামাতের

বৃহস্পতিবার আম বয়ানের মধ্য দিয়ে তাবলিগ জামাতের জেলা ইজতেমা শুরু হয়। গতকাল শুক্রবার ঈমানের, আখলাক ও আখেরাতের আলোচনা করা হয়। তিনি আরও জানান, আজ শনিবার বাদ জোহরের আগেই আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী তাবলিগ জামাতের এ জেলা ইজতেমা শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

সিন্ডিকেটকারীদের কঠিন পরিণতির

মুক্তি লাভ করতে পারবে না। বরং যে সম্পদের জন্য তাদের এত আয়োজন, সেই সম্পদই একদিন তাদের জাহান্নামের আগুনে পোড়ার কারণ হবে। যারা সিন্ডিকেট করে পণ্যের দাম বাড়াচ্ছেন, খেটে খাওয়া মানুষের আর্তনাদ কি তাদের কানে পৌঁছে না! যারা এই অপকর্মের সাথে জড়িত, তাদের প্রতি অনুরোধ, গণমানুষের কষ্ট এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার কথা চিন্তা করে এই অন্যায় থেকে ফিরে আসুন। যে সম্পদ থেকে মজলুমের আর্তনাদ ভেসে আসে, সেই সম্পদ মানুষকে ধনী বানালেও সুখী বানাতে পারে না। পোস্টের প্রথম কমেন্টেসে শায়েখ আহমাদুল্লাহ লিখেছেন, সিন্ডিকেট, মজুতদারি দূর করতে নৈতিকতার চর্চা এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই। পাশাপাশি খাবারে ভেজাল দিয়ে যারা জনস্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ফেলছে, তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

দিনাজপুর বোর্ডের ২০ কলেজের

এমন হয়েছে যে, বারবার বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান শতভাগ অকৃতকার্যের তালিকাতে এসেছে। চলতি বছরও যে ২০টি প্রতিষ্ঠান থেকে কেউই পাস করতে পারেনি তার মধ্যে ৫টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো থেকে গত বছরও কেউই পাস করেনি। সবচেয়ে বড় বিষয়, নিয়ম রয়েছে যেকোনও প্রতিষ্ঠানের একটি শ্রেণিতে যদি ২৫ জনের কম শিক্ষার্থী থাকে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান পাঠদানের অনুমোদন পাবে না। এই পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হয় শিক্ষা বোর্ড থেকেই। অথচ শতভাগ অকৃতকার্য প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন সর্বোচ্চ ৮ জন পর্যন্ত। যা অনুমোদন পেতে শর্তের এক তৃতীয়াংশ। আবার এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো থেকে মাত্র একজন বা দুজন করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান সূত্রে জানা যায়, এবার শতভাগ অকৃতকার্যের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৬টি লালমনিরহাটের, ৫টি ঠাকুরগাঁওয়ের, ৩টি দিনাজপুরের, ২টি করে রংপুর ও কুড়িগ্রামে এবং একটি করে গাইবান্ধা ও নীলফামারীর। এগুলো হলো লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার গন্ধমরুয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৮ জন, কালীগঞ্জ উপজেলার সোনারহাট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৩ জন, একই উপজেলার শিয়ালখোওয়া কলেজের ৩ জন, দুহুলী এসসি হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন, কাকিনা গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন ও আদিতমারী উপজেলার নামুরি হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন; ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার গোগর কলেজের ৬ জন, বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার রত্নাই বাগুলাবাড়ী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ৩ জন, মোড়লহাট জনতা স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২ জন, সদর উপজেলার কদমসুল হাট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২ জন ও কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন; দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার সনকা আদর্শ কলেজের ৬ জন, হাকিমপুর উপজেলার বোয়ালদার হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ৪ জন ও ফুলবাড়ী উপজেলার উত্তর লক্ষ্মীপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ৩ জন; কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার গোপালপুর এমএল হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ৬ জন ও রৌমারী উপজেলার শৌলমারী এমআর স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন; রংপুর সদর উপজেলার আর্কেডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কলেজের ৩ জন ও গঙ্গাচরা উপজেলার বড়াইবাড়ী কলেজের একজন, নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার বাগডোকরা নিমোজখানা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ৬ জন এবং গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার ফকিরহাট মহিলা কলেজের ২ জন। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫টি কলেজ থেকে গত বছরও কোন শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ঠাকুরগাঁও জেলার মোড়লহাট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, একই জেলার সদর উপজেলার কদমরসুল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার দুহুলী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার উত্তর লক্ষ্মীপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার ফকিরহাট মহিলা কলেজ। নিয়ম রয়েছে, একটি শ্রেণিতে ২৫ জনের কম শিক্ষার্থী হলে সেই প্রতিষ্ঠান পাঠদানের অনুমতি পাবে না। এরপরও এত কম শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। আবার এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশতেই নেই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, বাহ্যিক অবকাঠামোও ভঙ্গুর। যা নিয়ে অভিভাবকদের রয়েছে আক্ষেপ। শতভাগ অকৃতকার্যের তালিকায় থাকা দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার উত্তর লক্ষ্মীপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ একটি। ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সাল পরপর তিনবারই শতভাগ অকৃতকার্যের তালিকায় রয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানটির কলেজ শাখা এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি। কলেজ শাখায় ১৫ জন শিক্ষক ও কর্মচারী থাকলেও তাদের অধিকাংশই কলেজে আসেন না। কথা হলে এলাকার সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষার্থীরা আসলেও শিক্ষকরা আসেন না। দীর্ঘদিন যাবৎ বেতন-ভাতা নাই। ফলে শিক্ষকরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও পড়াশোনা নাই। যার কারণে শিক্ষার্থীরা পাস করতে পারছে না।' স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'এমপিও না হওয়ার কারণে বেতন নাই। এজন্য শিক্ষকরা আসেন না। ৪ জন শিক্ষক, তারাও ঠিকভাবে আসেন না।' দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক আবু সায়েম বলেন, '২০টি প্রতিষ্ঠানই নন-এমপিও। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে শিক্ষক নাই। যখন পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তখন শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৫ জন বা তার বেশি ছিল। কিন্তু এখন কমে গেছে। এটা নিয়ে আমাদের চেয়ারম্যান ইতোমধ্যেই নির্দেশনা দিয়েছেন। এগুলো সরেজমিনে তদন্ত করে কী অবস্থা, কবে পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এসব দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এ ব্যাপারে কথা হলে দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর স ম আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, 'যে ২০টি প্রতিষ্ঠান থেকে কেউই পাস করতে পারেনি সেগুলোর পরীক্ষার্থীসংখ্যা খুবই কম। অনেকগুলোতে একজন পরীক্ষার্থী, সেই একজনই ফেল করেছে। আবার কিছুসংখ্যক রয়েছে ২ থেকে ৩ জন পরীক্ষার্থী। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রতিষ্ঠানগুলো সরেজমিন তদন্ত করা হবে। সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পাঠদানের যে অনুমোদন শিক্ষা বোর্ড থেকে দেওয়া হয় সেই অনুমতি বাতিল করা যায় কি না, সেই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করবো।'

ঢাকা-কক্সবাজার রুটে বিশেষ ট্রেন

২৪ অক্টোবর দুপুর ১টা ৪০ মিনিটের ট্রেনটি কক্সবাজার থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবে। আর চট্টগ্রামে বিরতি দিয়ে ট্রেনটি ঢাকা পৌঁছাবে রাত ১০টায়। একইভাবে ২৪, ২৫ ও ২৬ অক্টোবর রাত ১১টায় ঢাকা থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশে যাত্রা করবে এই ট্রেনটি। যেটি ২৫, ২৬ ও ২৭ অক্টোবর দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশে কক্সবাজার ছেড়ে যাবে। গোলাম রব্বানী বলেন, সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি পর্যটকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে এই বিশেষ ট্রেন সার্ভিসটি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। মোট ১৮টি কোরিয়ান কোচের বিশেষ এই ট্রেনটিতে আসন সংখ্যা ৬৩৪। এতে কক্সবাজার যাতায়াত ও ভ্রমণকে নিরাপদ আর স্বাচ্ছন্দ্যময় করবে বলে মনে করেন তিনি।

উত্তাল সাগরে বড় ঢেউয়ে পর্যটকদের

বঙ্গোপসাগর পূর্ণিমার জো-এর প্রভাবে উত্তাল রয়েছে। স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৪-৫ ফুট পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় তীরে এসে আঁচড়ে পড়ছে বড় বড় ঢেউ। এতে সৈকতে থাকা দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপদে সরিয়ে নিয়েছে। গত তিন দিন ধরে সমুদ্রের বড় ঢেউয়ে সৈকত সুরক্ষা জিও ব্যাগ ও জিও টিউবের ক্ষতি হয়েছে। জোয়ারের অতিরিক্ত পানিতে খাল বিলসহ তলিয়ে গেছে উপকূলের নিম্ন এলাকা। উত্তাল সমুদ্রে নামতে পর্যটকদের ট্যুরিস্ট পুলিশ বার বার মাইকিং করে নিষেধ করলেও কোনো বাধা নিষেধ মানছেন না পর্যটকরা। জেলা আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি গত বৃহস্পতিবার নিম্নচাপে পরিণত হয়েছিল। নিম্নচাপটি বিদায় নিয়েছে। পূর্ণিমার জো-এর প্রভাবে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ণিমা শেষ হলে স্বাভাবিক হবে। তবে কোথাও কোথাও বৃষ্টি হতে পারে। ঢাকা থেকে আসা হাসান মাহমুদ বলেন, ছুটি কেন্দ্র করে কুয়াকাটা ঘুরতে এসেছি। তবে যে ঢেউ আশা করিনি, তার চেয়েও বড় বড় ঢেউ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। পর্যটক ইশরাত জাহান বলেন, সমুদ্রের সৌন্দর্য তখনই ভালো লাগে, যখন বড় বড় ঢেউ কিনারায় আছড়ে পড়ে। আমি ঢেউ দেখে লোভ সামলাতে না পেরে গোসল করতে নেমেছি। বড় বড় ঢেউয়ের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠছি। কলাপাড়া পৌর শহরের বাসিন্দা বিউটি বেগম বলেন, আমাদের ঘর আন্ধারমানিক নদী সংলগ্ন। গত দুই দিন ধরে জোয়ারে সময় ঘরের মধ্যেও পানি ঢুকেছে। ঘরের সামনে পানিতে থই থই করছে। যার কারণে ভাঁটা হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘরেই থাকতে হচ্ছে। বাইরে নামতে পারছি না। এ ছাড়া পানি যখন বাড়ে, তখন আমাদের রান্নাবান্নাও বন্ধ থাকে। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ছাতা বেঞ্চ ব্যবসায়ী নুর হোসেন বলেন, গত দুই দিন ধরে অনেক পানি বেড়েছে। যার কারণে জোয়ারের সময় আমাদের ছাতা বেঞ্চ সৈকত থেকে সরিয়ে রাখতে হয়েছে। এ সময় বেঞ্চ ভাড়া দেওয়া বন্ধ থাকে। এখানকার ডাব, আইসক্রিম ও আচার বিক্রেতাসহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জোয়ারের সময় বিক্রি বন্ধ রাখতে হচ্ছে। কুয়াকাটায় বেড়াতে আসা পর্যটক শাকিল আনোয়ার বলেন, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে গোসল করছি সমুদ্রে। বড় বড় ঢেউ, যা আগে দেখিনি। বেশ আনন্দ করছি। তবে পুলিশ বার বার মাইকিং করায় এবং পানির স্রোত বেশি থাকায় সৈকতের খুব কাছে থেকেই গোসল করেছি। পটুয়াখালী জেলা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আক্তার জাহান জানান, সাগরে যে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি বিদায় নিয়েছে। তবে পূর্ণিমার জোয়ের কারণে নদ-নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্ণিমা শেষ হলে নদ-নদীর পানির উচ্চতা কমে যাবে। ট্যুরিস্ট পুলিশ কুয়াকাটা রিজিয়নের পুলিশ সুপার আনসার উদ্দিন বলেন, পূর্ণিমার জো-এর প্রভাবে সমুদ্র কিছুটা উত্তাল রয়েছে। তাই পর্যটকদের নিরাপদে থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। উত্তাল ঢেউ পেয়ে অনেক পর্যটক গোসলে মেতেছেন, সেজন্য আমরা মাইকিং করছি বার বার। ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে আমাদের টিম টহলে রয়েছে।

ইলিশ বন্ধ, পাঙাশে গন্ধ!

আমরা যারা গরিব তাদের চাহিদা থাকে পাঙাশের দিকে। সেই পাঙাশ মাছ ২০০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। আমরা যাবো কোথায়' তার অভিযোগ, সব জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। ফলে নিম্ন আয়ের মানুষজন কোনও জিনিসে হাত লাগাতে পারছেন না। এ বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রবিউল ইসলাম বলেন, 'সারা দেশেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাজার নিয়ন্ত্রণে একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেউ যাতে অতিরিক্ত মূল্য নিতে না পারে সে বিষয়ে আমাদের নজর থাকবে।'

'মীমাংসিত বিষয়গুলো থেকে সযত্নে

প্রতিবাদ করেছে জাসদ।' "অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এই সিদ্ধান্ত ও একজন উপদেষ্টার এই বক্তব্য প্রধান উপদেষ্টার 'রিসেট বাটন পুশ করায় অতীত মুছে গেছে' সম্বলিত বিতর্কিত বক্তব্যকেই সত্য বলে প্রমাণ করলো।" জাসদ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাই নয়, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যের স্মারক ও অংশ। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার ঘটনা শুধু বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি কালো অধ্যায়ই না, আধুনিক বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসেও একটি কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান কার্যকর করার ঘটনাও বিশ্বের স্বাধীন দেশগুলোর সংবিধান রচনা ও কার্যকর করার ইতিহাসে একটি অনন্য গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যেই সমগ্র জনগণ ও জাতির দ্বারা স্বীকৃত হয়েছেন এবং সমগ্র বিশ্বও বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছে। 'জাসদ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ এদেশের জনগণের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের অর্জিত এবং মীমাংসিত বিষয়গুলো অমীমাংসিত করার কোনো ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বক্তব্য প্রদান না করা এবং এ সকল বিষয়ে বিতর্কে জড়ানো থেকে সযত্নে দূরে থাকা, সতর্ক থাকার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।'

২০২৫ সালের মধ্যে নির্বাচন হতে

বলেন, সাকিবের মতো জনপ্রিয় ক্রিকেটার বাংলাদেশে আর আসে নাই। কিন্তু যখন আন্দোলন চলে, মানুষ মরছে, সাকিব তখন পোস্ট দিলো সে কোথাও এনজয় করছে এমন। আসিফ নজরুল বলেন, এয়ারপোর্টে গেলে প্রবাসীদের সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করা হতো আগে। আমার স্বপ্ন ছিল তাদের ভিআইপি সুবিধা দেবে। আমি উদ্যোগ নিয়েছি, তাদের জন্য আলাদা একটা লাউঞ্জ হবে। দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এটা হবে।

শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ডলার

। সেই মিথ্যা থেকে ছাত্র-জনতা গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশকে মুক্ত করে দিয়েছে। সেই মুক্তাঙ্গণে এখন আমাদের নেতা বাংলাদেশের অহংকার সরকার পরিচালনা করছেন। যিনি বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মতো। ভারতের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা কি করেন, কি করতে চান, কি করবেন তা আমাদের দেখার এখনই মোক্ষম সময়। শেখ হাসিনাকে আবারও বাংলাদেশে পুশ করে দিয়ে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগকে যদি ক্ষমতায় আনতে চান তাহলে বুঝবো আপনারা বাংলাদেশকে আপনাদের অঙ্গরাজ্য বানাতে চান। বাংলাদেশের মানুষ গরিব হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ভাষার জন্য সংগ্রাম করে ভাষা প্রতিষ্ঠিত করেছে, বাংলাদেশের মানুষ উনসত্তরের গণআন্দোলনে ড. মিলান-আসাদের রক্ত দিয়ে এদেশে আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছে, বাংলাদেশের মানুষ একাত্তরে খালি পায়ে হাফ প্যান্ট পরে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছে। সেই বাংলাদেশকে ছোট চোখে দেখার চিন্তা দয়া করে করবেন না। অবিলম্বে শেখ হাসিনাকে সরকারের কাছে হস্তান্তর করুন। আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের মানুষ আর চায় না। প্রতিবাদের সভাপতি মো. ইব্রাহিম হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. নবী হোসেনের সঞ্চালণায় প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচিতে আরো উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাড. আব্দুস সালাম আজাদ, শিশু বিষয়ক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক রাশেদা বেগম হীরা, নির্বাহী কমিটির সদস্য আ. ক. ম. মোজাম্মেল, মৎস্যজীবী দলের সদস্য ইসমাইল হোসেন সিরাজী, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক পার্টির (এনজিপি) সাংগঠনিক সম্পাদক মীর আমির হোসেন আমু প্রমুখ।

ভারতে অনুপ্রবেশকালে এক

সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিরোধ ও আইনের আওতায় আনতে সদা তৎপর রয়েছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পঞ্চগড় জেলা সদরের হাড়িভাসা ইউনিয়নের ঘাগড়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ গোয়ালপাড়া সীমান্তের ৭৪৯ মেইন পিলারের ২০ সাব-টিলার এলাকার গোয়ালপাড়া দিয়ে রাতে বাংলাদেশি কয়েকজন নাগরিক অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ঘাগড়া বিওপির আভিযানিক দল অভিযান পরিচালনা করে ৬ বাংলাদেশিকে আটক করে। আটকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল শেখ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা বলেন, 'বিজিবি সদর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান প্রতিরোধ কল্পে বিজিবির অভিযানিক কার্যক্রম ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় ৬ বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে। একই সঙ্গে দালাল চক্রের সদস্যদের আটকের চেষ্টা চলছে। যেকোনও মূল্যে অনুপ্রবেশ রোধে ৫৬ বিজিবি কঠোর নজরদারি নিশ্চিতে সদা প্রস্তুত। আটকদের আইনের আওতায় আনতে পঞ্চগড় সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।'

বাংলাদেশে চরম দারিদ্রসীমায় বাস

চরম দারিদ্র্যে রয়েছে বিশ্বের মোট প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ। ইউএনডিপির সূচক অনুযায়ী, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা ৪৫ কোটি ৫০ লাখ মানুষ সংঘাত-সহিংসতার মধ্যে বসবাস করছেন। সংঘাতপূর্ণ দেশগুলোয় শিশুমৃত্যুর হার ৮ শতাংশ। অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ দেশগুলোয় এই হার মাত্র ১ দশমিক ১ শতাংশ। যুদ্ধ চলা দেশগুলোর মানুষ পুষ্টি, বিদ্যুৎ, পানি ও পয়োনিষ্কাশন সুবিধা থেকে চরমভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। ইউএনডিপির কর্মকর্তা আচিম স্টেইনার বলেন, 'গত কয়েক বছরে সংঘাত বেড়ে কয়েক গুণ হয়েছে। এতে প্রাণহানি নতুন করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সংঘাতের জেরে রেকর্ড পরিমাণ মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন। এতে বড় পরিসরে মানুষের জীবন ও জীবিকা বাধার মুখে পড়ছে।' এই সংঘাত বন্ধ ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয় বলে মনে করেন অক্সফোর্ড পোভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের পরিচালক সাবরিনা আলকায়ার। তিনি বলেন, সংঘাতপূর্ণ দেশগুলোয় দারিদ্র্য বিমোচনের গতি তুলনামূলক কম। তাই বলা যায়, এসব দেশের দরিদ্র মানুষকে দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়।

সাভারে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : সাভারে একটি নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাংকে নেমে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে সাভারের হেমায়েতপুরের দক্ষিণ মেইটকা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে সাভার মডেল থানার ওসি জুয়েল মিঞা জানান। মৃতরা হলেন- রংপুর জেলার কোতোয়ালি থানার শিরামপুর গ্রামের আবদুর সামাদের ছেলে আনিছুর রহমান (৩৩) ও ভোলা জেলার দৌলতখান থানার চরপাতা ইউনিয়নের আবুল কাশেমের ছেলে সাইফুল ইসলাম (৪০)। তারা সাভারের ভাকুর্তা ইউনিয়নের মুশুরীখোলা এলাকার ভাড়া বাসায় থেকে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রবাসী লাল মিয়ার নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে নেমে একজন মাটি খোঁড়ার কাজ করছিল। আরেকজন ওপর থেকে রশি বেঁধে মাটি তুলছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কুয়োর ভেতরের শ্রমিকের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে আরেক শ্রমিকও ভেতরে নামে। এরপর দীর্ঘসময় পেরিয়ে গেলেও দুজনেরই কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে স্থানী-য়রা সাভার ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা গিয়ে সেপটিক ট্যাংকের ভেতর থেকে অচেতন অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে। পরে সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। ওসি জুয়েল মিঞা বলেন, "সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে শ্বাস বন্ধ হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছি। তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে; আইগত ব্যবস্থা গ্রহণের পক্রিয়া চলছে।"

ধামরাইয়ে গাড়িতে গ্যাস নেওয়ার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে চালক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার ধামরাই উপজেলার একটি ফিলিং স্টেশনে সিএনজি নেওয়ার সময় মাইক্রোবাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বেলা আনুমানিক পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার ঢুলিভিটা এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে এনএন সিএনজি অ্যান্ড রিফুয়েলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান ধামরাই থানার এসআই নাছির হোসেন। নিহত ফারুক হোসেন (৫০) ধামরাইয়ের নান্নার ইউনিয়নের ধাইরা এলাকার বাসিন্দা। নিজের মাইক্রোবাসটি তিনি রেন্ট-এ-কারে চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ফারুক মাইক্রোবাস নিয়ে গ্যাস নেওয়ার জন্য এনএন সিএনজি অ্যান্ড রিফুয়েলিং স্টেশনে আসেন। পরে গাড়িটিতে গ্যাস ভরার সময় তিনি পিছনের সিলিন্ডারের পাশে এসে দাঁড়ান। তখন বিকট শব্দে সিলিন্ডারটি বিস্ফোরিত হলে ফারুক হোসেন মারাত্মক আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ সময় পেছনে থাকা আরেকটি প্রাইভেটকারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসআই নাছির হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে সম্প্রতি গাড়িটির এলপিজি সিলিন্ডারকে সিএনজি সিলিন্ডারে রূপান্তর করেছিলেন ফারুক হোসেন। সেটি রিফুয়েলিং করার সময় অতিরিক্ত চাপে বিস্ফোরণে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে পরিবারের অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম করা হবে।

সূত্রাপুর তাঁতী লীগের সভাপতি সাঈদ গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুরান ঢাকার সূত্রাপুরে শিক্ষার্থী নাদিমুল হাসান এলেম হত্যা মামলায় সূত্রাপুর থানা তাঁতী লীগ সভাপতি আবু সাঈদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে সূত্রাপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ। গতকাল শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় জানানো হয়, গত ১৯ জুলাই শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ ও কবি নজরুল কলেজের সামনে শিক্ষার্থীরা মিছিল করে। এ সময় তাদের ওপর আক্রমণ করে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। আন্দোলনকারীদের ওপর ছোঁড়া এলোপাথাড়ি গুলিতে শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্টগ্র্যাজুয়েট কলেজের শিক্ষার্থী নাদিমুল হাসান এলেম বাম চোখে গুলিবিদ্ধ হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শিক্ষার্থী নাদিমুল হাসান এলেম হত্যার ঘটনায় তার মা কিসমত আরা গত ১ সেপ্টেম্বর সূত্রাপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি তদন্তকালে গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় এজাহারভুক্ত আসামি আবু সাঈদকে গ্রেপ্তার করা হয়।

যুবদল নেতা শামীম হত্যা: শমসের মবিন কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : যুবদল নেতা শামীম হত্যা মামলায় তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন শমসের মবিন চৌধুরীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আফনান সুমি গতকাল শুক্রবার এই আদেশ দেন। আজ দুপুরে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে শমসের মবিন চৌধুরীকে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পল্টন থানার এসআই তন্ময় কুমার বিশ্বাস। পরে আদালত তা মঞ্জুর করেন। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বনানী ডিওএইচএস এলাকার বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ।

এমপিওভুক্তির দাবি অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকদের
'৩২ বছর বঞ্চনার শিকার, এবার জুটেছে পুলিশি নির্যাতন'

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ৩১৫টি বেসরকারি কলেজের অনার্স-মাস্টার্স স্তরের সাড়ে তিন হাজারের বেশি শিক্ষকের এমপিওভুক্তি আবারও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লো। আন্দোলন কর্মসূচি দিয়ে এমপিওভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ নিলেও এবার পুলিশি বাধায় ঘরে ফিরতে হয়েছে তাদের। উল্টো লাঠিপেটা খেয়ে খালি হাতেই ফিরেছেন শিক্ষকরা। বাংলাদেশ বেসরকারি কলেজ অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি নেকবর হোসেন বলেন, '৩২ বছর ধরে বঞ্চনার শিকার হচ্ছি বিভিন্ন সরকারের সময়ে। বর্তমান সরকারের কাছে প্রত্যাশা ছিল-এমপিওভুক্ত হতে পারবো, কিন্তু এবার জুটেছে পুলিশি নির্যাতন।' বেসরকারি কলেজের অনার্স-মাস্টার্স স্তরের শিক্ষকরা বাংলাদেশ বেসরকারি কলেজ অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষক ফেডারেশনের ব্যানাওে গত মঙ্গলবার শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। ওইদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষক প্রতিনিধিদের ডেকে নেওয়া হয় মন্ত্রণালয়ে। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানান, প্রথম দিনই শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বাংলাদেশ বেসরকারি কলেজ অনার্স-মাস্টার্স ফেডারেশনের সভাপতি নেকবর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মেহরাব হোসেনসহ ছয় জন শিক্ষক প্রতিনিধি বৈঠক করেন। শিক্ষা উপদেষ্টা বৈঠকে জানিয়ে দেন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ বৈঠক কওে গত বুধবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আন্দোলনের দ্বিতীয় দিন বৈঠক করে শিক্ষকদের মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু শিক্ষকরা তাতে আশ্বস্ত হতে পারেননি। গত বুধবা-র সন্ধ্যার পর শিক্ষকরা শিক্ষা ভবনের সামনের রাস্তা অবরোধ করে রাস্তায় শুয়ে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রমনা পুলিশের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের আশ্বাস দেওয়া হয় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়ার, তবে শিক্ষকদের রাস্তা ছাড়তে হবে। পুলিশের কথায় শিক্ষকরা রাস্তা ছেড়ে চলে যান। তৃতীয় দিন গত বৃহস্পতিবার শিক্ষক প্রতিনিধি দলকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের উদ্দেশে যেতে দেয় পুলিশ। আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক শিক্ষক মো. মোস্তফা কামাল বলেন, গত বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন উপদেষ্টার একান্ত সচিব। তিনি জানিয়েছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব পাঠালে নির্বাহী আদেশ করে দেওয়া হবে। কিন্তু শিক্ষকরা তাতে আশ্বস্ত হতে না পেরে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অভিমুখে লং মার্চ শুরু করেন। এতে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশ আমাদের লাঠিচার্জ করেছে, সাউন্ড গ্রেনেড মেরে ছত্রভঙ্গ করেছে এবং জলকামান ব্যবহার করেছে। এতে বেসরকারি কলেজ অনার্স-মাস্টার্স ফেডারেশনের সভাপতি নেকবর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মেহরাব হোসেন, হুমায়ুন কবির সুমন, নুরুল আবছার সিকদার, জয়নাল আবেদীন, সুজা উদ্দিন, আবদুল মালেক কাজল, জহিরুল হক, আবুল আলা শিবলী, তৌহিদুর রহমান, শারমিন, রোকসানা ও তানিয়াসহ ৩৩ জন শিক্ষক আহত হন। আমরা জীবন বাঁচাতে আন্দোলন স্থগিত করে রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেছি। গতকাল শুক্রবার আমরা সংবাদ সম্মেলন করে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়েছি। দোষী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছি।' জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে কী কথা হয়েছে জানতে চাইলে আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক মো. মোস্তফা কামাল বলেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমাদের সামনে রেখেই শিক্ষা উপদেষ্টা ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। শিক্ষা উপদেষ্টা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বলেছেন, শিক্ষকদের এমপিও করে দেবো। আর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে জানতে চেয়েছেন পুলিশ কেন শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা উপাচার্যের কাছে আহত শিক্ষকদের তালিকা চেয়েছেন এবং জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন।' গতকাল শুক্রবার শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। পরে তাকে মোবাইলে ম্যাসেজ দেওয়া হলেও তিনি তার কোনো জবাব দেননি। একইদিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ'র সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। পরে তাকে ম্যাসেজ দিলেও জবাব দেননি। বৈঠকের পর বাংলাদেশ বেসরকারি কলেজ অনার্স-মাস্টার্স ফেডারেশনের সভাপতি নেকবর হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মেহরাব হোসেনজানান, বৈঠকে আমাদের যেভাবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তাতে শিক্ষকরা আশ্বস্ত হতে পারেননি। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ বিষয়ে ভূমিকা রাখছেন। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে কিনা জানতে চাইলে ফেডারেশনের সভাপতি নেকবর হোসেন বলেন, 'আমরা আপাতত অবস্থা কর্মসূচি কর্মসূচি স্থগিত রেখেছি। গতকাল শুক্রবার সংবাদ সম্মেলন করে এমপিওভুক্তি দাবি জানিয়েছি সরকারের কাছে। আর পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীদের শাস্তির দাবি করেছি। যতদিন আমাদের এমপিওভুক্ত করা না হবে ততদিন আমাদের দাবি আদায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি চলতে থাকবে। কর্মসূচির মধ্যে আগামী ২৩ ও ২৪ অক্টোবর জেলায় জেলায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হবে। আর আগামী ত্রিশ অক্টোবরের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং এমপিওভক্তির সুনির্দিষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা না এলে আমরা সারাদেশে অনার্স-মাস্টার্স স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ শিক্ষা ভবনের সামনে আমরণ কর্মসূচি পালন করতে বাধ্য হবো। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, জনবল কাঠামোতে অনার্স-মাস্টার্স স্তরের শিক্ষকরা নেই। সে কারণে তাদের এমপিওভুক্ত করা যাচ্ছে না। ডিগ্রি স্তরের শিক্ষকরা জনবল কাঠামোতে রয়েছে সে কারণে তারা এমপিওভুক্ত হতে পেরেছেন। ২০১৮ সালের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা সংশোধন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কয়েক দফা বৈঠক করে অনেক বিষয় চূড়ান্ত করা হয়েছে। তবে সংশোধনের কোনো পর্যায়ে বিগত সময়ে অনার্স-মাস্টার্স স্তরের শিক্ষকদের পদ জনবল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। শিক্ষকরা জানান, দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে অনার্স-মাস্টার্স স্তরের শিক্ষকরা বঞ্চিত। এই শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করার দাবিতে ২০২০ সালে জনবল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছিলেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টারদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ডা. দীপু মনি বলেছিলেন, 'অনার্স-মাস্টার্স স্তরের শিক্ষক ও জনবল কাঠামো নিয়ে ভাবছি। এর সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জড়িত, তাদের সঙ্গে কিছুটা কথা হয়েছে। আমরা বসবো এই বিষয়টি নিয়ে শিগগিরই সমাধান করার জন্য।' সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ২০২২ সালে এবং ২০২৩ সালেবলেছিলেন, 'এমপিওভুক্ত করতে হলে জনবল কাঠামো সংশোধন করতে হবে। এমপিওভুক্ত করতে হলে আমাদের জনপ্রশাসনে যেতে হয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ে যেতে হয়, আমরা এমপিও নীতিমালা সংশোধন করে যখন পাঠাই তারপর অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়নি। আমরা আশা করছি, অর্থ মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা করবে।' সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনির এই আশ্বাসের পর ওই সময়ের সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে। কিন্তু সুরাহা করতে পারেনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার। বর্তমানে নতুন সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে। কিন্তু তাতেও আশাহত হন শিক্ষকরা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বেসরকারি কলেজের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ডিগ্রিস্তর পর্যন্ত পরিচালিত এমপিওভুক্ত কলেজগুলোয় ১৯৯৩ সালে অনার্স-মাস্টার্স স্তরের অনুমোদন দেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ বিধিবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত স্কেলে শিক্ষকদের মূল বেতন দেওয়ার শর্তে অনার্স-মাস্টার্সের বিষয় অনুমোদন নেয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কলেজের টিউশন ফি থেকে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার নির্দেশনা দেয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এই কারণে কলেজগুলোর জনবল কাঠামোতে স্থান পায়নি অনার্স-মাস্টার্স স্তরের শিক্ষকদের পদ।

সম্পাদকীয়

ব্যবসার সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে হবে

পরিবেশ হচ্ছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমষ্টি। "পরিবেশ হচ্ছে কোনো কিছুর উন্নতি বা সমৃদ্ধিও ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহের সমষ্টি।" সুতরাং যে-সব উপাদান দ্বারা ব্যবসায় পরিবেষ্টিত থাকে এবং যে-সব উপাদান ব্যবসায়ের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে সেগুলোর সমন্বয়ে ব্যবসায় পরিবেশ গড়ে ওঠে। মানুষের জীবনধারা যেমন তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়, ব্যবসায়িক কর্মপ্রক্রিয়াও তেমনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বহুবিধ উপাদান দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। এসব উপাদানের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত দিক, রয়েছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, রয়েছে সরকারি নিয়মকানুন ও রাজস্ব নীতি। ব্যবসায় পরিচালনার লক্ষ্যে এসব উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাই ব্যবসায়ের পরিবেশ। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের এক ক্ষুদ্র অথচ জনবহুল রাষ্ট্র। এদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নের গতি নিতান্তই মন্থর। অবশ্য অতি সম্প্রতি এর কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। মিশ্র অর্থনীতির এ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ফলে সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দিতে শুরু করেছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের অসহযোগিতা, প্রশাসনের দুর্বলতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিদেশি পণ্যের ব্যাপক আগমন ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্য তার স্বাভাবিক গতি সঞ্চারে ব্যর্থ হচ্ছে। শিল্প, ব্যবসা, বিনিয়ো সব কিছুই যেন তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলছে। পোশাক খাতে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। শিল্প পুলিশের তথ্য অনুসারে অনির্দিষ্টকালের জন্য ৮৬টি কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বাকি ১৩৩টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বিজিএমইএ জানিয়েছে, মোট বন্ধ কারখানার সংখ্যা ১১৫। এর মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য ৭৫টি, বাকি ৪০টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। চলমান শ্রমিক অসন্তোষে পোশাক কারখানা ভাঙচুর ও বন্ধ থাকায় আনুমানিক পাঁচ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স। বাংলাদেশে অর্থনীতির অবস্থা কখনোই খুব ভালো ছিল না। বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) অতীতে যে-সব 'ডুইং বিজনেস' প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, সেখানে দেখা গেছে, বাংলাদেশের অবস্থান সব সময় নিচের দিকে থেকেছে। গত মার্চে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর (ইউএসটিআর) বৈদেশিক বাণিজ্যের বাধাবিষয়ক একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে ঘুষ, দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতাকে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হলো দুর্নীতি। ব্যবসার আবহের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে তাই সবার আগে ব্যবসার পরিবেশ ফেরাতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে সরকারকে।

> বাংলাদেশে অর্থনীতির অবস্থা কখনোই খুব ভালো ছিল না। বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) অতীতে যে-সব 'ডুইং বিজনেস' প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, সেখানে দেখা গেছে, বাংলাদেশের অবস্থান সব সময় নিচের দিকে থেকেছে। গত মার্চে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর (ইউএসটিআর) বৈদেশিক বাণিজ্যের বাধাবিষয়ক একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে ঘুষ, দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতাকে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হলো দুর্নীতি

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে চাই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

সড়ক দুর্ঘটনায় ক্রমান্বয়ে বাড়ছে প্রাণহানির হার। এ দুর্ঘটনার পেছনে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের বেপরোয়া গতি, চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতাসহ, নির্দিষ্ট বেতন-কর্মঘণ্টা না থাকা, মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল, তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো, জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা। এ ছাড়া দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বিআরটিএর সক্ষমতার ঘাটতিই দায়ী। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে এত আইন হলো, এত পরিকল্পনা নেওয়া হলো, কিন্তু কোনো কিছুই কাজে লাগছে না। এটা যেমন ব্যর্থতা, তেমনি সড়ক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবহেলাও বটে। ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে দুই বাসের প্রতিযোগিতার শিকার হয়ে মারা গিয়েছিল দুই কলেজশিক্ষার্থী। সেই ঘটনা দেশবাসীকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। নিরাপদ সড়কের দাবিতে গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক আন্দোলনের মুখে তৎকালীন সরকার সড়ক পরিবহন আইন করতে বাধ্য হয়েছিল। আমাদের প্রত্যাশা ছিল এই আইন পাসের পর সড়কে দুর্ঘটনা কমবে, যাত্রী ও পথচারীরা নিরাপদ থাকবেন। কিন্তু বিগত সরকার নানা মহলের চাপে সেই আইনটিকে কাটছাঁট করে একটি অকেজো আইনে পরিণত করে। ফলে সড়কে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি আরও বেড়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দুই মাস পেরিয়ে গেলেও সড়ক ব্যবস্থাপনা নিরাপদ করতে দৃশ্যমান কোনো পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ এখনো অনুপস্থিত। দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগের ধারাবাহিকতা নেই। সবকিছু চলছে দায়সারাভাবে। এ অবস্থার উন্নয়নে টেকসই সড়ক পরিবহন কৌশল প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন অন্তর্বর্তীকালীন-সরকারের সদিচ্ছা।' প্রায়ই দেখা যায় দুই বাসচালকের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সড়কে হতাহতের ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়। আমাদের সড়ক ব্যবস্থাপনা বরারই ভঙ্গুর ছিল। সাম্প্রতিক কালে ট্রাফিক পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও সড়ক মেরামত না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়েছে। প্রতিদিনই মানুষ মারা যাচ্ছে, কখনো চালকের বেপরোয়া চালনায়, কখনো সড়কে খানাখন্দ থাকায়। এবং মোটরসাইকেলচালকেরা কোনো নিয়মরীতিই মানছেন না। এছাড়াও সম্প্রতি দেশের কয়েকটি অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হওয়ায় অনেক সড়কে খানাখন্দ বেড়েছে। কোনো কোনো সড়কে যান চলাচল করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় দ্রুত সড়ক মেরামত করার প্রয়োজন থাকলেও সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। আমাদের দেশে ২০১৮ সালে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন জারি করা হলেও, পরবর্তী সময়ে আইনটি সংশোধনের নামে এমন অবস্থায় আনা হয়েছে যে চালকদের মধ্যে কোন ভয়ভীতিই নেই। তাই সড়কে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে। চালকদের বেতন-কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করতে হবে, বিআরটিএর সক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা রাস্তা তৈরি করতে হবে। পর্যায়ক্রমে সব মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে। রেল ও নৌপথ সংস্কার করে সড়ক পথের ওপর চাপ কমাতে হবে। টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে এবং 'সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮' এর সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে চাই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রসার ও আমাদের 'থ্রি-জিরো' ভাবনা

প্রফেসর ড. মো. ফখরুল ইসলাম

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা খুবই সরব হয়ে উঠেছে। অক্টোবরের ২ তারিখে ইসরাইলের অভ্যন্তরে ইরানের ১৮০টি সুপারসনিক মিসাইল হামলার পর হিজবুল্লাহ ২ ঘন্টার ব্যবধানে ২০০টিরও বেশি রকেট হামলা চালিয়েছে অক্টোবর ৩ তারিখে। ইসরাইলের একগুঁয়েমী মনোভাবের কারণ তার পেছনের মার্কিন ও ইউরোপীয় শক্তির সমর্থন। কিন্তু লেবাননে একটানা হামলা চালানোর পর গোটা বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে নতুন চেতনা জেগে উঠেছে। বিশ্লেষকগণ মনে করছেন, লেবাননের বেসামরিক মানুষের উপর বোমা বর্ষণের পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর নড়বড়ে অবস্থান নতুনভাবে জেগে উঠে ঐক্য গড়ে উঠেছে। ইরানের রেভ্যুলুশনারী গার্ডস্-এর পরামর্শে বিভিন্ন দেশের ছোট ছোট জোটগুলো একই নির্দেশনায় কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। ফিলিস্তিনের হামাস, ইরাক ও ইরানের শিয়া মিলিশিয়া, ইয়েমেনের হুতি, লেবাননের হিজবুল্লাহ, সবার লক্ষ্য এখন ইসরাইলের আগ্রাসনকে প্রতিরোধের জন্য একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ার মাধ্যমে শত্রু দমানো। সৌদি যুবরাজ সালমান এই প্রথম লেবাননের বেসামরিক মানুষের উপর ইসরাইলী বাহিনীর শতাধিকবার বোমা বর্ষণের প্রতিবাদ করেছেন। সম্মিলিত আক্রমনে দিশেহারা হয়ে পড়েছে ইসরাইলী বাহিনী।

ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ইসরাইলের অভ্যন্তরে সাসা শহরে ড্রোন আক্রমণ চালিয়েছে। লেবাননের হিজবুল্লাহ সংগঠন ইসরাইলী বাহিনীর স্থল আক্রমণ প্রতিহত শুরু করেছে। ইতোমধ্যে তারা সন্মুখ যুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধে তৈরি করে তিনটি ট্যাংক ধ্বংস করেছে এবং ৮ জন ইসরাইলী সৈন্যকে হত্যা করেছে। ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথি দাবি করেছে, তারা ইসরায়েলের তেল আবিবেও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। শত্রুপক্ষ এসব ড্রোন প্রতিহত করতে পারেনি ভূপাতিত করতে পারেনি। হুথিরা ইসরায়েলে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন। গত নভেম্বর থেকে লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে বিভিন্ন জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ এক বছর ধরে চলা এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৪৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েল। এরমধ্যে হামাসের যোদ্ধা, কর্মকর্তা ছাড়াও হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ রয়েছেন। যুদ্ধের শুরুতে ইসরায়েল জানিয়েছিল, গাজা থেকে হামাসকে তারা পুরোপুরি নির্মূল করে দেবে। তবে এখন পর্যন্ত দখলদার ইসরায়েল তাদের এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। ২০২৪ সালের অক্টোবরের শুরুতে লেবাননে আক্রমণের পর ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এ উপত্যকার শাসক গোষ্ঠী হামাস সরকারের প্রধান রাহী মুস্তাহাসহ আরও দুই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে হত্যার দাবি করেছে দখলদার ইসরায়েল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ইসরাইলের আক্রমণ মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সকল বৈরী দেশগুলোর উপর একইসংগে চালানো হচ্ছে।

সাথে মার্কিনীরা নির্লজ্জের মতো ইসরাইলী বাহিনীকে গোলাবারুদ, রসদ যোগাচ্ছে। ইরানকে তারা প্রত্যক্ষভাকে হুমকি দিরেও ইরান সেটারে পাল্টা জবাব হুমকির মাধ্যমে ফিরিয়ে দিতে দেরী করছে না। হামাসের সাবেক প্রধান ইসমাইল হানিয়া, হিজবুল্লাহর প্রধান নেতা হাসান নাসরাল্লাহ এবং ইসলামিক বিপ্লবী গার্ডের এক কমান্ডারকে হত্যার জবাব দিতে মঙ্গলবার রাতে ইসরায়েলে একসঙ্গে ১৮০টি মিসাইল ছোড়ে ইরান। এই মিসাইল হামলার পর ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনা নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। 'ইরানের প্রধান ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে হত্যার ছক কষছে দখলদার ইসরায়েল। মূলত হিজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরাল্লাহকে হত্যার পর ইসরায়েলি সরকারের একটি ধারণা তৈরি হয়েছে তারা এখন ভালো অবস্থানে আছে এবং চাইলে ইরানের ধর্মীয় নেতাকেও হত্যা করতে পারবে।' আর এমন খবর প্রকাশের পরই নেতানিয়াহুকে ইরানের 'হিট লিস্টে'রাখার তথ্য প্রকাশিত হলো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি তালিকায় ইরান 'হত্যা করতে' চায় এমন ব্যক্তিদের নাম বের রয়েছে। এই 'হিট লিস্টে' নাম আছে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুসহ তিন বাহিনীর প্রধানের। এছাড়া ইরানের হিট লিস্টে আছে দখলদার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টও। ইরানের গোয়েন্দারা বলেন, নেতানিয়াহু না হলেও দখলদার ইসরায়েলের বড় নেতাদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলীদের দোসররা চুপ করে থাকলেও কাতার, জর্ডান, তুরস্ক, মিশর ইত্যাদি দেশের সাথে রাশিয়া ও চীনের সুস্পষ্ট অবস্থান নিয়ে এখনও সাড়া পাওয়া যায়নি। লেবাননে শত শত প্রাণ হারানোর পরও আমেরিকা বিরোধী ব্লক চুপ করে থাকার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলো দেশে যুদ্ধ দ্রুত ছাড়িয়ে পড়ছে। ক্রমাগত হুমকি ও পাল্টা হুমকির মুখে সামনের দিনগুলিতে কি ঘটতে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে? মধ্যপ্রাচ্যসহ পুরো বিশ্বের নজর এখন ইরান-ইসরায়েল পরিস্থিতির দিকে। ইরানের হামলার জবাবে ইসরায়েলের পদক্ষেপ কী হবে সেটি নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। অপরদিকে 'দুই দেশের মধ্যে সরাসরি সংঘাত ঘিরে একটি আঞ্চলিক যুদ্ধ শুরুর আশঙ্কাও করছেন অনেকে। কারণ সক্ষমতার দিক থেকে তুলনা করলে দেখা যায় দুটি দেশই সামরিক দিক থেকে বেশ শক্তিশালী। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার'র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইরান সামরিক সক্ষমতার দিক থেকে ইসরায়েলের তুলনায় তিন ধাপ এগিয়ে আছে।' তবে দুটি দেশই বিশ্বের সামরিক শক্তিধর দেশের শীর্ষ ২০টি দেশের মধ্যে অবস্থান করছে। সামরিক সক্ষমতায় শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে ইরানের অবস্থান ১৪ আর ইসরায়েলের অবস্থান ১৭। কিন্তু শক্তির ভারসাম্য যতই কাছাকাছি হোক না কেন, একবার ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে শক্তির ক্ষয়সাধন কয়েক মিনিট বা ঘন্টার ব্যাপার মাত্র।

> বর্তমান এআই যুগে পৃথিবী যখন এগিয়ে গেছে বহুদূর তখনও আমরা লোভী নেতাদের হীন কর্মকান্ডের খেসারত দিতে হাবুডুবু খাচ্ছি। প্রায় তিনশ'কোটি নিম্নআয়ের মানুষ ও তাদের রিলেটিভ ও আলট্রা দারিদ্র্য নিয়ে আমরা এখন নতুন যুদ্ধ শুরু করতে বদ্ধপরিকর। আমরা 'থ্রি-জিরো' মোকাবেলা নিয়ে নতুন ভাবনা বাস্তবায়ন করতে চাই। ইসরায়েলের পারমাণবিক হুমকির জবাবে ইরান অনমনীয়। তবে কি মধ্যপ্রাচ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ অত্যাসন্ন? নাকি তার প্রভাবে আমাদের দেশে 'থ্রি-জিরো' দূরীকরণের আশায় গুড়েবালি পড়বে তা নিয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ রয়েছে। সেজন্য আমাদের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে দেশজ উপায়ে 'থ্রি-জিরো'যুদ্ধের মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে আজকেই ভাবা উচিত

অনেকের কাছে পারমানবিক বোমা থাকায় নিশপিশ করছে অনেক ভয়ংকর অবিবেচকের কালো হাত। মানবতার নৃশংস বিলুপ্তি ঘটানোর জন্য আরো অনেক নেতানিয়াহুরা এক অপরের সংগে প্রতিনিয়ত যোগসাজশ করে যুদ্ধের উন্মাদনা ছড়িয়ে তাদের ঘৃণ্য অস্ত্র ব্যবসাকে শান দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। মার্কিনীরা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। রাশিয়াও বা বাদ যাবে কীভাবে? জো বাইডেন বলেছেন, তার দেশ ইসরাইলের পারমাণবিক মক্তি ব্যবহারকে সমর্থন করবে না। কিন্তু ইতোমধ্যে যে ভয়ানক শক্তি ব্যবহার করার জন্য ইসরাইলে উস্কে দিয়েছে তা কি কোনভাবে ক্ষমার যোগ্য বলে মনে হয়? এসব যুদ্ধ অপরাধকে কেউই আমলে নিচ্ছেন না। অস্ত্র ব্যবসার প্রয়োজনে এত ভয়ংকর বিষয়কে ওরা সদর্পে অগ্রাহ্য করেই যাচ্ছেন। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে ইসরায়েল। জাতিসংঘ মহাসচিবকে 'পারসনা নন গ্রাটা' ঘোষণা করা হয়েছে এবং তিনি ইসরায়েলে প্রবেশ করতে পারবেন না। গুতেরেসকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে কারণ তিনি ইরানের মিসাইল হামলার নিন্দা জানাননি। অথচ, ক্ষমতাধর দেশগুলো এব্যাপারে হ্যাঁ না কিছুই বলেনি। এটা চরম অপমানজনক ঘটনা।

একজন বৃটিশ অভিনেত্রী ইতোমধ্যে বলে ফেলেছেন, এটা বড় যুদ্ধাপরাধ। 'বৃটিশ অভিনেত্রী জুলিয়েট স্টিভেনসন ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যে বোমাগুলো ৯০ জনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল, সেগুলো এফ-৩৫ বিমান থেকে ছোড়া হয়েছিল। বিমানটির যন্ত্রাংশ যুক্তরাষ্ট্র ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্রদের, বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের তৈরি।' কিন্তু এসব শুনে মানবতার শত্রুদের কার কি আসে যায়? বিশ্ববাসীর ঘৃণা উপেক্ষা করে ইসরাইলী বর্বরদেরকে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিমদের উপর নির্মম অত্যাচার ও নির্বিচারে হত্যা করার রসদ যুগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমারা। যুদ্ধ আরেকটু ব্যাপৃত হলে এর ঢেউ উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশেও রেগে গিয়ে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করবে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে যাবে সবখানে। তেল-গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পাবে কয়েকগুণ। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিকদের পাঠানো অর্থনির্ভর আমাদের অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা লাগবে। ২০২৪ সালের তথ্যানু-যায়ী আমাদের দেশে রেমিটেন্স আসার প্রধান উৎস সংযুক্ত আরব আমীরাত, সৌদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এসব দেশ থেকে আসা রেমিটেন্স কমে গেলে বা বন্ধ হলে আমাদের বাজেট ফেল করতে থাকবে।

ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের সময়ের মতো মধ্যপ্রাচ্য থেকে চাকুরীহারা শ্রমিকরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দেশে ফিরতে শুরু করলে আমাদের দেশের আর্থ-সামজিক অবস্থা করুণ হয়ে 'থ্রি-জিরো' যুদ্ধে জয়লাভের আশা কোথায় গিয়ে ঠেকতে পারে তা এখনই অনুমান করা বেশ কঠিন। সম্প্রতি অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার প্রণীত 'থ্রি জিরো'-তথা শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ আরো বিপজ্জক হয়ে উঠলে সেখানকার শ্রমিকদের দেশে ফেরত আসা শুরু হলে আমাদের জিরো দারিদ্র্য ও জিরো বেকারত্ব ধারণা বাস্তবায়ন খুব কঠিন হতে পারে। বর্তমান এআই যুগে পৃথিবী যখন এগিয়ে গেছে বহুদূর তখনও আমরা লোভী নেতাদের হীন কর্মকান্ডের খেসারত দিতে হাবুডুবু খাচ্ছি। প্রায় তিনশ'কোটি নিম্নআয়ের মানুষ ও তাদের রিলেটিভ ও আলট্রা দারিদ্র্য নিয়ে আমরা এখন নতুন যুদ্ধ শুরু করতে বদ্ধপরিকর। আমরা 'থ্রি-জিরো' মোকাবেলা নিয়ে নতুন ভাবনা বাস্তবায়ন করতে চাই। ইসরায়েলের পারমাণবিক হুমকির জবাবে ইরান অনমনীয়। তবে কি মধ্যপ্রাচ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ অত্যাসন্ন? নাকি তার প্রভাবে আমাদের দেশে 'থ্রি-জিরো'দূরীকরণের আশায় গুড়েবালি পড়বে তা নিয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ রয়েছে। সেজন্য আমাদের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে দেশজ উপায়ে 'থ্রি-জিরো'যুদ্ধের মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে আজকেই ভাবা উচিত। এর সাথে আরো ভাবি ক্রমাগত পারমাণবিক হুমকি রুখে দিয়ে বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্য আসুক ও আরেকটি অনাগত বিশ্বযুদ্ধ ভাবনা ও মানবতার প্রাণহরণ বৈষম্যের অবসান হোক।

লেখক : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের প্রফেসর ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডীন

বেসরকারি প্রধান, সহ-প্রধান শিক্ষকরা উচ্চতর স্কেল থেকে বঞ্চিত কেন?

মোঃ হায়দার আলী

মহান ও নিবেদিত পেশা হিসেবে শিক্ষকতা সর্বজন স্বীকৃত। মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবেই মনে করা হয় শিক্ষকদের। পাঠদানে আত্ম-নিয়োগ, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিহিত থাকা সুপ্ত মেধা জাগ্রত করা, দুঃস্থ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিজের অর্থ ব্যয়ে দেশ সেরা হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষকও দেশে বিরল নয়। বেসরকারি শিক্ষক সমাজ ৯৭ ভাগ শিক্ষাদান করেও আজ উচ্চতর স্কেল বঞ্চিত, বেতন বৈষম্যের স্বীকার, হয়রানির স্বীকার, বাড়িভাড়া,১০০০/ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৫০০/ টাকা, সিকিভাগ ইদ বোনাস, বেতন কম হওয়ায় দ্রব্যমূল্যের গরম বাজারে তারা বেসামাল হয়ে পড়েছেন। সবার বেলায় শতভাগ আর বেসরকরী শিক্ষকদের বেলায় সিকিভাগ। কোন কোন ক্ষেত্রে শূন্য। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষকগণ চরম বৈষম্যের স্বীকার। এ যেন পতিত সরকারের এক চোখে লবণ ও অন্য চোখে তেল দেয়ার মত অবস্থা। তেলের মাথায় সবাই তেল দিতে পারে কিন্তু যার মাথায় তেল থাকে না তার মাথায় কেউ তেল দিতে চাই না। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকগণ নানা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। স্কেল বৈষম্যের স্বীকার, উচ্চতর স্কেল না পাওয়া। এসব বৈষম্য নিরসনে এমপিও নির্দেশিকা অনুযায়ী ১০ বছর ও ১৬ বছর সন্তোষজনক চাকরি শেষে শিক্ষক কর্মচারীগণকে দুটি উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হলেও প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে বছরের পর বছর ধরে। দেশের হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারীগণ আগের নিয়মে টাইম স্কেল পাওয়ার সময় হলেও তারা টাইম স্কেল পাননি জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণার কারণে। জাতীয় বেতন স্কেল ৫ বছরেরও আগে হয়েছে। অথচ দীর্ঘদিন থেকে প্রধান সহকারী প্রধান শিক্ষকগণ উচ্চতর গ্রেড বঞ্চিত হচ্ছেন। এমপিওভুক্ত সহকারী শিক্ষক যারা প্রথম টাইম স্কেল প্রাপ্তি থেকে (১০+৬) পরবর্তী ছয় বছর একই স্কেলে চাকরি করেছেন, নীতিমালা অনুযায়ী তারা উচ্চতর স্কেল পাচ্ছেন। অর্থাৎ তারা জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম গ্রেড থেকে ৮ম গ্রেডে উন্নীত হয়েছেন। বেসরকারি এমপিও শিক্ষকদের জন্য এটা নিঃসন্দেহে একটা বিরাট অর্জন, গর্বের বিষয়। সহকারী শিক্ষকদের উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তির এই সুযোগ অবশ্যই ঐতিহাসিক এবং কাঙ্ক্ষিত। এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে। পাশাপাশি ৮ম গ্রেডে উন্নীত উচ্চতর স্কেলপ্রাপ্ত সকল শিক্ষককে অভিনন্দন জানাই। এমনিতে বেসরকারি এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের বৈষম্যের শেষ নেই। দেশের প্রায় ৯৮ ভাগ মাধ্যমিক শিক্ষা বেসরকারি নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারীদের চেয়ে যোজন যোজন দূরে। প্রধান সমস্যা হলো, সহকারী শিক্ষকরা একটি টাইম স্কেল প্রাপ্তির পর দ্বিতীয় উচ্চতর স্কেল পাওয়ায় তারা এখন মর্যাদায় সহকারী প্রধান শিক্ষকদের সমতুল্য। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষকের সাথে উচ্চতর স্কেল প্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকের কিছু দায়িত্বের বেড়াজাল ব্যতীত মূলত আর কোন পার্থক্য নেই। ফলে সহকারী প্রধান শিক্ষকগণ চাকুরি করতে লজ্জা পান। অনেক কটু কথা শুনতে হয়। কোন এক অজানা কারণে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের উচ্চতর স্কেল থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এ বিষয়টি শিক্ষা অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নজরে আনলে তারাও লা-জবাব। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাদেরও 'জানাশুনা' নেই। প্রশ্ন হলো, একজন সহকারী শিক্ষক কিংবা কর্মচারী শর্তপূরণ করে উচ্চতর স্কেল প্রাপ্য হতে পারলে প্রতিষ্ঠানের অপরাপর দুই গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী (প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক) তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে, এক দেশে দু আইন চলতে পারে না। শিক্ষকদের শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হলেও বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। তাদের আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘদিনের এবং তা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকদের অধিকার, মর্যাদা এবং ন্যায্যতার দাবি আদায়ের জন্য অব্যাহতভাবে চলমান রয়েছে।

শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রধান কারণ তাদের বেতন বৈষম্য। এটি একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা, বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে। সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে এই বৈষম্য প্রকট। যেখানে সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা তুলনামূলক ভালো বেতন ও অন্যান্য অনেক সুবিধা পান, কিন্তু বেসরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই সুবিধাগুলো নেই বললেই চলে। এই বৈষম্য শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; যা শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়নে বড় বাধা সৃষ্টি করছে। সরকারি শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত একটি বেতন কাঠামো রয়েছে; যা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং পদ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এটি জাতীয় বেতন স্কেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিয়মিত বেতন বৃদ্ধি, ইনক্রিমেন্ট, পেনশন সুবিধা, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন; যা তাদের আর্থিক উন্নতির সহায়ক ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য এসব সুযোগ-সুবিধা সাধারণত নেই বললেই চলে। যা তাদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সরকারি শিক্ষকদের তুলনায় বেসরকারি শিক্ষকদের অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। বেসরকারি শিক্ষকরা অবসর গ্রহণের পর পেনশন সুবিধা পান না, যা তাদের অবসর জীবনের আর্থিক নিরাপত্তা অনিশ্চিত করে। এমনকি তাদের জমাকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ও অবসরকালীন ভাতা পেতে বছরের পর বছর পায়ের জুতা ক্ষয় করতে হয়। অনেকে চিকিৎসা অভাবে মৃত্যু বরণ করলেও ওই টাকা পান না। এতে অনেক শিক্ষককে অবসরে এসে বেতন-ভাতাহীন অবস্থায় পথে বসতে হয়। তাদের বরণ করতে হয় বার্ধক্যজনিত এক করুণ জীবন। বেতন বৃদ্ধি ও ইনক্রিমেন্টের ক্ষেত্রে সরকারি শিক্ষকদের বেতন নির্দিষ্ট সময় অন্তর বৃদ্ধি পেলেও বেসরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা অনুপস্থিত থাকে। সরকারি চাকরির তুলনায় বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরির স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা কম। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান জরিপ ২০২৩-এর মতে, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সহকারী শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, প্রভাষক, অধ্যক্ষসহ মোট ৪ লাখ ৩১ হাজার ২৪৪ জন এবং শিক্ষার্থী মোট ১ কোটি ২৩ লাখ ৮৩ হাজার ৯৩৬ জন। ৪ লাখ ৩১ হাজার ২৪৪ জন এমপিওর মাধ্যমে প্রায় ৯৩০৮ কোটি টাকার বেতন বোনাস পেয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীর কোনো আয় সরকারি কোষাগারে জমা হয় না। কিন্তু মাসে শিক্ষার্থীপ্রতি গড়ে ৩০ টাকা হারে ১২ মাসের ফিস আদায় করলে ৪৪৬ কোটি টাকা এবং ভর্তি ফি ও সেশন ফি-বাবদ বছরে একবার ৫০০ করে নিলে মোট ৬১৯ কোটি টাকা হবে। এতে মোট ১০৬৫ কোটি টাকা প্রায় আদায় করা সম্ভব হবে। ওই পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ৩১২৪৩টি প্রতিষ্ঠানকে সরকারীকরণ করলে সরকারের ব্যয় হবে ১৫৫১৪ কোটি টাকা। এখানে এমপিওর মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্তি ও শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রাপ্তি ১০৩৭৩ কোটি বাদ দিলে, সরকারের অতিরিক্ত লাগবে বছরে প্রায় ৫১৪১ কোটি টাকা। যদি ১,০০০ কোটি টাকাও লাগে তাহলেও বলা যায় 'জাতীয়করণ আর্থিক কোনো সমস্যা নয়, প্রয়োজন সদিচ্ছার'। জাতীয়করণের সফলতার জন্য সরকারের সদিচ্ছা, সঠিক পরিকল্পনা, এবং স্বচ্ছতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের কাছে বেসরকারি শিক্ষক সমাজের প্রাণের দাবি একটায় সেটা হলো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে জাতীয়করণ করা। এ ঘোষণার অপেক্ষায় শিক্ষক সমাজ তীর্থের কাকের ন্যায় চেয়ে আছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য যে বিনিয়োগ হবে সেটা হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ, মহৎ, বিনিয়োগ। এ কাজটি করতে পারলে জাতি আপনাদের আজীবন স্মরণ করবেন। লাখ লাখ শিক্ষা পরিবারের সদস্যগণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন।

> জাতীয়করণের সফলতার জন্য সরকারের সদিচ্ছা, সঠিক পরিকল্পনা, এবং স্বচ্ছতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের কাছে বেসরকারি শিক্ষক সমাজের প্রাণের দাবি একটায় সেটা হলো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে জাতীয়করণ করা। এ ঘোষণার অপেক্ষায় শিক্ষক সমাজ তীর্থের কাকের ন্যায় চেয়ে আছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য যে বিনিয়োগ হবে সেটা হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ, মহৎ, বিনিয়োগ। এ কাজটি করতে পারলে জাতি আপনাদের আজীবন স্মরণ করবেন। লাখ লাখ শিক্ষা পরিবারের সদস্যগণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিষ্ট

লেবাননে গেট ভেঙে শান্তিরক্ষীদের ঘাঁটিতে ইসরায়েলি ট্যাংক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ লেবাননে নিযুক্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের একটি ঘাঁটিতে ট্যাংক নিয়ে প্রধান ফটক ভেঙে জোরপূর্বক প্রবেশ করেছিল দখলদার ইসরায়েলের সেনারা। গত রোববার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে লেবাননে নিযুক্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন। এ ঘটনায় ইসরায়েলের মিত্ররাই দেশটির নিন্দা করছে। লেবাননে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী শান্তিরক্ষী বাহিনী (ইউনিফিল) বলেছে, দুটি ইসরায়েলি মেরকাভা ট্যাংক তাদের একটি ঘাঁটির প্রধান গেট ধ্বংস করে ফেলে এবং গত রোববার ভোরের আগে জোরপূর্বক প্রবেশ করে। ট্যাংকগুলো চলে যাওয়ার ২ ঘণ্টা পর শান্তিরক্ষীদের অবস্থান থেকে ১০০ মিটার দূরে বিস্ফোরক ফেলে ইসরায়েলি সেনারা।

যেগুলোর ধোঁয়ার কারণে অন্তত ১৫ শান্তিরক্ষী অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে একটি বিবৃতিতে বলেছেন তারা। এটি মারাত্মক নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা বলে জানায় ইউনিফিল। তবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে, ইরান সমর্থিত গ্রুপ হিজবুল্লাহর জঙ্গিরা ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে ট্যাংক ধ্বংসকারী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। এ ঘটনায় তাদের মধ্যে ২৫ জন সেনা আহত হয়েছে। আক্রমণটি ইউনিফিল ঘাঁটির খুব কাছাকাছি ছিল। একটি ট্যাংক হতাহতদের সরিয়ে আনতে সাহায্য করে, তারপর ইউনিফিল পোস্টের দিকে গিয়েছিল। 'ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর আন্তর্জাতিক মুখপাত্র নাদাভ শোশানি সাংবাদিকদের বলেন, 'তারা কোনো ঘাঁটিতে ঢোকার চেষ্টা করছিল না। একটি ট্যাংক আগুন, ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা এবং এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল।'

এক বিবৃতিতে সামরিক বাহিনীটি বলেছে, তারা আহত সেনাদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য ধোঁয়া ব্যবহার করেছিল, তবে এ ঘটনা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর জন্য কোনো বিপদের সৃষ্টি করেনি। এদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে উদ্দেশ্য করে এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'মহাসচিব মহোদয়, ইউএনআইএফআইএল বাহিনীকে বিপদমুক্ত করুন। এটি এখনই, অবিলম্বে করা প্রয়োজন।' এই বিষয়ে প্রথম মন্তব্যের পর মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে নেতানিয়াহু জানান, ইসরায়েলি বাহিনী কয়েক বার ইউএনআইএফআইএলকে সরে যেতে বলেছে। কিন্তু তারা বারবার এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে। এতে হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের জন্য মানবঢাল তৈরি হয়েছে।

টেসলার বৈদ্যুতিক গাড়িতে আগুন, ৪ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফ্রান্সের পশ্চিমাঞ্চলে টেসলার তৈরি একটি বৈদ্যুতিক গাড়িতে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। তবে গাড়িটিতে কী কারণে আগুন লেগেছিল, তা এখনো জানা যায়নি। গত শনিবার রাতে নিওর শহরের বাইরে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রসিকিউশন অফিস। নিহতরা মেলের একটি রেস্টুরেন্টের কর্মচারী ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, গাড়িটি অত্যধিক গতিতে চলার সময় একাধিক সড়ক চিহ্নে ধাক্কা খায়। উদ্ধারকারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই গাড়িতে থাকা চারজনের মৃত্যু হয়েছিল। স্থানীয় একজন বিচারক বার্তা সংস্থা এএফপি'কে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ ও পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গাড়িটির প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও করা হবে। ধনকুবের ইলন মাস্ক প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যুতিক গাড়িনির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা এর আগেও বেশ কয়েক বার নিরাপত্তা বিষয়ক সমালোচনার মুখে পড়েছে। চলতি বছরের এপ্রিলে টেসলা একটি মডেল এক্স গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত এক প্রকৌশলীর পরিবারের সঙ্গে আইনি সমঝোতায় পৌঁছেছিল।

তাইওয়ান ঘিরে ফের চীনের সামরিক মহড়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তাইওয়ানের চারপাশে সামরিক মহড়া শুরু করলো চীনের যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধজাহাজ। তাইওয়ান বলেছে, উসকানি দিচ্ছে চীন। গতকাল সোমবার থেকে এই সামরিক মহড়া শুরু করেছে চীন। তারা জানিয়েছে, তাইওয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজ করছে। সতর্ক করে দিতেই এই মহড়া। কবে এই মহড়া শেষ হবে তা জানানো হয়নি। এই মহড়ার নাম দেয়া হয়েছে, 'সোর্ড ২০২৪বি'। চীনের জানিয়েছে, নৌ ও বিমান বাহিনীর যৌথ অপারেশন করার সক্ষমতা যাচাই করে দেখা হচ্ছে। চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাইওয়ানের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কড়া বার্তাও দেয়া হচ্ছে।

জাতীয় স্বার্থে ও দেশের সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় ও আইনি মহড়া করা হচ্ছে। তাইওয়ানের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে মহড়া চলছে বলে চীনের সেনার ইস্টার্ন কম্যান্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। চীনের যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধজাহাজ বিভিন্ন দিক থেকে তাইওয়ানের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বলে ইস্টার্ন কম্যান্ডের মুখপাত্র জানিয়েছেন।

পাকিস্তানকে কৃষি ও টেক্সটাইল খাতে কর ছাড় তুলে নিতে বললো আইএমএফ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তান সরকারকে কৃষি ও টেক্সটাইল খাতে প্রদত্ত কর ছাড় এবং অন্যান্য প্রণোদনা দ্রুত তুলে নিতে বলেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। দাতা সংস্থাটির মতে, এই দুই খাত দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে দীর্ঘদিন ধরে বাধাগ্রস্ত করে আসছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আইএমএফ বলেছে, কৃষি ও টেক্সটাইল খাত কেবল পাকিস্তানের জাতীয় রাজস্বে যথাযথ অবদান রাখতে ব্যর্থই নয়, বরং এই খাতগুলো সরকারি তহবিলের একটি বড় অংশগ্রহণ করছে, যা অকার্যকর এবং প্রতিযোগিতাহীন অবস্থায় রয়েছে। আইএমএফের ৭০০ কোটি মার্কিন ডলার এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি (ইএফএফ) চুক্তির অংশ হিসেবে পাকিস্তানকে দেশটির ৭৫ বছরের পুরোনো অর্থনৈতিক নীতি থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তানের অর্থনীতি অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। এটি দেশটির জীবনমান কমিয়েছে এবং ৪০ দশমিক ৫ শতাংশেরও বেশি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার নিচে ঠেলে দিয়েছে।

পাকিস্তানের রপ্তানি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য না আসার জন্য দেশটির কৃষি ও টেক্সটাইল খাতকে দায়ী করা হয়েছে। দক্ষিণ এশীয় দেশটির অর্থনীতি প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত হতে পারেনি। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়ে, টেক্সটাইল খাতের উচ্চমাত্রায় কর ফাঁকির কারণে এটি অন্যান্য খাতের তুলনায় বেশি সুবিধা পেয়েছে।

ট্রাম্পের নির্বাচনী সমাবেশের কাছ থেকে অস্ত্রসহ সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ক্যালিফোর্নিয়ার কোচেল্লায় রিপাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনসভা থেকে গত শনিবার অস্ত্রধারী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত ওই ব্যক্তির কাছ থেকে একটি শটগান, একটি গুলিভর্তি হ্যান্ডগান, গোলাবারুদ ও একাধিক জাল পাসপোর্ট জব্দ করা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। অস্ত্রধারী ওই ব্যক্তি হচ্ছেন ৪৯ বছর বয়সী ভেম মিলার। তিনি নেভাদার লাস ভেগাসের বাসিন্দা। ট্রাম্পের নির্বাচনী সমাবেশের পার্শ্ববর্তী এলাকা কোচেলার একটি চেক পয়েন্ট থেকে ভেম মিলারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে তাকে কাউন্টি শেরিফের দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। অস্ত্রের সাথে মিলারের কাছ থেকে জাল লাইসেন্সও জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কাউন্টি শেরিফের কর্মকর্তা চাঁদ বিয়ানকো। তিনি বলেছেন, মিলারের গাড়িতে একটি জাল লাইসেন্স পাওয়া গেছে যা তার ওপর সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সিক্রেট সার্ভিস বলেছে, যে তারা গ্রেপ্তারের বিষয়ে সচেতন ছিল এবং শনিবার ঘটে যাওয়া

ঘটনার সময় ট্রাম্প বা সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা কেউই কোনো বিপদে পড়েনি। এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তবে ওইদিনই পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার মুচলেকায় সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়। ২০২৫ সালের ২ জানুয়ারি তার আদালতে হাজির হওয়ার কথা রয়েছে। রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে রিভারসাইড কাউন্টি শেরিফ চ্যাড বিয়ানকো বলেছেন, 'সন্দেহভাজন (৪৯) ব্যক্তি লাস ভেগাসের বাসিন্দা।

দক্ষিণ কোরিয়াকে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি উত্তর কোরিয়ার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নিজেদের ভূখণ্ডের আকাশসীমায় আবারও দক্ষিণ কোরিয়ার ড্রোন দেখা গেলে পিয়ংইয়ং প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে উত্তর কোরিয়া। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম তাস। উত্তর কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সতর্ক করে বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার ড্রোন আবারও তার আকাশসীমায় প্রবেশ করলে উত্তর কোরিয়া এটিকে যুদ্ধ ঘোষণা হিসেবে বিবেচনা করবে।

আমরা মনে করি উত্তর কোরিয়ায় যদি কোনো ড্রোন হামলা হয় তাহলে এর পিছনে দায়ী থাকবে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী। এটিকে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হিসাবে বিবেচনা করব। একদিন আগে উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করে যে, এমাসের শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়ার ড্রোনগুলো পিয়ংইয়ংয়ের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেয়।

'রাশিয়ার হয়ে লড়ছে উত্তর কোরীয় সেনা'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনে অবস্থানরত রুশ বাহিনীকে অস্ত্র ও সেনা দিয়ে সহায়তা করছে উত্তর কোরিয়া। এমতাবস্থায় অংশীদারদের সঙ্গে ইউক্রেনের বহুপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কের পরিবর্তন আসা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। গত রোববার প্রকাশিত ভিডিও বার্তায় এই কথা বলেছেন তিনি। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। জেলেনস্কি বলেছেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে আরেক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার সম্পর্ক দৃঢ় হচ্ছে। এই ঘনিষ্ঠতা কেবল অস্ত্র সরবরাহেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং দখলদারদের (রাশিয়া) সশস্ত্র বাহিনীতে লোকবল প্রেরণ করেও সহায়তা করছে উত্তর কোরিয়া।' দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী কিম ইয়ং-হিউন গত মঙ্গলবার বলেছিলেন, 'যথেষ্ট সম্ভাবনা' রয়েছে যে, রুশ বাহিনীকে সহায়তা করতে সেনা মোতায়েন করেছে উত্তর কোরিয়া। এক পার্লামেন্টারি শুনানিতে কিম আরও বলেছিলেন, রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর হামলায় উত্তর কোরীয় কয়েকজন সেনা নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গণমাধ্যমের এসব সংবাদ 'সত্যি বলেই মনে করা হচ্ছে'। এদিকে, বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তাদের এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয় ক্রেমলিন। ইউক্রেনে রুশ বাহিনীকে সহায়তা করতে উত্তর কোরিয়া আসলেই সেনা পাঠাচ্ছে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকোভ বলেছেন, 'এটি কেবল আরেকটা গুজব।'

বিনোদন

নায়িকা হতে চান না সামিরা খান মাহি

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডেও ব্যস্ত রাখেন নিজেকে। সম্প্রতি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে হওয়া ভয়াবহ বন্যায় ছুটেছেন মানুষকে সাহায্য করতে। সেই জলে ভাসা অধ্যায় সম্পন্ন করে নিজের চেনা বলয়- অর্থাৎ শুটিংয়েও ফিরেছেন অভিনেত্রী। বর্তমানে নিজের কাজে ব্যস্ত মাহি। যদিও আগের চেয়ে কাজ কমিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী। গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে মাহি জানালেন, গখবাঁধা গল্পে কাজ করতে চান না তিনি। সেই সঙ্গে নায়িকাও হতে চান না। ভালো কাজ করে যেতে চান অভিনেত্রী। সম্প্রতি গণমাধ্যমের সঙ্গে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মাহি বলেন, "ক্যারিয়ারের শুরুতে গড়পরতায় অনেক কাজ করেছি। এখন বেছে করছি। গল্প ও মানের দিকে নজর দিচ্ছি। তাই কাজ অনেকটা কম করা হচ্ছে। তাছাড়াও এখন শিল্পীর সংখ্যা অনেক-তাই কাজ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তবে অনেকেই বলে থাকেন, কাজ কম করলে নাকি হারিয়ে যাব। আমি তা বিশ্বাস করি না। এখন সবারই কাজ কম। গত তিন মাসে সেভাবে কাজ হচ্ছে না। আমার কাছেও অনেক কাজের প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু খুব সীমিত কাজ করেছি। কারণ আর কোনো গখবাঁধা গল্পে কাজ করতে চাই না।" সিনেমায় অভিনয় প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এ অভিনেত্রী বলেন, "সিনেমা নিয়ে আমারও আগ্রহ রয়েছে। আমিও সিনেমায় কাজ করতে চাই, কিন্তু প্রস্তাব আসে না। ভালো প্রস্তাব পেলে কাজ করব। আমি চাই এমন কোনো কাজ দিয়েই শুরু করতে যা মানুষের মনে সাড়া ফেলবে। শুধু সিনেমা করার জন্য করতে চাই না। আমি নায়িকা হতে চাই না। ভালো কাজ করতে চাই, যা সারা জীবন মানুষ মনে রাখবে। আমাকে সিনেমা অঙ্গনে সেই কাজটি নিজের অবস্থান তৈরি করে দেবে।" সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিচরণ করে বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন অনেক অভিনয়শিল্পী। এ প্রসঙ্গে মাহির কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি মনে করি শিল্পীদের একমাত্র পরিচয় হওয়া উচিত, তারা শিল্পী। তবে কোনো রাজনৈতিক দলকে পছন্দ থাকতেই পারে, সেটা ভিন্ন বিষয়।

সিনেমা প্রচারণায় যেতে পারেননি পরীমণি

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড নায়িকা পরীমণি মাস কয়েক আগেই 'ফেলুবক্সী' সিনেমার মাধ্যমে নাম লিখিয়েছেন টালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে। খুব শিগগিরই মুক্তি পাবে সিনেমাটি। 'ফেলুবক্সী' মুক্তির আগে কলকাতায় শুরু হয়েছে প্রচারণা। দুর্গাপূজায় বিভিন্ন পূজামণ্ডপ থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি অলিগলিতেও দেখা গেছে পরীর এ সিনেমার পোস্টার। এদিকে কলকাতার এমন জোড়ালো প্রচারণায় যেতে পারেননি পরীমণি, তাই রয়ে গেছে আফসোস। মনটাও ভীষণ খারাপ। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে তেমনটিই জানিয়েছেন এ নায়িকা। পরীমনি বলেন, 'পূজার মতো এত বড় একটি উৎসবে ছবির প্রচারণার ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অনেক বড় বিষয়। আমার জন্য অনেক ভালো লাগার। খুব ইচ্ছে ছিল, প্রথম প্রচারণায়, পূজার মধ্যে ওদের সাথে থাকব। কিন্তু ভিসা জটিলতার কারণে যেতে পারিনি। মনটা খারাপ। একটা আফসোস থেকে গেল। তবে যা হবে মনে হচ্ছে, ভালো কিছুই হবে।' পরী আরও বলেন, 'আমি এরইমধ্যে যা অনুভব করেছি, ওদের ভালোবাসাটা খুব খাঁটি। টের পাওয়া যায়। কেউ কিন্তু ভালোবাসা দেখালে তা আসল না নকল, বোঝা যাবেই। কলকাতার ওরা আমাকে যে ভালোবাসাটা দেখিয়েছে, তাতে খুব আপন মনে হয়েছে। কাছের মনে হয়েছে। অনেক দিন ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে থাকলে যে সম্পর্কটা তৈরি হয়, এটা সে রকমই মনে হয়। আমার সাথে এমনটা হয়েছে। আমি খুবই মনেপ্রাণে ওদের সাথে কাজ করতে চাই। সেই স্বাধীনতাও তারা আমাকে দিয়ে রেখেছে।'

অনিরাপত্তার আতঙ্কে সালমান খান

বিনোদন ডেস্ক : ভারতের ব্যাপক আলোচিত বাবা সিদ্দিকী হত্যাকাণ্ডে রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে মুম্বাইয়ের প্রশাসন। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত পাওয়ারের দল এনসিপির নেতা বাবা সিদ্দিককে খুনের ঘটনায় মুম্বাইয়ের গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনার পর বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের বাড়ির নিরাপত্তাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বাবা সিদ্দিকিকে খুনের দায় স্বীকার করেছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন। শুধু তাই নয়, তার দাবি, সালমান খানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জেরেই খুন করা হয়েছে বাবা সিদ্দিকিকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করা এক পোস্টে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের পক্ষ থেকে দাবি করে লেখা হয়েছে, "ওম জয় শ্রীরাম, জয় ভারত। আমি জীবনের মর্ম বুঝি, সম্পদ ও দেহকে ধূলো বলে মনে করি। তাই বন্ধুত্বের কর্তব্যকে সম্মান জানিয়ে যা ঠিক তাই করেছি। সালমান খান, আমরা এই যুদ্ধ চাইনি কিন্তু আপনার জন্য আমাদের ভাইকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। আজ বাবা সিদ্দিকির ভদ্রতা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এক সময়ে তিনি মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অফ অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যাক্ট-এর অধীনে ছিলেন দাউদের সঙ্গে এবং অনুজ থাপনের সাথে তার যোগসূত্র ছিল। বলিউড, রাজনীতি এবং দাউদের সঙ্গে মিলে সম্পত্তি বাড়ানোর যোগসূত্রই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। কারও সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। তবে কেউ যদি সালমান খান বা দাউদ গ্যাংকে সাহায্য করে, তাহলে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রেমের কথা স্বীকার করলেন শ্রদ্ধা কাপুর

বিনোদন ডেস্ক : বর্তমানে 'স্ত্রী ২'-এর সাফল্যে ভাসছেন শ্রদ্ধা কাপুর। সিনেমাটি ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে সর্বোচ্চ আয়ের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। পেছনে ফেলেছে শাহরুখের পাঠান ও জওয়ানের মতো ব্লকবাস্টারকে। আর এই সিনেমার কৃতিত্ব অনেকাংশেই শ্রদ্ধার, এমনটাই মানছেন তার ভক্তরা। শ্রদ্ধাও বেজায় খুশি। কিন্তু এখানেই খুশির কারণ শেষ নয়, ব্যক্তি জীবনেও দারুণ সময় কাটাচ্ছেন শ্রদ্ধা কাপুর। কয়েক মাস ধরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে রাহুল মোদির সঙ্গে নাকি ডেট করছেন নায়িকা। অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব কমই চর্চা হয়। তবে কসমোপলিটনকে দেওয়া নতুন এক সাক্ষাৎকারে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন যে, 'তিনি তার সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন।' আর সেখান থেকেই তার প্রেমের গুঞ্জন আরও জোড়ালো হয়েছে। সাক্ষাৎকারে শ্রদ্ধা তার সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন। নায়িকা বলেছেন, 'আমি আমার সঙ্গীর সঙ্গে একসঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসি। সেটা সিনেমা দেখা হোক, বা ডিনার করতে যাওয়া কিংবা কোথাও ঘুরতে যাওয়া, এই সবই আমার পছন্দের। আমি এমন একজন যে একসঙ্গে এইসব কাজ করতে বা কিচ্ছু না করে কেবল চুপচাপ পাশে বসে সময় কাটাতে পছন্দ করি।' সাক্ষাৎকারে নিজের বিয়ের পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন শ্রদ্ধা। অভিনেত্রী বলেন, 'বিয়েতে বিশ্বাস করা বা না করা নয়, বরং জীবনসঙ্গী হিসেবে সঠিক মানুষটাকে বেছে নেওয়া সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ মনে করেন যে তারা বিয়ে করতে চান, তবে তাদের মধ্যে সম্পর্কটাও দারুণ হওয়া উচিত। তবে তারা যদি মনে করে যে তারা বিয়ে করতে চান না, কেবল একসঙ্গে থাকতে চান, সেক্ষেত্রেও সম্পর্ক দুর্দান্ত হওয়া প্রয়োজন।' এর আগে শ্রদ্ধা তার প্রথম সিনেমা 'আশিকি ২'-এর অভিনেতা আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন বলে গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। যদিও তারা কেউই এই বিষয়টি নিয়ে জনসমক্ষে কিছু প্রকাশ করেনি। পরে 'তু ঝুঠি ম্যায় মাক্কার'-এ কাজ করার সময় রাহুল মোদীর সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে শোনা গেছে। এখনও দুজন সম্পর্কে রয়েছেন বলেই গুঞ্জন রয়েছে বলিউডের বাতাসে।

সাতক্ষীরা : বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত না হওয়ায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণা করে। নিষ্কাশনের পথ না থাকায় জলাবদ্ধ এলাকায় সাধারণ মানুষের যাতায়াতে ভেলায় ভরসা।

ধান ক্ষেতে পঁচন রোগে সম্পূর্ণ নষ্ট

কালীগঞ্জ প্রতিনিধি : বিগত কয়েক দিনের একাধারে টানা বৃষ্টি পর ভ্যাপসা গরমের কারণে কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় মাঠে কৃষকের ধান ক্ষেত্রে খোল পঁচা রোগ দেখা দিয়েছে। অপরদিকে ২ সপ্তায় ১১০ হেক্টর জমির ধান সম্পুর্ন নষ্ট হয়ে গেছে। আবা মাঠের পর মাঠ পচন রোগে আক্রান্ত হয়ে ধান গাছের পাতা মরে যাচ্ছে। অনেক কৃষকের গোটা জমিতে এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। বিআর-৫১ জাতের ধান ক্ষেতে এই রোগ বেশি দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা। কৃষকরা বলছেন, এই রোগের কারণে তাদের ক্ষেত্রের ধানগাছ ক্রমেই শুকিয়ে আসছে। আগামীতে রোগাক্রান্ত ধান গাছে শীষ বের হবে না, ক্রমান্বয় শুকিয়ে মরে যাবে। যে কারণে এবার ধানের উৎপাদন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে বলে কৃষকরা এমনটা আশা করছেন। এখনই এই রোগ প্রতিরোধ করা না গেলে তারা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হবেন কালীগঞ্জ উপজেলার কৃষকরা। এদিকে মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, ছত্রাকনাশক স্প্রে করলে এই রোগ অনেকটা প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে কৃষকদের এভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন। কালীগঞ্জ উপজেলার চাপালী গ্রামের কৃষক রাকিব খন্দকার বলেন, ৭ বিঘা জমিতে ৫১ জাতের ধান চাষ করেছেন প্রায় সব জমিতেই এই রোগ দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বৃষ্টির পর অল্প সময়ের মধ্যে গোটা জমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রধমে গাছের নিচের অংশ থেকে পঁচন দেখা দিচ্ছে,পরে আস্তে আস্তে উপরের দিকে চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সার-ঔষধ, জমি তৈরীতে চাষ, ধানের জমির আগাছা পরিষ্কার, কাটা-পরিষ্কার সহ লেবার খরচ সহ এক বিঘায় তার ২২ হাজার থেকে ২৩ হাজার খরচ হয়েছে। এই এক বিঘায় তিনি ১৮ থেকে ২০ মণ ধান পাবেন, যা বিক্রি করে ২৮ থেকে ৩০ হাজার টাকা পাবেন এমন টা আশা করেছিলেন। এখন যে অবস্থা তাতে ফলন অনেক কমে যাবে। এতে তিনি আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন বলে জানান। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ছত্রাকনাশক ওষুধ দিয়েছেন, কিন্তু তাতে কোনো কাজে আসছে না।বিষয়খালীর কৃষক ফজলুর রহমান জানান, বিআর- ৫১ জাতের ধান ৩ বিঘা চাষ করেছেন। গোটা জমিতে এই পঁচন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ধান ক্ষেতের জমিতে গেলে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এবার জমিতে ধান গাছ খুব ভালো হয়েছিল। এখন থোড় (শীষ) বের হওয়ার সময়। সেই সময় বৃষ্টির কারণে এই পঁচন রোগ দেখা দিয়েছে। যা মাঠের পর মাঠ ছড়িয়ে পড়ছে। কৃষক আক্তার হোসেন জানান, দ্রুত এই পঁচন রোগ ঠেকাতে না পারলে কৃষক মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। অনেক কৃষক ধারদেনা ও বিভিন্ন এনজিু থেকে লোন তুলে ধান চাষ করেছেন, তারা কিভাবে তাদের ঋণ পরিশোধ করবেন দোকান থেকে সার-ঔষধ বাকিতে নিয়ে দুই বিঘায় চাষ করেছেন তার জমির ধানও পঁচন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ভালো ফলন না পেলে কিভাবে দোকান বাকি পরিশোধ করবেন তা নিয়ে চিন্তিত এই কৃষক। কৃষি বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা জানান, বৃষ্টির পর এই রোগ দেখা দিয়েছে। তবে সেটা ব্যাপক নয়। তারা কৃষকদের আক্রান্ত জমিতে ছত্রাকনাশক ওষুধ স্প্রে করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

এতে পঁচন অনেকটা ঠেকানো সম্ভব বলে জানান। ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের বিভাগের উপ-পরিচালক ষষ্ঠি চন্দ্র রায় জানান, কৃষকের ধান ক্ষেতে খোলপঁচা রোগ তেমন একটা এখনও দেখা দিয়েছে বলে তাদের কাছে তথ্য নেই। তবে বৃষ্টির পর খরা হলে এই রোগ দেখা দিয়ে থাকে। তিনি কোন এলাকায় এই রোগ দেখা দিয়েছে তার বিষয়ে তথ্য নিয়ে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান। তিনি বলেন, এই রোগে আক্রান্ত ক্ষেতে ছত্রাকনাশক স্প্রে করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।এ বছর ঝিনাইদহ ৬ উপজেলায় উপসী জাতের ধান চাষ হয়েছে ৯৬ হাজার ৩০৮ হেক্টর, আর হাইব্রিড ধান চাষ হয়েছে ৮ হাজার ১৮০ হেক্টর। মোট ১ লাখ ৪ হাজার ৪৮৮ হেক্টরে জমিতে ধান চাষ হয়েছে। এ থেকে ৫ লাখ ৬৮ হাজার ৪০৯ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হবার কথা। কৃষি বিভাগ এই লক্ষ্যমাত্রায় গত ২ সপ্তায় বৃষ্টিতে ১১০ হেক্টর জমির ধান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এতে প্রায় ৬ শত মেট্রিক টন ধান কম উৎপাদন হবে। এই রোগে আক্রান্ত ধান গাছের নিচের অংশ খয়েরি রং ধারণ করছে, যা আস্তে আস্তে গোটা গাছে ছড়িয়ে পড়ছে। একপর্যায়ে ধান গাছের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে।

মধুখালীতে টানা বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি (মধুখালী, ফরিদপুর) : টানা বৃষ্টিতে ফরিদপুরের মধুখালীতে কুমড়া, মরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, পেঁপে, কলা, ধানসহ শাক-সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে টানা চার দিনের হওয়া বৃষ্টিতে এই ক্ষতি হয়।ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের কুড়ানিয়ারচর গ্রামের কৃষক মোঃ আকরাম হোসেন বলেন ধারদেনা করে এ বছর ৪০ শতাংশ জমিতে মরিচ ও কুমড়া চাষ করেছিলাম। প্রতিটি গাছে ফলন ছিল। বৃষ্টিতে গাছের গোরা পঁচে গাছ মারা গেছে। মরিচের সাথী ফসল হিসাবে ২০ শতাংশ জমিতে মিষ্টি কুমড়া চাষ করেছিলাম। সেই গাছও বৃষ্টিতে মারা যাচ্ছে। গাছে ১০০ থেকে ১২০ পিচ মিষ্টি কুমড়া ধরা অবস্থায় ছিল যার ওজন প্রায় এক থেকে দের কেজিতে পরিণত হয়েছিল। সেগুলো ক্ষেতে তুলতে গিয়ে দেখি সব পঁচে গেছে। ৪০ শতাংশ জমিতে দুই ফসলে প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ করে মাত্র ১২ হাজার টাকার মরিচ বিক্রি করেছি তারপর টানা বৃষ্টিতে সব মরিচ গাছ মরে গেছে। এখন কি করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। বিষয়টি আমার এলাকার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে সবজিক্ষেত পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। নওপাড়ার এই কৃষকই শুধু নন, সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে মধুখালী পৌর এলাকা সহ কয়েকটি ইউনিয়নের অনেক কৃষকের খেতের ফসল নষ্ট হতে চলেছে।উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের কৃষক মোঃ আবদুর রহমান জানান, টানা বৃষ্টিতে ৩৫ শতাংশ জমির আমনের চারা পানির নিচে তলিয়ে আছে। চারা পঁচে গেলে আবার লাগানো লাগবে। পৌরসদরের ২ নং ওয়ার্ডের কুমড়া চাষী আবদুল আলিম বলেন, বৈকণ্ঠপুর মাঠের জমিতে লাগানো কুমড়া অতিবৃষ্টিতে প্রায় অর্ধেক পঁচে হয়ে গেছে। বাকিগুলোর অবস্থাও ভালো না। বড় ক্ষতিতে পরতে হবে এবার।উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অতিবৃষ্টিতে মধুখালী উপজেলায় ২৪২০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি চাষ করা হয়েছিল এর মধ্যে ফুলকপি ১ হেক্টর, বাঁধাকপি ০.৫, মিষ্টি কুমড়া ৬ হেক্টর, শশা ১ হেক্টর, করলা ০.৫ হেক্টর, পেঁপে ১ হেক্টর, কলা ১ হেক্টর ও অনান্য সবজি ১ হেক্টর পরিমাণ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় ক্ষয়ক্ষতি আরও বাড়ার আশঙ্কা আছে।এদিকে টানা বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হওয়ায় প্রভাব পরেছে কাঁচা বাজারে। সকল সবজির দাম বেরেছে। বিক্রেতারা বলছেন বৃষ্টিতে সবজির ক্ষতি হওয়ায় বাজারে সবজির আমদানি কম থাকায় দাম কিছুটা উর্ধমূখী। মধুখালী পৌরসদরের কাঁচা বাজার ঘুরে দেখা যায় প্রতিকেজি কাঁচা মরিচ ৪০০ টাকা, বেগুন ৬০ টাকা, পেঁপে ৪০ টাকা, পোটল ৬০ টাকা, ঝিঙ্গা ৬০ টাকা, আলু ৫৫ টাকা, করলা ৬০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।মধুখালী উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মাহাবুব ইলাহী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে মেগচামী, গাজনা ইউনিয়নের আগাম শীতকালীন সবজির বেশি ক্ষতি হয়েছে। বৃষ্টিতে কম বেশি সবজি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাজারে দামের প্রভাব পরেছে। আবহাওয়ার উন্নতি না হলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে। ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করে আমরা অধিদপ্তরে প্রেরণ করছি।

আর.ডি.এফ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

নাঙ্গলকোট প্রতিনিধি : সামাজিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা মূলক সংগঠন রায়কোট ডেভেলপমেন্ট ফ্রেন্ডশিপ "আর.ডি.এফ" এর আয়োজনে কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার ৮৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ম, ৮ম ও ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১০টায় উপজেলার মন্তলী স্কুল এণ্ড কলেজ, রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় ৭শ' ১৯জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৭৫ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে। বৃত্তি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন নাঙ্গলকোট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুরাইয়া আক্তার লাকী, সহকারী কমিশনার "ভূমি" মেহেদী হাসান, আরডিএফ ছাত্র ফোরাম মুখপাত্র ও ঢাকা তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা জাফর আহমদ মজুমদার, মন্তলী স্কুল এণ্ড কলেজ অধ্যক্ষ মোস্তফা কামাল, নাঙ্গলকোট প্রেস ক্লাব ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাঈন উদ্দিন দুলাল, সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক কেফায়েত উল্লাহ মিয়াজী, বাঙ্গড্ডা এডুকেয়ার রেসিডেন্সিয়াল স্কুল প্রধান শিক্ষক নাছির উদ্দিন মজুমদার, ইক্বরা মডেল স্কুল প্রধান শিক্ষক মাওলানা আবুল কাশেম মোল্লা, মন্তলী হাই স্কুল সহকারী প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন মজুমদার, আরডিএফ সভাপতি প্রভাষক জহিরুল ইসলাম মজুমদার, সেক্রেটারি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাহফুজ আজিম, নাঙ্গলকোট প্রেস ক্লাব সদস্য সাইফুল ইসলাম, আরডিএফ ছাত্র ফোরাম সভাপতি ও কেন্দ্র সচিব সাইফুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, আরডিএফ উপদেষ্টা নিজাম উদ্দিন, ডা: ফরিদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনসুর আলম মানিক, মাসুম বিল্লাহ হাজারী, সাবেক ছাত্র ফোরাম সভাপতি এম.আই জাহিদ, আরডিএফ ছাত্র ফোরাম সহ-সভাপতি নূরুন নবী রিয়াদ, ইয়াহিয়া খন্দকার, নূর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাফর আহমেদ আপন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান হোসেন, কার্যকরী সদস্য ডা: তারেক, সজীব, রাকিব, জীবন প্রমুখ।২০১৭ সালে আরডিএফ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা মূলক কাজ করে আসছে।

কাউখালীতে মাছ-মাংসের দাম ক্রেতাদের নাগালের বাহিরে

কাউখালী প্রতিনিধি : পিরোজপুরের কাউখালীতে মাছ মাংসের দাম দিন দিন সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরা মাছ ও মাংসের স্বাদ ভুলে যাচ্ছে। অনেকের পক্ষেই এখন মাছ-মাংস কিনে খাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শুধু মাছের বাজার ঘুরে আসা ছাড়া তাদের ক্রয় করার সামর্থ্য নেই। গত ১৫ দিনের ব্যবধানে মাছ-মাংসের দাম কেজিতে ৩০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টায় কাউখালী দক্ষিণ বাজারে সাপ্তাহিক হাটের দিনে মাছ-মাংসের বাজার ঘুরে দেখা গেছে গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে মাছের দাম কেজিতে ৩০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারে ইলিশ মাছ না থাকার কারণে মাছ ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে অন্যান্য মাছের দাম বৃদ্ধি করে বিক্রি করছে। ১ কেজি ছোট চিংড়ি মাছ ৭৫০ টাকা, ছোট সাইজের দেশি কই মাছ ৫৫০ টাকা, শোল মাছ ৭০০ টাকা, কইয়া বৌল ৬০০ টাকা, তেলাপিয়া ১৭০ টাকা, মরমা মাছ ৪০০ টাকা, পাঙ্গাস ১৮০ টাকা, পাবদা ৩০০ টাকা, রুই ৩০০ টাকা, কাতল ২৬০ টাকা, কোরাল ৬৫০ টাকা, পোমা ৩৫০ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। প্রতিটি সামুদ্রিক মাছের দাম কেজিতে ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছ বিক্রেতা আসমত আলী ও ইয়াকুব আলী জানান, বাজারে মাছের সরবরাহ কম থাকায় মাছের দাম একটু বৃদ্ধি। মাছ বিক্রেতা সাইদুল ইসলাম জানান, বাজারে ইলিশ মাছ না থাকা কারণে অন্যান্য মাছের দাম এ সময় একটু বেশি হয়। মাছের সরবরাহ বাড়লে দাম একটু কমবে। মাছ ক্রয় করতে আসা নজরুল ইসলাম বলেন, আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাছ-মাংস কিনে খাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দিনমজুর মনসুর আলী বলেন, মাছ-মাংস কিনে খাওয়া আমাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। আমরা শুধু দেখে যাব খাইতে পারবো না। এদিকে মাংসের বাজারও ক্রেতাদের নাগালের বাহিরে চলে গেছে। বয়লার মুরগি ২০০ টাকা, কক ৩৫০ টাকা, সোনালী ৩২০, গরুর মাংস ৮০০ ও খাসির মাংস এক হাজার টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। গত ১৫ দিন ব্যবধানে বয়লার মুরগির দাম কেজিতে ৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুরগির ব্যবসায়ী আবদুল করিম বলেন বাজারে মুরগির সরবরাহ কম এবং বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে খামারিদের মুরগি মরে গেছে। তবে সরবরাহ বাড়লে মুরগির দাম কিছুটা কমে যাবে। এদিকে ভুক্তভোগীরা বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বল থাকার কারণে মাছ-মাংসের দাম বিক্রেতারা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বেশি দামে বিক্রি করছে বলে অভিযোগ করেন। সংবাদকর্মী হাফেজ মাসুম বিল্লাহ বলেন, বর্তমানে কোন ব্যবসায়ীদের চাঁদা দিতে হয় না তবে কেন বাজারে এত দাম। বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজল মোল্লা বলেন, আমরা বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার চেষ্টা করছি।

৪ দিনের ছুটিতে শ্রীমঙ্গলে ছিল পর্যটকের ভিড়

শ্রীমঙ্গল প্রতিনিধি : হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পূজার ছুটিতে শ্রীমঙ্গলে ছিল পর্যটকের ভিড়। ৪ দিনের ছুটিতে শ্রীমঙ্গলের বিভিন্ন পর্যটন স্পট, চা-বাগান ছিল লোকে লোকারণ্য। বিশেষ করে লাউয়াছড়া ন্যাশনাল পার্কে পর্যটকের ঢল নেমেছিল। গত বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে গত রোববার পর্যন্ত লাউয়াছড়া ন্যাশনাল পার্কে পর্যটকের ভিড় লেগেই ছিল। লাউয়াছড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের শ্রীমঙ্গল কার্যালয়ের ওয়াইল্ডলাইফ রেঞ্জার মো. শহিদুল ইসলাম জানান, এই ৪ দিনে লাউয়াছড়ায় পর্যটক এসেছে ৪ হাজার ৪৪৯ জন। এতে রাজস্ব আয় হয়েছে ৫ লাখ ২৩ হাজার ৯৯৭ টাকা। চা-বাগানগুলোতে এখন চলছে ভর মৌসুম। চা-বাগান পর্যটকদের কাছে খুব আকর্ষণীয়। চা-কন্যাদের দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি তোলার দৃশ্য দেখতে চা-বাগানগুলোতেও ছিল দর্শনার্থীদের ভিড়। মনোমুগ্ধকর এসব চা -বাগানের দৃশ্য ঘুরে ঘুরে দেখা আর সেলফি তোলায় ব্যস্ত সময় পার করেছেন পর্যটক-দর্শনার্থীরা। শ্রীমঙ্গলের বন্যপ্রাণী সেবা ফাউণ্ডেশনে শিশুসহ বিভিন্ন শ্রেনি-পেশার ভ্রমনপিপাসুদের ভিড় ছিল চোখে পরার মতো। বিশেষ করে বিভিন্ন পশু-পাখি আর বন্যপ্রাণী দেখে শিশুরা খুব আনন্দে মেতেছিল।শ্রীমঙ্গল শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার দুরে মাছের অভয়াশ্রম ও পাখির অভয়ারণ্য প্রসিদ্ধ বাইক্কা বিলে ছুটে গেছেন অনেক দর্শনার্থী। এছাড়াও লাউয়াছড়া ও মাগুরছড়া খাসিয়া পুঞ্জিতেও ছিল আগতদের আনাগোনা। অনেকে ছুটে গেছেন নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠীর পাড়াগুলোতে। খাসিয়া, মণিপুরি, ত্রিপুরা, গারোসহ বিভিন্ন পল্লী ঘুরে তাদের বিচিত্র জীবনধারা ও সংস্কৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন আগত ভ্রমনবিলাসীরা। এছাড়াও বধ্যভূমি-৭১ এ পূজার ছুটির ৪ দিন ভিড় লেগেই ছিল।শ্রীমঙ্গলের রিসোর্ট মালিকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, পূজার ছুটিতে শ্রীমঙ্গলের রিসোর্ট, কটেজ, বাংলো, হোটেলগুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পর্যটকের বুকিং ছিল।

গোয়ালন্দে পদ্মার ভাঙন রোধে জিওব্যাগ ফেলা হচ্ছে

গোয়ালন্দ প্রতিনিধি : গোয়ালন্দ উপজেলার দেবগ্রাম ইউনিয়নের মুন্সি বাজার এলাকার কাওয়াল জানি গ্রামে ভাঙনের শিকার বেশ কয়েকটি বাড়ি ও কৃষি জমি। ভাঙন প্রতিরোধে গোয়ালন্দ উপজেলা প্রশাসন ও মোস্তফা মেটাল ইন্ডাস্ট্রির সহায়তায় ফেলা হচ্ছে জিওব্যাগ। গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র জিওব্যাগ ফেলানোর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা আবু সাইদ মন্ডল, দেবগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজুল ইসলাম, মোস্তফা মেটাল ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক সেলিম মুন্সি, তরুণ সমাজ সেবক জামাল মুন্সি প্রমূখ। জানাযায়, দুই সপ্তাহ আগে ভাঙন শুরু হয় মুন্সি বাজারের কাওয়াল জানি গ্রামের মাথায় প্রায় ১০০ ফুটের ভাঙনে বেশ কয়েকটি বাড়ি ও কৃষি জমি নদীতে বিলীন হয়।

সড়কের বেহাল দশা ব্যবসায়ীরা বিপাকে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : আশুগঞ্জ নৌবন্দর-বিশ্বরোড-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর সড়ক চার লেনে উন্নীতকরনের কাজ বন্ধ,সড়কের বেহাল দশা,ব্যবসায়ীরা বিপাকে। ৫১ কিলোমিটার মহাসড়কটি ফোরলনেে উন্নীতকরনে নর্মাণ ব্যয় ধরা হয়ছে ৫ হাজার ৭'শ ৯১ কোটি টাকা। শুরুতেই নির্মাণ কাজের ধীর গতির কারণে মহাসড়কে চলাচলরত যানবাহনরে যাত্রীদরে র্দুভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। বেশী বিকপাকে পড়েন ৫ আগষ্টে আওয়ামী লীগ সরকার পদত্যাগের পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় এফকন লিমিটেড কাজ ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়ার কারণে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় এফকন লিমিটেড জনবলসহ তারা বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ায় রাস্তার কাজ সম্পুর্নভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে যাত্রীরা চরম পরেছে বিপাকে।পাশাপাশি আশুগঞ্জ আন্তর্জাতিক নৌবন্দরের ব্যবসায়ীরা তাদেও ব্যবসা-বানিজ্যে নেমে আসে স্থবিরতা। সামান্য বৃষ্টিতেই আশুগঞ্জ গোলচত্বর থেকে বন্দরের ঘাট পর্যন্ত রাস্তা যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।শুধু তাই নয় মালঅমাল পরিবহনের সময় রাস্তায় গাড়ী উল্টে পড়ে যায়।এতে মালের পাশাপশি জীবনহানি ঘটে।এই অবস্থায় ভুক্তভোগী জনগণ বলছেন যেন এইরাস্তা দেখভালের জন্য কেউ নেই।এদিকে আশুগঞ্জ আর্ন্তজাতিক নৌবন্দরের ব্যবসায়ী কবির ফকির জানান,আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই বন্দওে ব্যবসা করে আসছি।কিন্তু এইবার আমরা ব্যবসায়ীরা রাস্তার বেহালদশার জন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছি।রাস্তার ভাল না থাকায় পরিবহন ভাড়া যেমন বেশী দিতে হচ্ছে তেমনি সময়মত গাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না।ফলে আমরা বন্দরের ব্যসায়ীরা উভয় সংকটে আছি।আমার দাবী সরকার যেন দ্রুত রাস্তার সমস্যাটি সমাধান করার পাশাপাশি নতুন করে বন্দও ঘাটে যে উন্নয়ন কাজ চলমান আছে তা দ্রুত শেস করার পদক্ষেপ নেয়।এ বিষয়ে আশুগঞ্জ আর্ন্তজাতিক নৌবন্দরের ইজারাদার জিতু মিয়া বলেন,আমি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ঘাট ইজারা নিয়েছি এককোটি ৪০লক্ষ টাকায়।তার সাথে ব্যাট,ট্যাক্স রযছে শতকরা ২৫ পার্সেন্ট। এতে আমার আশুগঞ্জ বন্দরঘাট ইজারামুল্য দাড়িয়েছে প্রায় এককোটি সত্তর লাখ টাবা।ঘাটের যাতায়াতের রাস্তার করুনদশা কারণে মালামাল লোড-আনলোড কমেগেছে প্রায় ৬০ভাগ।তিনি বলেন, আশুগঞ্জ আর্ন্তজাতিক নৌবন্দরের উন্নয়নের লক্ষে ঘাটে আরো চার-পাচটি জেটি র্মিান করছে সরকার।এই উন্নয়ন কাজের জন্য পুরাতন অন্তত ৪টি জেটি পুরাতন জেটি বন্ধ করে কাজ করছে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।এর আগে য়েখানে ৬টি জেটি দিয়ে মালঅমাল পরিবহন করা হত।এখন মাত্র ২টি ,জেটি দিয়ে মালামাল পরিবহন করতে হচ্ছে।এত করে আমি কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায় করতে পারছিনা।এতকিছুর পরও যদি রাস্তার সমস্যা না থাকত কিছুটা পুষিয়ে থাকতে পারতাম।তিনি আশুগঞ্জ নৌবন্দর-বিশ্বরোড-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর সড়ক চার লেনে উন্নীতকরনের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সরকারের উচ্চ মহলেল হস্তক্ষেপ দাবী করেন।

বন্যার পানি নিষ্কাশনে সেচপাম্পে ঝুঁকছে বানভাসীরা

কেশবপুর প্রতিনিধি : পলিতে নদী ভরাটের প্রভাবে পানি নিষ্কাশন বাধাগ্রস্থ হয়ে দু'মাস ধরে পানিবন্দী কেশবপুর ও মনিরামপুরের নিন্মাঞ্চলের জনগণ। বন্যা থেকে রক্ষায় ২৭ বিল ও অন্যান্য এলাকার জনগণ পানি নিষ্কাশনে সেচপাম্পের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এজন্যে সেচ কমিটি বিল খুকশিয়ার ৮ ব্যান্ড স্লুইচ গেটের পলি অপসারণ কাজ শরু করেছে। কেশবপুর ও মনিরাম-পুর উপজেলার ৬ ইউনিয়নের ৬৮টি গ্রামের ২৭ বিলের পানি বিল খুকশিয়ার ৮ ব্যান্ড স্লুইচ গেট দিয়ে হরি নদীতে নিষ্কাশন হয়। হরি নদী ও খুকশিয়ার খালের ৮ ব্যান্ড স্লুইচ গেট পলিতে ভরাটের কারণে ২৭ বিল এলাকায় জলাবদ্ধতা স্থায়ী আকার ধারণ করেছে। ভবদহ এলাকার দু'উপজেলার লক্ষাধিক মানুষ প্রায় দুই মাস ধরে পানিবন্দী জীবন যাপণ করছে। পানিবন্দী এলাকার জনগণ ৩ যুগ ধরে এভাবেই পানি নিষ্কাশন করে বোরো আবাদ করে আসছে। ৮ অক্টোবর জলাবদ্ধতা নিরসনে ২৭ বিল বাঁচাও আন্দোলন কমিটি ৫ দফা দাবিতে পানি সম্পদ উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে। এছাড়া, ৯ অক্টোবর সুফলাকাটি ইউপি চত্বরে বানভাসীদের বিশাল সমাবেশ হয়েছে। সমাবেশে চেয়ারম্যান এসএম মুনজুর রহমানকে আহ্বায়ক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পানি সেচ প্রকল্প কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাথরা গ্রামের কৃষক শহিদুল ইসলাম জানান, গত ৭/৮ দিন ধরে বুড়-লি ও পাঁজিয়া-পাথরা বিল এলাকার ৪৭ গ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে ২৪/২৫টি সেচ পাম্প দিয়ে পানি নিষ্কাশন চলছে। এ পর্যন্ত ১৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। অধিকাংশ বাড়িঘর থেকে পানি নামা শুরু হওয়ায় বানভাসিরা সুফল পেতে শুরু করেছে। তাদের দেখে বিল গরালিয়ার প্লাবিত ২৭ গ্রামের পানি নিষ্কাশনে ৪টি সেচযন্ত্র দিয়ে এবং ২৭ বিল সেচ কমিটি খুকশিয়া খালের ৮ ব্যান্ড স্লুইচ গেটের পলি ২/৩ দিন ধরে অপসারণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মনিরামপুরে আশাননগর গ্রামের শিক্ষক আদিত্য সরকার বলেন, বানভাসী জমির মালিকরা বিঘা প্রতি ৫'শ টাকা করে ও অবশিষ্ট টাকা ঘের মালিকরা দিয়ে এ সেচকার্য চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু ভবদহের জলাবদ্ধ ৫২ বিলের পানি মনিরামপুর উপজেলার কোনাখোলা বাজার সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বিল খুকশিয়ায় ঢুকছে। এতে সেচকার্য বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিল খুকশিয়া পানি সেচ প্রকল্প কমিটির আহ্বায়ক ও সুফলাকাটি ইউপি চেয়ারম্যান এসএম মুনজুর রহমান বলেন, হরি নদী ও খুকশিয়া খালের ৮ ব্যন্ড স্লুইচ গেট থেকে হরি নদী পর্যন্ত ২২০ ফুট খাল পলি পড়ে ৫ ফুট উঁচু হয়ে গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড হরি নদীর বিল খুকশিয়া থেকে ডুমুরিয়ার শোলগাথিয়া ব্রিজ পর্যন্ত ১ কিলোমিটার পলি অপসারণ কাজ করছে। কিন্তু বিলের পানি থেকে নদীর তলদেশ উঁচু হওয়ায় এতে পানি নিষ্কাশন হবে না। যেকারণে বানভাসীরা বৈদ্যুতিক সেচ মোটর দিয়ে বিলের পানি নিষ্কাশনের দাবি জানিয়ে আসছিল। খালের পলি অপসারণ করতে ৮ ইঞ্চি সাইজের ৮টি বৈদ্যুতিক সেচ মোটর দিয়ে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ মাস ব্যাপী ২৭ বিলের পানি নিষ্কাশন কার্যক্রম চলানো হবে। কেশবপুর পাউবো'র উপবিভাগীয় প্রকৌশলী সুমন শিকদার বলেন, কেশবপুরের জলাবদ্ধতা নিরসনে হরিহর, বুড়িভদ্রা, আপারভদ্রা ও হরি নদীর ভরাটকৃত পলি স্কাভেটর দিয়ে অপসারণ কাজ চলছে। কাজ সম্পন্ন হলে দ্রুত পানি সমস্যার সমাধান হবে। উল্লেখ্য, কেশবপুরে ১০৪ গ্রাম প্রায় ২ মাস ধরে প্লাবিত।

বরিশালে মতুয়া মিশনের উদ্যোগে মাতৃপূজা

বরিশাল প্রতিনিধি : ইন্টারন্যাশনাল শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ মতুয়া মিশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সার্বিক সহযোগিতায় গত রোববার দুপুরে জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার কান্দিরপাড় গ্রামে জীবন্ত মায়ের পূজা (মাতৃপূজা) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই এলাকার হরি-গুরুচাঁদ ও গোপাল চাঁদ মতুয়া মন্দির প্রাঙ্গণে দুপুরে অনুষ্ঠিত মাতৃপূজার পূর্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মতুয়া গৌরাঙ্গ গোঁসাইর সভাপতিত্বে ও মতুয়া মিশন আগৈলঝাড়া উপজেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি বিধান বাড়ৈর সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঢাকার রমনা হরিচাঁদ মন্দির কমিটির সহ-সভাপতি মতুয়া রতন মন্ডল, যুগ্ম সম্পাদক সমিরন মন্ডল, মতুয়া মিশনের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সভাপতি ডাঃ মণীষ চন্দ্র বিশ্বাস, আগৈলঝাড়া উপজেলা কমিটির সভাপতি দীনেশ হালদার, সাধারণ সম্পাদক সোহাগ বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক মুকুল ভদ্র, মতুয়া তাপস গাইন প্রমুখ।জীবন্ত মাতৃপূজায় একশ' জন বাবা ও মাকে তাদের সন্তানরা ফুল, চন্দন, ধুপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে চোখের জলে পূজা দিয়েছেন। মাতৃপূজায় পৌরহিত্য করেন মতুয়া কৃষ্ণচাঁদ অধিকারী।

দেবহাটায় জাতীয় দূর্যোগ প্রশমন দিবসে আলোচনা সভা

দেবহাটা প্রতিনিধি : দেবহাটায় জাতীয় দূর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ওই দিবসটি পালনের লক্ষ্যে একটি রেলি উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে। পরে দেবহাটা ফুটবল মাঠের মঞ্চে আলোচনা সভা ও দেবহাটা ফায়ার স্টেশনের তত্ত্বাবধানে দূর্যোগকালীন মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবহাটা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শফিউল বাশার। প্রধান অতিথি ছিলেন দেবহাটা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শরীফ নেওয়াজ। চন্ডিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ওই অনুষ্ঠানে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন দেবহাটা কৃষি অফিসার শওকত ওসমান, দেবহাটা উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন, দেবহাটা উপজেলা ক্রীড়া কমিটির সদস্য সহকারী অধ্যাপক ইয়াছিন আলী, দেবহাটা রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি আর.কে.বাপ্পা, দেবহাটা প্রেসক্লাবের সভাপতি খায়রুল আলম, দেবহাটা রিপোর্টার্স ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক কে.এম রেজাউল করিম, দেবহাটা উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন মাস্টার ইউনুস আলী, সাংবাদিক আবু সাঈদ, দেবহাটা ইউনিয়নের মহিলা ইউপি সদস্য রেহানা খাতুন প্রমুখ।

কাহারোলে দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে র‌্যালি

কাহারোল প্রতিনিধি : দুর্যোগ আগাম সর্তক বার্তা 'আগামী প্রজম্মকে সক্ষম করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি' শ্লোগানে দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস,২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে র‌্যালি, আলোচনা সভা ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল ১৩ই অক্টোবর সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসন কাহারোল এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ের আয়োজনে র‌্যালি মহড়া ও আলোচনা সভা মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান। প্রধান অতিথি ছিলেন, কাহারোল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আমিনুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, মোহাম্মদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মাহাবুবুরহমান, ৩নং মুকুন্দপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ জাহিদুজ্জামান লিমন, উপজেলা আইসিটি অফিসার মোঃ আফিজার রহমান, ফায়ার সার্ভিস ইন্সপেক্টর মোঃ রেজাউল করিম, খাদ্য কর্মকর্তা মোঃ শাহীন রানা।

গৌতমাশ্রম বিহারে প্রবারনা পূর্ণিমা ও চীবর দানের প্রস্তুতি

হাটহাজারী প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের হাটহাজারীর মির্জাপুর গৌতমাশ্রম বিহারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম পবিত্র ধর্মীয় উৎসব শুভ প্রবারনা পূর্ণিমা ও দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসবের প্রস্তুতি সভা গত রোববার অনুষ্ঠিত হয়। বিহারের সভাপতির কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ভদন্ত শাসনানন্দ মহাথের। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিহার পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক লায়ন অনুপম বড়ুয়া। সভায় আসন্ন শুভ প্রবারনা পূর্ণিমা ও দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানের কর্মসূচি ও করনীয় বিষয় নিয়ে এই দুই বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান মহাসমারোহে, শান্তিপূর্ণ ও ভাব গম্ভীর পরিবেশ উদযাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন, বিজয় দর্শন বড়ুয়া, হরিপদ বড়ুয়া, সাংস্কৃতিক কর্মী রনজিৎ কুমার বড়ুয়া, লোকনাথ বড়ুয়া, সাংবাদিক কেশব কুমার বড়ুয়া, স্বপন কুমার বড়ুয়া, সন্তোষ বড়ুয়া বটন, সুব্রত বড়য়া, বন্দন, সুজন বড়ুয়া মামুন, গোলাপ বড়ুয়া, ছোটন বড়ুয়া প্রমূখ।

বাগেরহাট : বেড়েছে সবজি, মশলা, মাছ ও চালসহ সব ধরনের নিত্য পণ্যের দাম। সব থেকে বেশি বেড়েছে কাঁচা মরিচের দাম।

নরওয়েকে বড়ো ব্যবধানে হারালো অস্ট্রিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে একের পর এক গোল করে যান আরলিং হালান্ড। চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই বলতে গেলে গোলের বন্যা বইয়ে দিতে থাকেন নরওয়ের এই ফুটবল তারকা। কিন্তু সেই হালান্ড মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখলেন উয়েফা নেশন্স লিগে। অস্ট্রিয়ায় খেলতে গিয়ে ৫ গোল হজম করে এসেছে হালান্ডের দেশ নরওয়ে। হার মেনেছে ৫-১ গোলের ব্যবধানে। অস্ট্রিয়ার লিনজে অনুষ্ঠিত নেশন্স লিগে খেলতে গিয়েছিলো নরওয়ে; কিন্তু হালান্ডকে এভাবে স্তব্ধ করে দেবে স্বাগতিকরা, তা হয়তো তিনি নিজে কল্পনাও করতে পারেননি। জোড়া গোল করেন অস্ট্রিয়ার মার্কো আর্নাটোভিক। এছাড়া বাকি গোলগুলো করেন পেন ফিলিপ লিয়েনহার্ট, স্টেফান পোশ এবং মিকায়েল গ্রেগরিটখ। নরওয়ের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন আলেকজান্ডার সোরলথ। এই পরাজয়ের পরও কিন্তু উয়েফা নেশন্স লিগে বি-৩ গ্রুপে নরওয়ে শীর্ষেই রইলো। তবে এ ম্যাচের মধ্য দিয়ে এই গ্রুপটিতে তুমুল লড়াই সৃষ্টি হয়েছে। তিন দলেরই পয়েন্ট সমান ৭ করে। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে শীর্ষে নরওয়ে। অস্ট্রিয়া সমান পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় এবং একই পয়েন্ট নিয়ে স্লোভেনিয়া রয়েছে তৃতীয় স্থানে। নরওয়ের হয়ে সব সময়ের সর্বোচ্চ গোলদাতা হালান্ড। গত বৃহস্পতিবারই স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোল করেছিলেন তিনি। নরওয়ে জিতেছিলো ৩-০ গোলে। হালান্ডের নামের পাশে নরওয়ের জার্সিতে লেখা হলো ৩৪ গোল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন তিনি। ম্যাচ শুরুর ৬ মিনিট পরই অস্ট্রিয়ার গোলে শট নেন হালান্ড। কিন্তু পোস্টে লেগে ফিরে আসে বলটি। দুই মিনিট পর আবারও গোল করার কাছাকাছি গেলেও ব্যর্থ হন তিনি। উল্টো কাউন্টার অ্যাটাকে (৮ম মিনিটে) অস্ট্রিয়ার অধিনায়ক মার্কো আরনাটোভিক জোরালো এক শটে নরওয়ের জালে বল জড়িয়ে দেন। ৩৯ মিনিটে আলেকজান্ডার সোরলথ সমতায় ফেরান নরওয়েকে। ওই একটাই গোল করতে সক্ষম হয় আরলিং হালান্ডের দেশ। ১-১ গোলে সমতায় থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে অস্ট্রিয়া। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে, ৪৯তম মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন মার্কো আরনাটোভিক। ৫৮ মিনিটে তৃতীয় গোল করেন ফিলিপ লিয়েনহার্ট। ৬২ মিনিট চতুর্থ গোল করেন স্টেফান পোশ। ৭১ মিনিটে ৫ম বার নরওয়ের জালে বল জড়ান মিখায়েল গ্রেগরিটখ।

আইসিসির সেপ্টেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটার কামিন্দু

স্পোর্টস ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ার ট্র্যাভিস হেড ও স্বদেশী প্রবথ জয়সুরিয়াকে পেছনে ফেলে আইসিসির মাসসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন কামিন্দু মেন্ডিস। গতকাল সোমবার বিকেলে সেপ্টেম্বর মাসের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে তার নাম ঘোষণা করে আইসিসি। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো এই পুরস্কার জিতলেন তিনি। এর আগে মার্চে আরও একবার জিতেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে কামিন্দু চারটি টেস্ট খেলে রান করেছিলেন ৪৫১টি। গড় ছিল ৯০.২০। বিশেষ করে ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাট হাতে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম আট টেস্টের প্রত্যেকটিতেই পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলার রেকর্ড গড়েন। এছাড়া এ সময় টেস্টের ৭৫ বছরের ইতিহাসে দ্রুততম ১০০০ রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেন। ৮ টেস্টের ১৩ ইনিংসে ১০০০ রান করে তিনি স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের মাইলফলকও স্পর্শ করেন। ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে তিনি অপরাজিত ১৮২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। তবে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে তার খেলা ১১৪ রানের ইনিংসটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল দলের জন্য। দল যখন ৮৮ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে বসেছিল তখন শতরানের ইনিংস খেলে দলকে টেনে তুলেছিলেন।

ফিনল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ের ধারায় ফিরলো ইংল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : আগের ম্যাচে ঘরের মাঠেই গ্রিসের কাছে ২-১ গোলে হেরে গিয়েছিলো ইংল্যান্ড। এবার ফিনল্যান্ড গিয়ে জয়ে ফেরাটা ছিল ইংলিশদের জন্য খুব জরুরি। সে কাজটাই করে দিলেন জ্যাক গ্রিলিস, ট্রেন্ট আলেজান্ডার আরনল্ড এবং ডেকলান রাইস। হেলসিংকি অলিম্পিক অলিম্পিক স্টেডিয়ামে এই তিনজনের গোলে উয়েফা নেশন্স লিগে ফিনল্যান্ডকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে এসেছে ইংল্যান্ড। গ্রুপ বি-২ এ এই জয়ের ফলে ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকলো ইংল্যান্ড। পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে গ্রিস। ফিনল্যান্ড চার ম্যাচের সবগুলোতেই পরাজয়। ফলে কোনো পয়েন্ট নেই তাদের। ম্যাচের পর আইটিভিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ইংলিশ ফুটবলার জ্যাক গ্রিলিশ বলেন, 'আমার মনে হয়, আমাদের আরও অনেকগুলো গোল পাওয়া উচিৎ ছিল। বিশেষ করে শেষ মুহূর্তে। কারণ, তখন ম্যাচ অনেক ওপেন হয়ে গিয়েছিলো।' তিনি আরও বলেন, 'প্রথমার্ধে খেলাটা একটু কঠিনই ছিল আমাদের জন্য। তবুও আমরা প্রথমার্ধে ১-০ গোলের লিড নিয়েছিলাম। এরপরই আমরা ম্যাচে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হই।' ম্যাচের ১৮তম মিনিটে গোলের সূচনা করেন জ্যাক গ্রিলিশ। যখন অ্যাঞ্জেল গোমেজ দারুণ একটি বুদ্ধিদীপ্ত পাস দেন গ্রিলিশকে। তিনি দারুণ শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন। এরপর ৭৪তম মিনিটে প্রায় ২০ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিকে ফিনল্যান্ডের জালে বল জড়ান অ্যালেকজান্ডার আরনল্ড। এর ১০ মিনিট পর পরবর্তিত খেলোয়াড় ওলি ওয়াটকিন্সের ক্রস থেকে বল পেয়ে ফিনল্যান্ডের জালে আলতো শটে জড়িয়ে দেন ডেকলান রাইস। ৮৭তম মিনিটে একটি গোল পরিশোধ করে ফিনল্যান্ড। আর্তু হসকনেন গোলটি করেন স্বাগতিকদের হয়ে।

শ্রীলংকাকে হারিয়ে জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

স্পোর্টস ডেস্ক : ১৮০ রানের টার্গেটে দুই ওপেনার ব্র্যান্ডন কিং ও এভিন লুইসের ঝড়ো হাফ-সেঞ্চুরিতে শ্রীলংকার বিপক্ষে জয় দিয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫ উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলংকাকে। এই জয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ক্যারিবীয়রা। ডাম্বুলায় টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অষ্টম ওভারে ৫৮ রানে ৩ উইকেট হারায় শ্রীলংকা। টপ-অর্ডারে পাথুম নিশাঙ্কা ১১, কুশল মেন্ডিস ১৯ ও কুশল পেরেরা ৬ রানে আউট হন। চতুর্থ উইকেটে ৫২ বলে ৮২ রানের জুটিতে শ্রীলংকাকে লড়াইয়ে ফেরান কামিন্দু মেন্ডিস ও অধিনায়ক চারিথ আসালঙ্কা। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় হাফ-সেঞ্চুরির ইনিংসে ৫টি চার ও ২টি ছক্কায় ৪০ বলে ৫১ রান করে থামেন কামিন্দু। ২৯ বলে টি-টোয়েন্টিতে ষষ্ঠ হাফ-সেঞ্চুরি তুলে ৫৯ রানে আউট হন আসালঙ্কা। ৩৫ বলের আসালঙ্কার ইনিংসে ৯টি চার ছিলো।
শেষদিকে ভানুকা রাজাপাকসার ১১ বলে ১টি করে চার-ছক্কায় ১৭ রানের সুবাদে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৯ রানের লড়াকু সংগ্রহ পায় শ্রীলংকা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোমারিও শেফার্ড ২টি উইকেট নেন। ১৮০ রান তাড়া করতে নেমে ব্যাট হাতে ঝড় তুলে ৪.৪ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ৫০'এ নেন দুই ওপেনার কিং ও লুইস। পাওয়ার প্লেতে দল পায় ৭৪ রান। ২৫ বলে টি-টোয়েন্টিতে ১১তম অর্ধশতক করেন কিং। নবম ওভারের প্রথম বলে ১'শ স্পর্শ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ঐ ওভারেই টি-টোয়েন্টিতে ২৭ বলে ১১তম হাফ-সেঞ্চুরি করেন লুইস। লুইস-কিংয়ের ঝড়ো হাফ-সেঞ্চুরিতে ৯ ওভারে ১০৭ রান পেয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দশম ওভারের প্রথম বলে লুইসকে শিকার করে ক্যারিবীয়দের উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন শ্রীলংকার পেসার মাথিশা পাথিরানা। ৫টি চার ও ৪টি ছক্কায় ২৮ বলে ৫০ রান করেন লুইস। লুইস ফেরার পর ৭ রানে আউট হন তিন নম্বরে নামা শাই হোপ। এক প্রান্ত আগলে রানের চাকা সচল রেখেছিলেন অন্য ওপেনার কিং।
তবে ১২তম ওভারে দলীয় ১২৮ রানে কিংকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখান স্পিনার কামিন্দু। ১১ বাউন্ডারি ও ১ ওভার বাউন্ডারিতে ৩৩ বলে ৬৩ রানের দারুন ইনিংস খেলেন কিং। কিং-লুইসের দারুন শুরুতে পরবর্তীতে জয় পেতে সমস্যা হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ৫ বল বাকী রেখে জয়ের স্বাদ পায় তারা। মিডল অর্ডারে রোস্টন চেজ ১৯, অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল ১৩ ও শেরফান রাদারফোর্ড অপরাজিত ১৪ রান করেন। শ্রীলংকার পাথিরানা ২টি উইকেট নেন। ম্যাচ সেরা হন কিং।

অর্থনীতি

রেমিট্যান্স আসায় শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র

অর্থনীতি ডেস্ক : ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্স আহরণে হঠাৎ শীর্ষ উৎস দেশ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি থেকে সেপ্টেম্বরে প্রবাসী আয় এসেছে প্রায় ৩৯ কোটি ডলার। গত মাস পর্যন্ত শীর্ষে থাকা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এসেছে ৩৬ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগের মাস আগস্টে এসেছিল ২৯ কোটি এবং জুলাইয়ে ছিল ২৪ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এমন সময়ে রেমিট্যান্স বাড়ল যখন সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার কমিয়েছে। আবার বাংলাদেশে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির নানামুখী কারণ থাকতে পারে। বড় কারণ হতে পারে- গত ১৯ সেপ্টেম্বর দেশটি এক ধাপে নীতি সুদহার শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশীয় পয়েন্ট কমিয়েছে। এর বিপরীতে বাংলাদেশে সুদহার বাড়ছে। আবার বৈদেশিক মুদ্রায় সঞ্চয়ের বিভিন্ন নীতিমালা সহজ হয়েছে। আবার সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্য, সরকার পরিবর্তনের পর হুন্ডি কমাসহ বিভিন্ন কারণে রেমিট্যান্স বাড়তে পারে। এ ছাড়া বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে ডলার কেনে। তবে ব্যাংকের কাছে বিক্রির সময় অনেক ক্ষেত্রে যে দেশের এক্সচেঞ্জ হাউস ওই দেশের রেমিট্যান্স হিসেবে বিক্রি করে। এটিও অন্যতম কারণ হতে পারে। এ ছাড়া সরকার পরিবর্তনের পর গোপনে দর বেশি দিয়ে ডলার কেনার প্রবণতা কমেছে। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, প্রবাসী আয় বৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্বস্তি রয়েছে। বেশ কিছু দিন ডলারের দর স্থিতিশীল আছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উন্নতি হচ্ছে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির নানা কারণ থাকতে পারে। তবে একটি কারণ হলো- যে দেশের এক্সচেঞ্জ হাউস রেমিট্যান্স কেনে সাধারণত ওই দেশের রেমিট্যান্স হিসেবে বাংলাদেশে আসে। ফলে ঢালাওভাবে বলা যাবে না, এর সবই যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, অনেকদিন ধরে শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী দেশ ছিল সৌদি আরব। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত শীর্ষে উঠে আসে। গত সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসার পরও চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের হিসাবে শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। তিন মাসে আমিরাত থেকে এসেছে ১০৩ কোটি ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে ৯২ কোটি ডলার। পর্যায়ক্রমে সৌদি আরব থেকে ৮৬ কোটি ডলার, মালয়েশিয়া থেকে ৬২ কোটি এবং যুক্তরাজ্য থেকে ৫৬ কোটি ডলার এসেছে। সব মিলিয়ে প্রথম তিন মাসে দেশে মোট ৬৫৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে যা ৩৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ বেশি। প্রথম তিন মাসের রেমিট্যান্সের মধ্যে ৪০০ কোটি ডলার বা প্রায় ৬২ শতাংশ এসেছে শীর্ষ পাঁচ দেশ থেকে। করোনা-পরবর্তী অর্থনীতিতে বাড়তি চাহিদা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়ে যায়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক সুদহার অনেক বাড়লেও ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতে গত বছরের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে ৯ শতাংশ সুদহারের সীমা দেওয়া ছিল। কম সুদে টাকা নিয়েই পাচারের অভিযোগও রয়েছে। ২০২১ সালের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সুদহার ছিল ২ শতাংশের নিচে। বাড়াতে বাড়াতে তা ৫ দশমিক ২৫ থেকে ৫ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হয়। দীর্ঘদিন পর গত ১৯ সেপ্টেম্বর এক ধাপে শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশীয় পয়েন্ট ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আগে যুক্তরাজ্য, চীনসহ আরও কয়েকটি দেশ সুদহার কমালেও বাংলাদেশে এখন ঘটছে উল্টোটা। গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর এরইমধ্যে দুই দফায় ৫০ বেসিস পয়েন্ট করে বাড়িয়ে রেপোর সুদ নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ। চলতি মাসে আরও এক দফা সুদ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন গভর্নর। ফলে বাজারে সুদহার বাড়ছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, অর্থ পাচারের প্রবণতা কমে আসায় এখন খোলাবাজারের সঙ্গে ব্যাংকের ডলার দরে পার্থক্য কমেছে। ফলে ডলারের দর স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। এতে করে রেমিট্যান্স দ্রুত বাড়ছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে গত বুধবার ১৯ দশমিক ৮৩ বিলিয়ন ডলারে উঠেছে। আগের মাস একই সময়ে যা কমে ১৯ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলারে নেমেছিল। এর আগে ২০২১ সালের আগস্টে সর্বোচ্চ যা ৪৮ বিলিয়নের ওপরে ওঠে।

নানা সংকটের মাঝেও বাড়ছে বিশ্ব বাণিজ্য

অর্থনীতি ডেস্ক : আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস খানিকটা বাড়িয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)। সংস্থাটি বলেছে, চলতি বছর বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্যে গড় প্রবৃদ্ধি হতে পারে ২ দশমিক ৭ শতাংশ। সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল ট্রেড আউটলুক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস আপডেট প্রতিবেদনে এ পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর আগে গত এপ্রিল মাসে প্রকাশিত সংস্থার প্রতিবেদনে পূর্বাভাস ছিল ২ দশমিক ৬ শতাংশ।
বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ে ডব্লিউটিওর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়, আঞ্চলিক সংঘাত ও নীতিগত অনিশ্চয়তা বাড়াসহ নানামুখী সংকটের মাঝেও ধীর গতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুদ্ধার হচ্ছে। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে মূল্যস্ফীতি অনেক কমে যাওয়ায় বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমাতে পেরেছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো সুদহার কমানোয় বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে। এতে বিশ্ব বাণিজ্যেও গতি বাড়বে।
এ ছাড়া মূল্যস্ফীতি কমে আসায় পরিবার পর্যায়ে প্রকৃত আয় বাড়বে। এতে ভোক্তা ব্যয়ও বাড়াবে। পণ্য বাণিজ্যে যা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। গত বছর বিশ্ব বাণিজ্যে কোনো প্রবৃদ্ধি হয়নি।

শরিয়াহ্‌ভিত্তিক লেনদেন বোর্ড চালুর পরিকল্পনা

অর্থনীতি ডেস্ক : ইসলামী শরিয়াহ্‌ভিত্তিক কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচার জন্য ইসলামি ক্যাপিটাল মার্কেট নামে নতুন একটি লেনদেন প্ল্যাটফর্ম করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। পরিকল্পনা অনুযায়ী, এ প্ল্যাটফর্মে শুধু শরিয়াহ্? ধারায় ব্যবসা পরিচালনা করে, এমন তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা হবে। একইভাবে শরিয়াহ্ বন্ডও কেনাবেচার সুযোগ থাকবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। নতুন প্ল্যাটফর্ম হবে অনেকটা ডিএসইর এসএমই বা অলটারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডের (এটিবি) লেনদেনের মতো। এই প্ল্যাটফর্ম থেকে শেয়ার কেনাবেচার ক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে ব্রোকারেজ হাউস পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে শরিয়াহ্‌ভিত্তিক পৃথক লেনদেন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকের সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সব ধরনের লেনদেন পরিচালনা করতে হবে। তবে একই শেয়ার মূল লেনদেন বোর্ডেও থাকবে। বর্তমানে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে যেগুলো শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যবসা ও সার্বিক লেনদেন পরিচালনা করে, বিশ্বখ্যাত আর্থিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এসঅ্যান্ডপির ফর্মুলা অনুযায়ী ডিএসই এসব কোম্পানির শেয়ার নিয়ে ডিএসইএস নামে শরিয়াহ্ সূচক গণনা করছে। তবে এ সূচকে কোন শেয়ারগুলো অন্তর্ভুক্ত, তা প্রকাশ করে না। চাইলে অর্থের বিনিময়ে ডিএসইর কাছ থেকে কেনা যায়। নতুন ইসলামিক লেনদেন বোর্ড চালু হলে শরিয়াহ্‌ভিত্তিক শেয়ার ও বন্ডের তালিকা উন্মুক্ত থাকবে। পৃথক ইসলামিক লেনদেন বোর্ড করার কারণ জানতে চাইলে স্টক এক্সচেঞ্জের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, ইসলাম ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতি অনুযায়ী সব লেনদেন সুদবিহীন হওয়া বাধ্যতামূলক। বর্তমানে কেউ যখন শরিয়াহ্ সূচকভুক্ত শেয়ার কিনছেন, তাঁর বিনিয়োগ হয়তো শরিয়াহ্? মাফিক হলো। কিন্তু তিনি যে লেনদেন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনিয়োগ করলেন, তা শরিয়াহ্ মাফিক হবে তার নিশ্চয়তা নেই। যেমন, যে ব্রোকারেজ হাউসের মাধ্যমে শেয়ার কেনাবেচা করছেন, যে ব্রোকারেজ হাউস হয়তো সুদভিত্তিক ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করছে। একইভাবে স্টক এক্সচেঞ্জসহ অন্য বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হয়তো সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। ইসলামিক লেনদেন প্ল্যাটফর্ম হলে ব্রোকারেজ হাউস থেকে স্টক এক্সচেঞ্জকে এই লেনদেন বোর্ডের মাধ্যমে কেনাবেচায় সম্পৃক্ত সবাইকে পৃথক শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকে পৃথক অ্যাকাউন্ট রাখতে হবে, যাতে এ-সংক্রান্ত সব অর্থ আলাদা রাখা যায়। এমনকি বিনিয়োগকারীকেও ইসলামি শরিয়াহ্ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে করতে হবে। কতদিনের মধ্যে এই প্ল্যাটফর্ম হবে জানতে চাইলে ডিএসইর ওই কর্মকর্তা জানান, এজন্য নাসডাক স্টক এক্সচেঞ্জের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ম্যাচিং ইঞ্জিন দিয়ে লেনদেন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা হচ্ছে। নাসডাক তাতে রাজি হয়েছে। ডিএসইর নতুন পরিচালনা পর্ষদে বিষয়টি উপস্থাপন হবে বলে জানান তিনি।

অর্থনীতি ডেস্ক : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল দেশের মানুষ। অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বে পড়ার শঙ্কা থেকে বেঁচে ফিরে শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীরাও পান নতুন প্রাণ। তবে তার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র চার দিন। গত দুই মাসে ৯২ শতাংশ শেয়ারের দরপতনে দিশেহারা বিনিয়োগকারীরা। শেয়ারবাজার-সংশ্লিষ্টদের মতে, এ অবস্থার কারণ- বিগত সরকারের সময় হওয়া লুটপাটে অর্থনীতির ক্ষতগুলো প্রকাশের পর বিনিয়োগকারীরা অর্থনীতির ভবিষ্যৎ বুঝতে সময় নিচ্ছেন। আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং কারসাজি চক্রের অনুপস্থিতিতে তাদের দেখে যারা বিনিয়োগ করতেন, তাদের বিনিয়োগ কমেছে। এর বাইরে মূল্যস্ফীতি কমাতে সুদহার বৃদ্ধির প্রভাবও আছে। সরকার বদলের পর গত ৬ থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত চার দিনে তালিকাভুক্ত ৩৯৭ কোম্পানির শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে ৩৫০টিরই দর বাড়ে। ১০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৪৬ শতাংশ দর বাড়ে ৭৮টির। তাতে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৭৮৬ পয়েন্ট বা ১৫ শতাংশ বেড়ে ৫৯২৪ পয়েন্ট এবং এক দিনের শেয়ার কেনাবেচা ২ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছিল। গত ১২ আগস্ট থেকে ছন্দ পতন শুরু হয়। গত দুই মাসে ৩৬৭ শেয়ারের দর পতন হয়েছে। অন্তত ১০ শতাংশ দর হারিয়েছে ৩২০ শেয়ার, পতনের হার ৩০ শতাংশ ছাড়িয়েছে ৭১টির। গত বুধবার ৯৮ পয়েন্ট বৃদ্ধির পরও এ সময়ে সূচকের পতন হয়েছে ৫৯৪ পয়েন্ট বা ১০ শতাংশ। সর্বশেষ সাত কার্যদিবসের গড় লেনদেন নেমেছে পৌনে ৪০০ কোটি টাকায়। আবার এ সময়ে যেমন নতুন বিও অ্যাকাউন্ট খোলা ও বিনিয়োগ বেড়েছে, তেমনি অ্যাকাউন্ট শেয়ার-শূন্য হওয়াও বেড়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত সাকল্যে ৭ হাজার ৪০৬টি নতুন বিও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর মধ্যে সাড়ে ৬ হাজারের বেশি অ্যাকাউন্টে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে। আবার এই একই সময়ে প্রায় ১০ হাজার অ্যাকাউন্ট শেয়ার-শূন্য হয়েছে। অর্থাৎ এসব অ্যাকাউন্টধারী বিনিয়োগকারী তাদের সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন। অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়াগ্রস্ত দেশ পাকিস্তানের শেয়ারবাজার যখন রেকর্ড উত্থান হচ্ছে, তখন দুর্নীতিবাজ সরকারের পতনের পর শেয়ারবাজারের অবস্থার উন্নতির কথা, সেখানে উল্টো পতনের ধারা কেন- এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন সবাই।

বিশ্ববাজারে সোনার দামে অস্থিরতা

অর্থনীতি ডেস্ক : বিশ্ববাজারে সোনার দামে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড গড়ার পর কিছুটা দরপতন হলেও এখন ফের দাম বাড়ছে দামি এই ধাতুটির। দুদিনে প্রতি আউন্স সোনার দাম বেড়েছে ৫০ ডলার। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, চলতি বছরের জুন মাস থেকে সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা শুরু হয়। গত ৭ জুন প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল ২ হাজার ২৯৩ ডলার। এরপর দফায় দফায় দাম বেড়ে ১৬ জুলাই প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৪৬৮ ডলারে ওঠে। এখানেই সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা থামেনি। এরপরও সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা চলতে থাকে। গত ২০ সেপ্টেম্বর ইতিহাসে প্রথমবার প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৬০০ ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে। এ রেকর্ড গড়ার পরও সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২৬ সেপ্টেম্বর প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৬৮২ ডলার পর্যন্ত ওঠে। এটিই এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম। এই রেকর্ড দাম হওয়ার পর সোনার দাম কমার প্রবণতা দেখা যায়। কয়েক দফায় দাম কমে ১ অক্টোবর প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৬৩১ ডলারে নেমে আসে। এরপর কয়েক দফায় সোনার দামে উত্থান-পতন হলেও দাম কমার পাল্লা ভারী হয়। এতে ১০ অক্টোবর লেনদেনের একপর্যায়ে প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৬০৬ ডলারে নেমে যায়। এই মূল্য সংশোধনের পর ১০ অক্টোবর লেনদেনের শেষদিকে আবার সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা শুরু হয়। যা অব্যাহত থাকে গত সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস অর্থাৎ ১১ অক্টোবরও। এতে গত সপ্তাহের লেনদেন শেষে প্রতি আউন্স সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৫৭ ডলারে। এর মধ্যে সপ্তাহের শেষদিন প্রতি আউন্স সোনার দাম বেড়েছে ২৩ দশমিক ৮৫ ডলার বা শূন্য দশমিক ৯১ শতাংশ।
বিশ্ববাজারে সোনার দাম কমার মধ্যে গত ২৯ সেপ্টেম্বর দেশের বাজারে সোনার দাম কিছুটা কমানো হয়। সে সময় সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম এক হাজার ২৫৯ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় এক লাখ ৩৭ হাজার ৪৪৯ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম এক হাজার ২০১ টাকা কমিয়ে এক লাখ ৩১ হাজার ১৯৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম এক হাজার ৩৮ টাকা কমিয়ে এক লাখ ১২ হাজার ৪৫৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সনাতন পদ্ধতির এক ভরি সোনার দাম ৮৭৪ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ৯২ হাজার ২৮৬ টাকা।